চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 61 Wednesday, 31 January, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৬১ সংখ্যা ✱ ১৬ মাঘ, ১৪৩০, বুধবার, ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

হিঙ্গলগঞ্জের যোগেশগঞ্জ পঞ্চায়েতের তরফে কুষ্ঠ সচেতনতা বিষয়ক কর্মসূচী গ্রহন করা হয়। শতাধিক আশা কর্মী কুষ্ঠ রোগ নিয়ে সচেতনতা অভিযানে নামেন। ...বিস্তারিত পাতা ৩

মায়াপুরে তীর্থ করতে এসে পথেই মৃত্যু হল গিরিশ কুমার মণিভাই পাটেল নামে এক পর্যটকের। ঘটনাটি ঘটে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের এক নম্বর প্লাটফর্মে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

মাছ ধরতে বেরিয়ে বিপাকে কয়েক জন পাক নাগরিক। সোমালিয়া উপকূলের কাছে ছিলেন তাঁরা। সেই অবস্থায় তাঁদের মাছ ধরার ট্রলার ছিনতাই করে জলদস্যুরা। ...বিস্তারিত পাতা ৬

বোর্ডের একটি সূত্র জানাচ্ছেন, ''লোকেশ রাহুল হয়তো সিরিজের বাকি টেস্ট খেলার জন্য ফিরবে। কিন্তু জাডেজার কী পরিস্থিতি, তা বলা মুশকিল।'' ...বিস্তারিত পাতা ৮

'আমি লড়ব, গড়ব, মানুষের জন্য রক্ত দেব, পালাব না'

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৩০ জানুয়ারিঃ সোমবার উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া, ইসলামপুর হয়ে বিহারে গিয়েছে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির ন্যায়যাত্রা। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে নিজের নির্ধারিত কর্মসূচি বদলে মঙ্গলবার সেই উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া, ইসলামপুরে পদযাত্রা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে রায়গঞ্জের সভা থেকে মমতা বলেন, ''বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসকে হারিয়ে বাংলায় জিততে পারে একমাত্র শুধু তৃণমূল।'' যা দেখে অনেকেই ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। বস্তুত, জোটের অন্যতম মুখ নীতীশ কুমার বিজেপির সঙ্গে হাত মেলানোর অনেক আগেই আসন রফা নিয়ে জটিলতার জেরে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাংলায় একাই লড়বে তৃণমূল। এদিনও নেত্রীর বক্তব্যে সেই কথারই ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। সেক্ষেত্রে বাংলায় তৃণমূল এবং কংগ্রেসের জোট হওয়ার সম্ভবনা আরও অনিশ্চিত হল বলেই মনে করা হচ্ছে। সোমবার রাহুলের পদযাত্রা যে পথ ধরে এগিয়েছিল, এদিন সেই পথ ধরেই দলীয় কর্মীদের নিয়ে হাঁটেন তৃণমূল নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পদযাত্রাতে পা মিলিয়ে ছিলেন অসংখ্য মানুষ। মমতাকে দেখতে রাস্তার দু'ধারে মানুষের ভিড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো। এনআরসি প্রসঙ্গে এদিন ফের সীমান্তের মানুষকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ভয়

পাবেন না। প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে হলেও আপনাদের রক্ষা করব। পালাব না।'' মঙ্গলবার রায়গঞ্জের সভা থেকে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন, এক সময় উত্তরবঙ্গ অবহেলিত ছিল। এখন মানুষ উত্তরবঙ্গকে নিয়ে গর্ব বোধ করে। মমতার অভিযোগ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে ক্ষমতায় এসে সব দোকান বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিয়েছে বিজেপি। মাছ, মাংস, ডিম খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''মানুষের অধিকারও ছিনিয়ে নিতে চাইছে বিজেপি। আপনি কী খাবেন, কী পরবেন, সেটাও ওরা ঠিক করে দিতে চাইছে। এটা কি আপনারা মেনে নেবেন?'' একই সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন, এবারে কেন্দ্রের সরকারের কিন্তু কোনও বাজেট নেই। শুধু বেতনের টাকা দিতে হবে। ফলে ভোটের সময় আবার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেবে। এ দিন এক বন্ধনীতে সিপিএম-বাম-কংগ্রেসের নাম উচ্চারণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুঝিয়ে দিলেন নিসন্দেহে জাতীয় রাজনীতির বাধ্য-বাধকতা যাই থাকুক না কেন, জোট ইন্ডিয়ায় তিনি নিশ্চিত ভাবে রয়েছেন। তবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বাংলার ক্ষেত্রে ভোট যুদ্ধে কংগ্রেসকে এক ইঞ্চিও জমি কোনও ভাবে ছেড়ে দেবেন না। তাহলে ত্রিমুখী লড়াইয়ে লাভ কার? ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সেকুলার ভোট ব্যাঙ্ক যদি বাম-কংগ্রেস-তৃণমূলের মধ্যে কাটাকাটি হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এর লাভ ওঠাতে চলেছে বিজেপি। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনেও বাম-কংগ্রেস, বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে লড়াই হয়েছিল। তবে ভোটের লড়াই বাংলা দেখেছিল মূলত তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে। এই বছরের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ঘুরে ফিরে সেই একই চিত্র কার্যত দেখা যাচ্ছে। বঙ্গে যদি আসন রফা না হয় তাহলে বাম-কংগ্রেস, বিজেপি-তৃণমূলের ত্রিমুখী দ্বৈরথ হলেও হতে পারে। তাৎপর্য পূর্ণ বিষয় এই যে, আজকের সভা থেকেও রাহুল গান্ধি নাম নিলেন না মমতা। জোট ইন্ডিয়া নিয়েও মুখ খোলেননি। উল্টে কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএমকে পরাস্ত করার ডাক দিলেন রায়গঞ্জের সভামঞ্চ থেকে।

মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত তিন জওয়ান

ছত্তীশগড়, ৩০ জানুয়ারিঃ 'খবর' ছিল আশেপাশেই ঘাঁটি গেড়েছে মাওবাদীরা। আর সেই মাওবাদীদের খোঁজে গভীর জঙ্গলে পা রাখতেই জওয়ানদের লক্ষ্য করে ধেয়ে এল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। মাওবাদীরাই জওয়ানদের ফাঁদে ফেলতে 'খবর' দিয়েছিল, কি না তাও খতিয়ে দেখছেন ফোর্সের শীর্ষ কর্তারা। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তীসগড়ের বিজাপুর-সুকমা সীমান্তের কাছে। সূত্রের খবর, মাওবাদীদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তিন জওয়ানের। গুরুতর জখম আরও ১৪ জন জওয়ান। চিকিৎসার জন্য তাঁদের সুকমা থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে রায়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, তিন বছর আগে ২০২১ সালে এই জঙ্গলেই মাওবাদীদের হামলায় একসঙ্গে ২২ জন জওয়ানের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। মাঝে কিছুদিন মাওবাদী কার্যকলাপ বন্ধ ছিল। সম্প্রতি এলাকায় মাওবাদীদের গতিবিধি বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে জানতে পারেন গোয়েন্দারা। এরপরই সুকমা সীমান্তে জওয়ানদের নতুন একটি ক্যাম্প তৈরি করা হয়। কোবরা ব্যাটেলিয়ন ও স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের জওয়ানরা থাকতেন ওই ক্যাম্পে। মাওবাদীদের গতিবিধির খবর পেয়ে এদিন গভীর জঙ্গলে তল্লাশি অভিযানে গিয়েছিলেন তাঁরা। তখনই জওয়ানদের লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি উড়ে আসে। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে বাহিনী। এরপরই মাওবাদীরা ধীরে ধীরে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ে বলে জানা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে অতিরিক্ত বাহিনী। মাওবাদীদের খোঁজে গভীর জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

আদালতের তত্ত্বাবধানে আছেন শেখ শাহজাহান
স্পিকার

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৩০ জানুয়ারিঃ শেখ শাহজাহান কোথায়? সন্দেশখালিতে তল্লাশি অভিযানে গিয়ে ইডির উপর হামলার ঘটনার পর থেকে সবার মুখে মুখে একটাই প্রশ্ন। ইডি লুক আউট নোটিস জারি করেছে। পুলিশও তাঁর খোঁজ চালাচ্ছে। কিন্তু শেখ শাহজাহান কোথায়, তা এখনও জানতে পারা যাচ্ছে না। এসবের মধ্যেই নেতা-মন্ত্রীদের গলা থেকেও বিভিন্ন মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। অখিল বলছেন, শাহজাহান হয়ত চিকিৎসার জন্য বাংলার বাইরে গিয়েছেন। শুভেন্দু আবার বলছেন, গর্তে ঢুকে রয়েছেন শাহজাহান। এবার শেখ শাহজাহান প্রসঙ্গে মুখ খুললেন বিধানসভার স্পিকার তথা বারুইপুরের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মনে করছেন, আদালতের তত্ত্বাবধানেই রয়েছেন শাহজাহান। উল্লেখ্য, সোমবারই বিশেষ ইডি আদালতে আগাম জামিনের আর্জি জানিয়েছেন শেখ শাহজাহান। সেক্ষেত্রে আদালত সূত্রে খবর, আগাম জামিনের জন্য যিনি আবেদন করছেন, তাঁর সই দরকার হয়। তাহলে শাহজাহানের সই যদি পাওয়া যায়, তাহলে শাহাজাহান কেন 'বেপাত্তা'? সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল বিভিন্ন মহলে। এসবের মধ্যেই এবার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি, ''শাহজাহান শেখ কি আদালতে যেতে পারেন না? আমি তো মনে করি, আদালতের তত্ত্বাবধানে আছেন। যখন কোনও ব্যক্তি আদালতে আবেদন করেন আগাম জামিনের জন্য, তার মানে তিনি এখন আদালতের তত্ত্বাবধানে আছেন।'' স্পিকারের বক্তব্য, ''আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। শাহজাহান শেখ তো আবেদন করতেই পারেন। এতে অন্যায় কী আছে! শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে একটা মামলা হয়েছে। তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন আগাম জামিনের জন্য। এতে ভুল কী আছে?''

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ থেকে সরল শিক্ষা সংক্রান্ত মামলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ শিক্ষা সংক্রান্ত মামলায় একের পর এক তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশেই একাধিক মামলায় শুরু হয়েছে সিবিআই বা ইডি-র তদন্ত। এবার সেই বিচারপতির বেঞ্চ থেকেই সরল শিক্ষা সংক্রান্ত মামলা। প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত যে সব মামলার শুনানি হত বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চে, সেগুলি সরিয়ে নেওয়া হল। মঙ্গলবারই বেঞ্চ নির্ধারণ করেছেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। মামলাগুলি শুনবেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। সম্প্রতি সিঙ্গল বেঞ্চের সঙ্গে ডিভিশন বেঞ্চের সংঘাত প্রকাশ্যে আসে কলকাতা। মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। মঙ্গলবার সকালে এজলাস ছাড়ার সময় ওই সংঘাতের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। এদিনই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ থেকে মামলা সরানো হচ্ছে। আইনজীবী মহলের দাবি, কোনও মামলা সরানো হলে, সাধারণত একসঙ্গে সব বিচারপতির বেঞ্চের মামলা বদল হয়। কিন্তু যখন একজন বা দুজন বিচারপতির বেঞ্চ থেকে মামলা সরানো হয়, তখন প্রধান বিচারপতি কোনও বার্তা দিতে চাইছেন বলে ধরে নেওয়া হয়। এরপর থেকে শিল্প সংক্রান্ত মামলা শুনবেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, আগেই বিচারপতি সৌমেন সেনের বেঞ্চ থেকে শিক্ষা সংক্রান্ত বেশিরভাগ মামলাই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র উচ্চ প্রাথমিকের মামলা ছিল তাঁর কাছে। মঙ্গলবার সেই মামলা থেকে নিজেই সরে দাঁড়িয়েছেন বিচারপতি সৌমেন সেন। নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসার পর শিক্ষা সংক্রান্ত একাধিক মামলা শুনানি হয়েছে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে। স্কুল সার্ভিস কমিশন, প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক মামলা শুনেছেন তিনি। পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পর তাঁর বেঞ্চ থেকে বেশ কয়েকটি মামলা সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

যুবতীকে বিয়ে করতে চাওয়ায় 'ইডি' অফিসারকে সিজিও-র সামনে মার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ মঙ্গলবার দুপুরে আচমকা সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির অফিসের বাইরে জটলা। ভিড় করেন একদল উত্তেজিত জনতা। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন এক ব্যক্তিকে। দড়ি দিয়ে হাত বাঁধা। গলায় ঝুলছে একটা আইকার্ড। সেখানে ইডির লোগো বসানো। উত্তেজিত জনতার দাবি, এই ব্যক্তি ভুয়ো ইডি অফিসার পরিচয়ে বিয়ে করতে চাইছিল এক যুবতীকে। আগামিকাল (বুধবার) বিয়ের দিন। বিয়ের কার্ড ছাপানো থেকে শুরু করে লোকজন নিমন্ত্রণ সবই হয়ে গিয়েছে। মেয়ের পরিবারের দাবি, শেষ মুহূর্তে তাঁরা জানতে পারেন, এই ব্যক্তি ভুয়ো ইডি অফিসার পরিচয় দিয়েছিল। আর তাই দড়ি দিয়ে বেঁধে ওই যুবককে তাঁরা নিয়ে এসেছেন ইডির অফিসের সামনে। সিজিও কমপ্লেক্সের গেটের বাইরেই হাত বাঁধা অবস্থায় যুবকের উপর চলল একপ্রস্থ মারধর। যুবতীর পরিবারের দাবি, ওই যুবক নিজের পরিচয় দেয় প্রদীপ সাহা নামে। সোনারপুরের বাসিন্দা। তাঁদের অভিযোগ, বিরাটির বাসিন্দা যুবতীর সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ জমায় এই যুবক। নিজের পরিচয় দেয় একজন ইডির অফিসার হিসেবে। এরপর চেনা-জানা বাড়তেই যুবতীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। রাজি হয়ে গিয়েছিল যুবতীর বাড়ির লোকজনও। এমনকী বিয়ের কার্ড ছাপিয়ে সব বন্দোবস্তও করা হয়ে যায়। আগামিকালই বিয়ের দিন। আর এদিকে কোনও এক কারণে যুবতীর বাড়ির লোকজনের সন্দেহ হওয়ায়, তাঁরা ওই যুবকের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন। তখনই তাঁরা জানতে পারেন, প্রদীপ সাহা নামে এই যুবক কোনও ইডি অফিসার নয়। এরপরই মঙ্গলবার সকালে যুবকে বেঁধে ইডির অফিসের সামনে নিয়ে এসে একপ্রস্থ মারধর করেন তাঁরা। যুবকের গলায় ভুয়ো আইকার্ড ঝোলানো। সেখানে ইডির লোগো দেওয়া রয়েছে বটে। কিন্তু উপরে লেখা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তবে আসলে ইডি কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অধীনে কাজ করে। এছাড়া যুবকের কাছে আরও একটি ভিজিটিং কার্ড পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি পরিবারের। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ওই যুবকের আবার পরিচয় দেখা যাচ্ছে নারকোটিক্স কন্ট্রোল সেলের অফিসার। এভাবেই লোক ঠকানোর কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল যুবক, অভিযোগ যুবতীর পরিবারের। যদিও যুবকের দাবি, তিনি কিছু করেননি। তাঁকে লোকজন মেরে এখানে নিয়ে এসেছে। ইডির ওই ভুয়ো আইডি কার্ডও জোর করে তাঁর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। তবে বিষয়টি নিয়ে এখনও পর্যন্ত যুবতীর পরিবারের লোকেরা থানায় কোনও অভিযোগ জানাননি। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে দেখে সেখানে কর্তব্যরত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানও এগিয়ে আসেন। কী চলছে তা বোঝার চেষ্টা করেন। এসবের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে যুবককে হাত বাঁধা অবস্থাতেই নিয়ে ইডির অফিসের সামনে থেকে চলে যান পরিবারের লোকেরা।

'বিচারপতিদের লড়াইয়ের খেসারত আমরা কেন দেব?'
হাইকোর্টে বেনজির বিক্ষোভ চাকরিপ্রার্থীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ হাইকোর্টের দুয়ারে। চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ মরিয়া আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের। আজই তাঁদের নিয়োগের নির্দেশ দেওয়ার কথা ছিল বিচারপতি

সৌমেন সেনের। কিন্তু এই মামলা থেকে সৌমেন সেন সরে দাঁড়ানোর আবারও অন্ধকারের মুখে চাকরিপ্রার্থীরা। বিক্ষোভকারীদের সরাতে তপর পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। রাস্তায় শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন চাকরিপ্রার্থীরা। এর আগে একাধিকবার বিকাশ ভবন, আচার্য সদনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে দেখা গিয়েছে চাকরিপ্রার্থীরা। সল্টলেক করুণাময়ী চত্বর বারবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এবার হাইকোর্টের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকলেন আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীরা। এক বিক্ষোভকারী চাকরিপ্রার্থী বলেন, ''আমরা এটাই বুঝতে পারছি না, সরকার বিরোধী দল কেন বারবার আমাদের নিয়ে রাজনীতি করছে। আমাদের নিয়ে রাজনীতি করার কোনও জায়গাই নেই। আমাদের এখন মরণ বাঁচন সমস্যা। আমরা কাউকে এলিগেশন দিচ্ছি না। আমরা কবে বিচার পাব? ১০ বছর ধরে লড়াই চলছে। আমাদের বুক ফেঁটে যাচ্ছে।'' প্রসঙ্গত, বিচারপতি সৌমেন সেনের বেঞ্চে বিচারাধীন ছিল নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক মামলা। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত মামলা বিচারপতি সৌমেন সেনের বেঞ্চ থেকে সরিয়ে দেন। কেবলমাত্র আপার প্রাইমারি সংক্রান্ত এই মামলা বিচারপতি সৌমেন সেনের বেঞ্চে বিচারাধীন। ৩০ তারিখ এই মামলার শুনানি ছিল। কিন্তু মেজিক্যাল কলেজে ভর্তি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দুই বিচারপতির 'দ্বন্দ্বে'র পরই বিচারপতি সৌমেন সেন নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা থেকে সরে দাঁড়ান। তার আগে তিনি বলেন, 'এনাফ ইজ এনাফ!' কিন্তু এদিনে যাঁদের মামলার শুনানি ছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই আদালতে উপস্থিত হন। বিচারপতি সৌমেন সেন সরে দাঁড়ানোয় থমকে যায় বিচারপ্রক্রিয়া। তখনই বেলা ৪টে নাগাদ হাইকোর্টের বাইরে আচমকা ক্ষোভে ফেটে পড়েন চাকরিপ্রার্থীরা। এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, ''কালকের মধ্যে মামলাকারীদের বক্তব্য শোনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আজকে বিচার হত। বিচারপতি এজলাসে ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে বিচারাধীন ছিল। তাঁর নির্দেশে ২৩ আগস্ট প্যানেল প্রকাশ হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর কাউন্সিলিং হয়। আমাদের জয়েনিংয়ের শুনানি চলছিল। দুপক্ষের বক্তব্য শোনা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুই বিচারপতির দ্বন্দ্বের জন্য তিনি সরে দাঁড়ালেন। আমাদের অর্ডারটা হল না। আবার অন্য কোনও বিচারপতির বেঞ্চে যাবে, আবার শুনানি হবে আমরা আর কতদিন এভাবে লড়াই করব? এই মামলায় ৭-৮ খানা বেঞ্চই বদল হল, আমরা বিচার পেলাম না। আমরা এখানে রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছি।''

'রাহুল গান্ধির পদযাত্রা মসৃণ করার জন্য আমি সরে আসব', বললেন অধীর

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৩০ জানুয়ারিঃ এখন বিহারে রয়েছে রাহুল গান্ধির ন্যায় যাত্রা। আগামী কাল অর্থাৎ বুধবার ফের তিনি বাংলায় পা রাখবেন। এবার মালদহ হয়ে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের দিকে এগোবেন রাহুল। কিন্তু তার আগেই রাহুল গান্ধির থাকা, খাওয়ার জায়গায় নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। তাঁর খাওয়া ও রাত্রিবাসের জন্য সরকারি জায়গা ব্যবহার করার অনুমতি দেয়নি বাংলার প্রশাসন। এই বিষয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন অধীর চৌধুরী। মঙ্গলবার অধীরবাবু বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে তিনি বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে রাহুল গান্ধিকে এমন অসহযোগিতার মধ্যে পড়তে হবে, আমি এটা আশা করিনি। তাহলে বলে দেওয়া হোক, যে অধীর চৌধুরীর জন্য রাহুল গান্ধিকে পদযাত্রা শান্তিতে করতে দেওয়া হবে না। এটাই যদি হয়, তাহলে রাহুল গান্ধির পদযাত্রা মসৃণ করার জন্য আমি সরে আসব।'' এর পরেই মুখ্যমন্ত্রীর নাম না করে অধীর চৌধুরী বলেন, ''এটা রাহুল গান্ধির পদযাত্রা। এটা কংগ্রেস পরিবারের পদযাত্রা। তাঁদের দৌলতে আজ কেউ নেত্রী হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন। এটা যেন আমরা কেউ ভুলে না যাই। রাহুল গান্ধির সঙ্গে বাংলায় এমন ঘটায় আমি দুঃখ পেয়েছি।'' বাংলায় প্রবেশের পরে রাহুল গান্ধির ন্যায় যাত্রাকে বারবার বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিল কংগ্রেস। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের নিশানায় ছিল রাজ্যের শাসক শিবির। যদিও রবিবারের কর্মসূচিতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু ফের তাল কাটে সোমবার। সরকারি জায়গায় রাহুল গান্ধির থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থায় না করে দেয় জেলা প্রশাসন। জানা গেছে, মালদহের রতুয়া থানা এলাকার ভালুকা গেস্ট হাউসে মধ্যাহ্নভোজের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল কংগ্রেসের তরফে। কিন্তু সেই অনুমতি দেয়নি জেলা প্রশাসন। অন্যদিকে আবার, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর স্টেডিয়ামে রাহুল গান্ধির রাত্রিবাসের অনুমতিও দেওয়া হয়নি। কংগ্রেস জানিয়েছে, দুই ক্ষেত্রেই লিখিতভাবে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের তরফে তা নাকচ করে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী চলে যেতেই বিস্ফোরক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৩০ জানুয়ারিঃ গতকালই মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারের রাসমেলা ময়দান থেকে সরকারি অনুষ্ঠানে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বারবার বেঁধেছেন বিরোধীদের। মুখ্যমন্ত্রী চলে যেতেই বিস্ফোরক কোচবিহারের সাংসদ তথা দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। এমনকি সোমবার তিনি তার এক্স হ্যান্ডেল এ একটি টুইটো করেন। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে আসেন হিমশীতল হাওয়া খেতে স্বচ্ছ মনোরম পরিবেশ উপভোগ করতে। তিনি বলেন গতকাল মুখ্যমন্ত্রী যে রাজবংশী বিদ্যালয়গুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলেছেন তা নিয়ে ইতিমধ্যে আমি আমার এক্স হেন্ডেলের টুইট করেছি বাস্তবিক চিত্রটা ফুটিয়ে তুলতে। স্কুলগুলোর পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি তার মধ্যে তিনি ঘোষণা করে দিলেন পাশাপাশি তিনি যে শিক্ষক নিয়োগের কথা বলছেন তা নিয়েও রয়েছে প্রবল ধোয়াশা। এরমধ্যে কোন স্বচ্ছতা নেই। একটি সরকার সাধারণ মানুষকে অন্ধকারে রেখে কিভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে?'' তিনি আরও বলেন, ''রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তার অভিযোগ আর তাতে দুর্নীতি রয়েছে যাতে বড় বড় তৃণমূল কংগ্রেসের রাঘবওয়ালরা ধরা পড়েছেন। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী ৭০০ জন শিক্ষকের নিয়োগের কথা বলেছেন অর্থাৎ নিয়োগ হয়ে গেছে আমাদের খুঁজে দেখতে হবে এর মধ্যে কোন বড় দুর্নীতি রয়েছে কিনা। যারা যোগ্য চাকরিপ্রার্থী তাদেরকে ধোঁয়াশায় রেখে এই নিয়োগ কিনা সে বিষয়ে আমরা এবার খোঁজ খবর নেব এবং লক্ষ্য রাখবো। কারণ নিয়োগ প্রক্রিয়া মানে দুর্নীতি আর দুর্নীতি তৃণমূল কংগ্রেসের।'' নিশীথ আরও বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ গ্রহণের পর বলেছিলেন কলকাতাকে লন্ডন এবং উত্তরবঙ্গকে সুইজারল্যান্ড বানাবেন তার কোনওটাই বাস্তবায়িত হয়নি।'' রীতিমত ক্ষোভ উপড়ে দিয়ে তিনি বলেন, ''আমরা নিউ কোচবিহার স্টেশন সংলগ্ন রেলের জমিতে ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্সির কাজ শুরু করেছি। ইতিমধ্যে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন গার্ড ওয়ালের কাজও সম্পন্ন হয়ে গেছে কিন্তু কাজ ঠিকমতো করা যাচ্ছে না কারণ এই মাঠের মাঝে রয়েছে একটি হাই মাস ইলেকট্রিক পোল। আমরা বারবার রাজ্য সরকারকে সেই হাই মাসপোল সরিয়ে নিতে অনুরোধ করেছি কিন্তু রাজ্য সরকার কোনওভাবেই সহযোগিতা করছে না ফলে আমরা কনস্ট্রাকশন বা বিল্ডিং তৈরির কাজ করতে পারছি না। রেলের সাথে বিদ্যুৎ বিভাগের যখন মৌ চুক্তি হয়েছিল সেখানে বলা ছিল রেল যখন চাইবে তখন

বিদ্যুৎ বিভাগ সেই হাইমাস পোলটি সরিয়ে দেবে কিন্তু বারবার বলার পরেও সরকারের কোন হুশ নেই।'' নিশীথের কথায় ''তৃণমূলের নেতারা বড় বড় ভাষণ দিচ্ছে, ভাষণ না দিয়ে আগে তারা তাদের সরকার বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলুক মৌ চুক্তি অনুযায়ী কাজটি সম্পন্ন করুক সর্বস্তরের মানুষের জন্য যাতে আমরা ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্সি করতে পারি। এই জেলার, উত্তরবঙ্গ তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রচুর খেলোয়াড় রয়েছেন যাদেরকে উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা ট্রেন্ড করিয়ে ভবিষ্যতে উন্নত মানের খেলোয়াড় তৈরি করা সম্ভব কিন্তু তাতেও বাদ সাধছে রাজনীতি।'' তিনি আরো বলেন, '' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি উত্তরবঙ্গকে এত ভালবাসেন বা কোচবিহারের মানুষকে এত ভালবাসেন তাহলে কেন্দ্রের এই প্রজেক্টকে তৈরি করতে কেন এত অসহযোগিতা ও বাধা দিচ্ছেন। আমরা বারবার বলেছি খেলা রাজনীতির উর্ধ্বে বিভিন্ন দলের তার নিজস্ব মতাদর্শ থাকতে পারে কিন্তু যারা খেলোয়াড় হয় তারা রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে জেলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে দিশার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে তাদের কোনও রাজনৈতিক রঙ থাকে না।'' কিন্তু এত কিছুর পরেও হুশ নেই সরকারের। যা বলেন তা তিনি করেন না রীতিমতো এ কথা বলে কটাক্ষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিরুদ্ধে তিনি বলেন, ''যারা দেশের জন্য নিজের জীবন দেয় তাদেরকে নিয়ে মন্তব্য এক কথায় রাষ্ট্রকে অপমান করা কারণ তারা তাদের পরিবার পরিজন ছেড়ে শুধুমাত্র এই দেশের মানুষের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে আত্ম বলিদান দেন ও তাদের কর্তব্য পালন করেন।'' সিএএ প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাকে কটাক্ষ করে নিশীথ প্রামানিক বলেন, ''সিএএ হবেই কেউ আটকাতে পারবেনা কাশ্মীরে যেমন ৩৭০ কেউ আটকাতে পারেনি সে রকম ভাবেই খুব দ্রুত সিএএ হবে।'' সামনেই লোকসভা নির্বাচন উত্তরবঙ্গ সহ কোচবিহারের নির্বাচনের রূপরেখা কি হবে এই প্রসঙ্গে তিনি জানান উত্তরবঙ্গের মানুষ গতবারের লোকসভা ও তারপর বিধানসভায় তাদের মতামত দিয়েছে তা সকলেরই জানা তবে যেভাবে তারা আরও একবার পঞ্চায়েত নির্বাচন করে দেখালো অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে লুট করে পঞ্চায়েত নির্বাচন করল তা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে আর দেখতে পাওয়া যায় না। তার মাঝেও বেশ কিছু জায়গায় বিজেপি ভালো ফল করেছে। দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়তে এবং সরকার গড়তে তাই আগামী লোকসভাতেও বিজেপিতেই ভরসা রাখছে সাধারণ মানুষ। কারণ মানুষই শেষ কথা বলে। শুধু সময়ের অপেক্ষা বাকিটা আপনারা নিজেরাই দেখতে পাবেন। এখনো কিছুটা সময় রয়েছে লোকসভা নির্বাচনে তবে তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সফর এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় রীতিমতো সরগরম কোচবিহারের রাজনীতি।

মৃত্যুবার্ষিকীতে মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

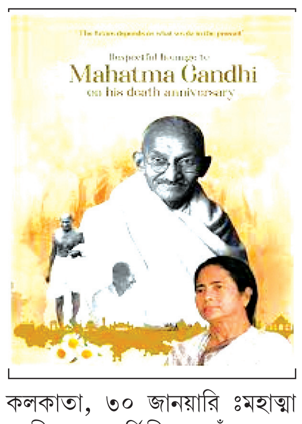

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃমহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে তিনি বাপুর ছবির সাথে তাঁর ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, আজ তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।প্রসঙ্গত, মহাত্মা গান্ধী ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নাথুরাম গডসে, দেশের স্বাধীনতার পরে মুসলিম সম্প্রদায়কে আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে গুলি করেছিলেন। দিল্লির বিড়লা হাউসে প্রার্থনা সভায় যাওয়ার সময় নাথুরাম গডসে মহাত্মা গান্ধীকে গুলি করে। মহাত্মা গান্ধীর বয়স তখন ৭৮ বছর। প্রতি বছর ৩০ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়।

সাকেত কোর্ট কমপ্লেক্সের আট তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা আইনজীবীর

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ঃ সোমবার রাতে সাকেত কোর্ট কমপ্লেক্সের আট তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন এক আইনজীবী। আইনজীবীর নাম ওম শর্মা। খবর পেয়ে সাকেত থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। এটি দুর্ঘটনা নাকি আত্মহত্যা তা খতিয়ে দেখছে দিল্লি পুলিশ।ডিসিপি অঙ্কিত চৌহান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, তদন্ত জানা গেছে ওম শর্মা গত দুই বছর ধরে লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন। হাসপাতাল থেকে স্ত্রীকে নিয়ে সাকেত কোর্টে পৌঁছেছিলেন তিনি। স্ত্রীকে গেটে রেখে আইনজীবী চেম্বার ভবনের ভেতরে গিয়ে আত্মহত্যা করেন। তার স্ত্রী আধঘণ্টা পর জানতে পারেন ওম শর্মা আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার করেছে।আইনজীবীর সঙ্গে কাজ করা কাবুল জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন। সোমবার বসন্ত কুঞ্জের হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর পরিবারের সঙ্গে সাকেত কোর্টে আসেন তিনি। কাউকে টাকা দিতে হবে, স্ত্রীকে বলে সবাইকে গাড়িতে রেখে ভেতরে চলে যায় সে। এরপরেই এই ঘটনা ঘটে।

ভাল আছি, সেরে উঠব', হাসপাতাল থেকে পোস্ট কবীর সুমনের

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি গায়ক-গীতিকার-সুরকার কবীর সুমন। সোমবার বিকেল তিনটের পর শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে তাঁকে ভর্তি করানো হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। সিসিইউ-তে ভর্তি ছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, তাঁকে অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়েছে। কবীর সুমন হাসপাতালে ভর্তি হতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তাঁর অনুরাগীরা। এর মধ্যেই ফেসবুকে পোস্ট করে নিজের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে আপডেট দেন গানওয়ালা।হার্টে সমস্যা ছিল কবীর সুমনের। সোমবার দুপুরে হঠাৎই অসুস্থবোধ করেন তিনি। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মেডিক্যাল টিম তৈরি করে চিকিৎসা চলছে কবীর সুমনের। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। মেডিসিন এবং হৃদরোগ (কার্ডিওলজি) বিভাগের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন কবীর সুমন। মঙ্গলবার শেষ পাওয়া খবরানুসারে, প্রবীণ শিল্পীর শারীরিক অবস্থা আগের তুলনায় স্থিতিশীল। ফেসবুক পোস্টে কবীর সুমন লিখেছেন, শ্বাসকষ্ট নিয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছি। শিগগিই সেরে উঠব। চিন্তা করবেন না।

ডাক্তারদের জন্য নয়া বিধি চালু করছে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল

দুরন্ত বার্তা,৩০জানুয়ারিঃ রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল সম্প্রতি জরুরি বৈঠক করে ঘোষনা করেছে সরকারি তো বটেই, এবার বেসরকারি হাসপাতাল বা নিজস্ব চেম্বারে প্র্যাকটিস করতে গেলেও রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের অনুমোদন লাগবে। নিতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কমিশনের রেজিস্ট্রেশন নম্বর। রাজ্য মেডিক্যাল কমিশনের চেয়ারম্যান বিধায়ক ডঃ সুদীপ্ত রায় বলেছেন, ‘ রাজ্যের রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকলেও, নাম নথিভুক্ত করাতে হবে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলে।’’ কমিশন সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই এমন বিধি আনা হবে। জোরকদমে সেই প্রস্তুতি চলছে। নতুন নিয়মের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে, রাজ্যের সমস্ত বেসরকারি হাসপাতাল -নার্সিংহোমের কাছ থেকে চিকিৎসক তালিকা চাওয়া হয়েছে মেডিক্যাল কাউন্সিলের তরফে। প্রথম ধাপে কলকাতার সাতটি বড় কর্পোরেট হাসপাতালের কাছে তাদের চিকিৎসক তালিকা চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। ১৫ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে তাদের। তার মধ্যে ডাক্তারদের তালিকা পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধাপে ধাপে রাজ্যের সব বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের কাছে এই তালিকা চাওয়া হবে। বেসরকারি বড় হাসপাতাল অথবা নার্সিংহোম কমিশনকে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করতে হবে, ডাক্তারদের আধার এবং প্যান কার্ড নম্বর। সঙ্গে দিতে হবে রেজিস্ট্রেশন নম্বরও।রাজ্যের বহু বেসরকারি হাসপাতাল-নার্সিংহোমে প্র্যাকটিস করেন ভিন রাজ্যের চিকিৎসকরা। কোনও কোনও জায়গায় রয়েছেন বিদেশি চিকিসকও। চিকিসায় গাফিলতির তদন্তে নেমে অনেক সময় দেখা যায় ডাক্তার ভিন রাজ্যে নথিভুক্ত। তখন ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে না রাজ্য কাউন্সিল। সেই সমস্যা সমাধানে এই পদক্ষেপ বলে দাবি রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের। নিজস্ব চেম্বার যাঁরা করেন তাঁরা নিজেরাই তথ্য পাঠাবেন কমিশনে।

মা ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনা, দুমড়ে-মুচড়ে গেল শাটল!

দুরন্ত বার্তা,৩০জানুয়ারিঃ সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে কলকাতায় ঘটে গেল পথ দুর্ঘটনা! মঙ্গলবার সাত সকালে একটি বড় ট্রাভেলার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে আ ফ্লাইভারের একটি লাইট পোস্টে। গাড়ির ডানদিকের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। অফিস টাইমে এই ঘটনা ঘটনায় অল্প-বিস্তর যানজটের সৃষ্টি হয়। ন্ডসপ্তাহের অন্যতম ব্যস্ত দিনের মতই আজ ও ব্যস্ত ছিল মা উড়ালপুল। জানা গিয়েছে, সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ একটি শাটল ট্রাভেলার গাড়ি আসছিল পার্ক সার্কাস থেকে চিংড়িঘাটা যাওয়ার রাস্তার দিক থেকে। গাড়ির গতিবেগ এতটাই বেশি ছিল যে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে লাইট পোস্টে। গাড়ির ডানদিকে অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। দ্রুত গতিতে থাকার কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। জানা গিয়েছে, গাড়িটির গতিবেগ এতটাই বেশি ছিল যে মা ফ্লাইওভারের দুটি লেনের মধ্যেখানে যে ফুটপাতে উঠে যায় সেটি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায় গাড়ির ধ্বংসাবশেষ ও বাতিস্তম্ভের কিছু অংশ। মঙ্গলবার অফিস টাইমে এই দুর্ঘটনার ফলে বেশ কিছু সময়ের জন্য ব্যাহত হয়.যান চলাচল, সৃষ্টি হয়. যানজট। যদিও এই ঘটনায় আহতের কোনো খবর নেই। প্রসঙ্গত, মা ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনার ঘটনা নতুন নয়। গত বছরই মৃত্যু হয় এক ছাত্রর। আহত হন আরও চারজন। এমনকী, এই উড়ালপুলে চিনা মাঞ্জায় যাতায়াত করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হতে হয় অনেককেই। কারোর নাক কেটে যায়। কখনও আবার কারোর গলা পর্যন্ত কেটে যায়।

শিক্ষায় গতি আনতে এবার সব রাজ্য সরকারি স্কুলে বসছে হাইস্পিড ইন্টারনেট!

দুরন্ত বার্তা,৩০জানুয়ারিঃ করোনাকালে বন্ধ ছিল স্কুল-কলেজ। তখন পড়াশোনার একমাত্র উপায় ছিল অনলাইন ক্লাস। স্কুল বন্ধ থাকার কারণে,ইন্টারনেটের মাধ্যমেই চলছে পড়াশোনা। অতিমারি পরিস্থিতি কাটিয়ে এখন স্কুলেই চলছে পঠন-পাঠন। তবে এখনও স্কুলের বহু কাজে ভরসা ইন্টারনেট। তবে অভিযোগ ওঠে, রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে ইন্টারনেট চলে না বলাই যায়। এত স্লথ গতিতে নেট পরিষেবা থাকায় স্কুলের বহুকাজে সমস্যা তৈরি হয়। তারপর এখন ‘ শিক্ষা পোর্টালের' মাধ্যমে স্কুলগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় বললেই চলে। শিক্ষা দফতরের নিয়ম অনুযায়ী, পড়ুয়াদের নম্বর এই পোর্টালে আপলোড করতে হয়। আর তার জন্য প্রয়োজন ইন্টারটারনেট। অনেক সময়ই অভিযোগ ওঠে নেটের সমস্যার জন্য খুব ধীর গতিতে কাজ করতে হয়। ন্ডএই সব পরিস্থিতির কথা বিচার করেই এবার হাইস্পিড ইন্টারনেট পরিষেবা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা-দফতর। ওয়েবেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী দু'মাসের মধ্যেই ইন্টারনেট কানেকশন লাগানোর কাজ শেষ করতে হবে। ৩৯ মাসের জন্য এই ইন্টারনেট কানেকশনগুলি থাকবে। স্কুল শিক্ষা দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যাতে স্কুলের কাজ কর্মের সুবিধা হয় সেই কারণেই উদ্যোগ। দুমাস সময় দেওয়া হলেও যত দ্রুত কাজ শেষ হবে ততই মঙ্গল। তাঁরা চাইছেন প্রতিটি স্কুলেই যাতে ইন্টাররনেট পরিষেবা থাকে।

উত্তর দিনাজপুরে মমতা!তুলাইপাঞ্জি চাল দিয়ে অভ্যর্থনা মুখ্যমন্ত্রীকে!

দুরন্ত বার্তা,৩০জানুারিঃ বর্তমানে উত্তরবঙ্গ সফরে রয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ।আসন্ন লোকসভা ভোটের আগে দলের সংগঠনকে আর জোড়ালো করতেই যে এই সফর তা আর বলার পেক্ষা রাখে না। কোচবিহার, শিলিগুড়ির পর মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে প্রশাসনিক সভা ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান রয়েছে তাঁর। রায়গঞ্জের সভাস্থলের ঠিক পাশে এই জেলার নিজস্ব তুলাইপাঞ্জি চাল আর পাঞ্জিপাড়ার হলুদের প্রদর্শনী কেন্দ্র সাজিয়ে তুলছেন স্বনির্ভর দলের মহিলারা।মঙ্গলবার রায়গঞ্জ শহরের স্টেডিয়ামে সরকারি কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুরে মঞ্চ থেকে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস-সহ কয়েকটি জন পরিষেবার সূচনা করার কথা। আর সেখানেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সুগন্ধী তুলাইপাঞ্জি চাল তুলে দেওয়ার কথা। গত সোমবার সকাল থেকেই মুখ্যমন্ত্রীকে অভিবাদন জানাতে তাঁর ছবি-সহ ব্যানারে ছেয়ে গিয়েছে গোটা শহর। পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে সভাস্থলের চারপাশ। রাস্তায় রাস্তায় তল্লাশির জন্য বাড়ানো হয়েছে নাকা চেকিং। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের ‘ প্রকল্পের একাধিক রাস্তার উদ্বোধনের কথা রয়েছে। সেইসঙ্গে পাকা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিলান্যাস থেকে শুরু করে একাধিক হস্টেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সম্ভাবনা রয়েছে। রায়গঞ্জ থেকে বারসই সা।ক রাস্তার কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যাপারেও মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ ঘোষণা করার সম্ভাবনা রয়েছে।

স্টেটাস আপডেটের পর এবার জামিনের আবেদন, তবুও অধরা শাহজাহান

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সংঃ দশখালি কান্ডের মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান অন্তরালে থেকেই তার কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় নেতৃত্ব থেকে আইনজীবী সকলেই তার নাগাল পাচ্ছেন, একমাত্র পুলিশ ছাড়া।সোমবার ইডি দফতরে হাজির না হলেও মঙ্গলবার তিনি আগাম জামিনের আবেদন জানালেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টের বিশেষ ইডি আদালতে। শেখ শাহজাহানের সই করা হলফনামা আদালতে পেশ করেই তাঁর আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছেন আইনজীবী জাকির হোসেন। তা গ্রহণ করে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি শুনানির দিন ধার্য করেছে ব্যাঙ্কশাল আদালত। ন্ডসূত্রের খবর, সোমবারই আইনজীবীকে সই করা হলফনামা পাঠিয়েছিলেন শেখ শাহজাহান। আজ তিনি তা আদালতে পেশ করেন। এদিকে, ইডির তরফে এই আগাম জামিন মামলার জন্য প্রস্তুতি ছিল না। তাই ইডি শাহজাহানের আগাম জামিনের বিরোধিতা করে পালটা হলফনামা দেওয়ার জন্য সময় চায় আদালতের কাছে। বিচারক তা মঞ্জুর করেন। ফলে শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হয়। রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে আক্রান্ত হন ইডি আধিকারিকরা। সেদিন থেকেই নিখোঁজ শাহজাহান। এর পর ২৪ তারিখও সেখানে গিয়ে ইডি তল্লাশি চালায়। শাহজাহানের তালাবন্ধ বাড়ির সামনে তাঁকে ইডি দপ্তরে হাজিরার নোটিস টাঙিয়ে দিয়ে আসা হয়। কিন্তু সেই নোটিসেও সাড়া দেননি সংঃ দশখালির তৃণমূল নেতা। উলটে আইনি রক্ষাকবচ চেয়ে নিজের সই করা হলফনামা দিয়ে আগাম জামিনের আবেদন করেন। এনিয়ে মোট তিনটি মামলা দায়ের হয়েছে শাহজাহানের বিরুদ্ধে আর এখানেই উঠছে প্রশ্ন। কেন শাহজাহানের নাগাল পাচ্ছে না পুলিশ? কেন গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না? তবে সূত্রের আরও খবর, শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করা সহজ নয়, হাজারও আইনি জট রয়েছে।

মারধরের ঘটনায় কেন প্রধান শিক্ষক গ্রেফতার হল না, রিপোর্ট তলব আদালতের

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি বিশ্বজি বসুর নির্দেশ ছিল, সোমবার রাতের মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে নরেন্দ্রপুরের স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ-সহ চার জনকে। কিন্তু আদালত নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে, এখনও পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি প্রধানশিক্ষককে।এই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ সুপারকে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি বসু। আদালতে রাজ্যের আইনজীবী জানান, অভিযুক্তদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ কিন্তু এখনও কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। বিচারপতি বসু তাতে উষ্মাপ্রকাশ করেন। বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপারকে এ বিষয়ে দুপুরে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন

শুভেন্দুর নেতৃত্বে পরিষদীয় দলের অযোধ্যা সফর স্থগিত

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বারণ! অথবা নির্দেশ মেনে অযোধ্যায় রামমন্দির দেখতে আপাতত যাওয়া হচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি বিধায়কদের।আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি তাঁদের অযোধ্যায় যাওয়ার কর্মসূচি তৈরি হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, ওই দিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি পরিষদীয় দলের সদস্যেরা রামলালার দর্শন করতে যাবেন অযোধ্যায়। সেই মর্মে প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল বিধায়কদের মধ্যে। কিন্তু সেই কর্মসূচি এখন আর হচ্ছে না বলেই বিজেপি পরিষদীয় দল সূত্রে খবর।গত ২২ জানয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধনের পর বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব ঠিক করেছিলেন, ফেবয়ারি মাস থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের দলের নেতা-কর্মীরা পালা করে রামমন্দির দর্শন করতে যাবেন। যা লোকসভা নির্বাচনে তাঁদের ভোটারদের জন্য ‘ টনিক' প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে।কিন্তু মন্দির উদ্বোধনের পর থেকেই দেখা যাচ্ছে অযোধ্যায় প্রতিদিন ব্যাপক

বৃষ্টির পূর্বাভাস রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়, কবে বিদায় নিচ্ছে শীত? জানিয়ে দিল আলিপুর

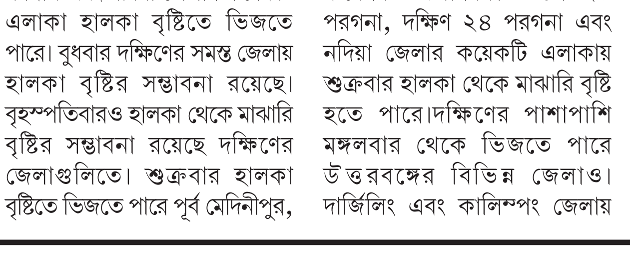

দুরন্ত বার্তা,৩০জানুয়ারিঃ মঙ্গলবার সকাল থেকেই আকাশ সারা দিন আংশিক মেঘলা থাকবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে কলকাতার কোনও কোনও এলাকা হালকা বৃষ্টিতে ভিজতে পারে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকতে পারে। সোমবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে হালকা বৃষ্টির দেখা মিললেও তার রেশ চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়া জেলার কয়েকটি এলাকা হালকা বৃষ্টিতে ভিজতে পারে। বুধবার দক্ষিণের সমস্ত জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবারও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণের জেলাগুলিতে। শুক্রবার হালকা বৃষ্টিতে ভিজতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি এলাকায়। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদিয়া জেলার কয়েকটি এলাকায় শুক্রবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।দক্ষিণের পাশাপাশি মঙ্গলবার থেকে ভিজতে পারে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাও। দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলায় মঙ্গলবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার পাশাপাশি হালকা বৃষ্টিতে ভিজতে পারে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলার কয়েকটি এলাকা। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।ন্ডতবে বৃষ্টির পর আবার জাঁকিয়ে শীত পড়ার সম্ভাবনা যে নেই, তা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বরং রাজ্য জুড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে পূর্বাভাস। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, মঙ্গলবার থেকেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে রাজ্যে। আগামী দু'দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জাতির জনককে শ্রদ্ধা জানাতে রাজঘাটে উপস্থিত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সহ বিশিষ্ট জনেরা

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ঃ দিল্লির রাজঘাটে জাতির জনককে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানাতে মঙ্গলবার সকালে রাজঘাটে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিনয় সাক্সেনা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।রাজঘাটে যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে জাতির জনককে শ্রদ্ধা জানান। মোদী লিখেছিলেন, আমি পূজনীয় বাপুকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। দেশের জন্য যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর আত্মত্যাগ আমাদেরকে জনগণের সেবা করতে এবং দেশের জন্য তাঁর স্বপ্ন পূরণে অনুপ্রাণিত করে।

বাংলাকে দুর্নীতি ও হিংসা থেকে রক্ষা করতে হবেঃরাজ্যপাল

ব্যারাকপুর, ৩০ জানুয়ারি ঃ বাংলাকে দুর্নীতি ও হিংসমুক্ত করার ডাক দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মঙ্গলবার ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজির তিরোধান দিবসে ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মূর্তিতে মাল্যদান করে তিনি একথা জানান। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এদিন সর্বধর্ম প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। পরে রাজ্যপাল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শেখ শাহজাহান প্রসঙ্গে বলেন, ''অপরাধী ধরা পড়বে ধৈর্য ধরুন আইন আইনের মত চলবে।'' সেই সঙ্গে তিনি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বলেন, ''বাংলাকে দুর্নীতি ও হিংসার হাত থেকে বাঁচাতে এক হয়ে লড়াই করতে হবে এবং সব কো সম্মতি দে ভগবান ''গান্ধীজির এই বাণী স্মরণ করতে হবে।''অন্যদিকে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে মঙ্গলবার তাঁর ৭৬তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন গোটা দেশবাসীর। এদিন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। উল্লেখ্য, প্রতি বছর মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীকে দেশে শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।ভারতীয় জনতা পার্টি, এদিন সকালে বিজেপির পক্ষ থেকে এক্স হ্যান্ডেলে তাঁকে স্মরণ করে পোস্টে করেছে,, আমরা জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই, যিনি বিশ্বে সত্য ও অহিংসার পথ প্রশস্ত করেছিলেন।উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি দিল্লির বিড়লা হাউসে প্রার্থনা সভায় যাওয়ার সময় বাপুকে যখন গুলি করা হয, তখন তাঁর মুখ থেকে শেষ শব্দটি বেরিয়েছিল 'হে রাম'। শহীদ দিবসে রাজঘাটে তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মহাত্মা গান্ধীর অভূতপূর্ব অবদানকে স্মরণ করে দেশবাসী।অন্যদিকে আমি পূজনীয় বাপুকে তাঁর পুণ্যতিথিতে শ্রদ্ধা জানাই, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে এই কথা লিখে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।তিনি পোস্টে লিখেছেন, আমি পূজনীয় বাপুকে তাঁর পুণ্যতিথিতে শ্রদ্ধা জানাই। যাঁরা আমাদের দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন আমি তাদের সকলকে শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদেরকে জনগণের সেবা করতে এবং আমাদের দেশের জন্য তাঁদের স্বপ্ন পূরণ করতে অনুপ্রাণিত করে।অন্য একটি এক্স হ্যান্ডেলের মাধ্যমে প্রায়ই প্রধানমন্ত্রীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়কে শেয়ার করা হয়। সেখানে মঙ্গলবার মোদীর ব্যক্তিগত ডায়েরি থেকে গান্ধীজির কিছু বাণী পোস্ট করা হয়েছে।

আরব সাগরে অপহৃত জাহাজ-সহ ১৯ পাক নাবিককে উদ্ধার করল ভারতীয় নৌবাহিনী

কোচি, ৩০ জানুয়ারি ঃ আরব সাগরে সোমালিয়ার পূর্ব উপকূলে জলদস্যুদের হাত থেকে আরও একটি অপহৃত জাহাজ ছিনিয়ে আনল ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস সুমিত্রা। ভারতীয় নৌবাহিনীর সাহায্যে উদ্ধার হলেন ১৯ জন পাক নাগরিক। এক্স হ্যান্ডেলে খবরটি জানিয়েছে নৌবাহিনী। এক্স হ্যান্ডেলে বলা হয়েছে, জলদস্যুদের বিরুদ্ধে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে এটা ভারতীয় যুদ্ধজাহাজের দ্বিতীয় সফল অভিযান।নৌবাহিনী সূত্রে খবর, ইরানি পতাকাবাহী মাছ ধরার ভেসেল আল নাঈমি সোমবার রাতে অপহরণ করে জলদস্যুরা। ১১ জন জলদস্যু-সহ এআই নইমি নামে একটি জাহাজ মাছ ধরার ভেসেলটি অপহরণ করে। অভিযান চালিয়ে অবশেষে ভেসেলটি জলদস্যুদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ আইএনএস সুমিত্রা। ভেসেলটিতে ১৫ জন নাবিক ছিলেন। সকলেই পাকিস্তানের নাগরিক। তাঁদেরও উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া হামলাকারী জাহাজের ১১ জন জলদস্যুকেও পাকড়াও করা হয়েছে বলে নৌবাহিনীর মুখপাত্র জানিয়েছেন।এর কয়েক ঘণ্টা আগে এমভি ইমান নামে আরও একটি ভেসেল এবং সেটির ১৭ জন ক্রু সদস্যকে উদ্ধার করে ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ আইএনএস সুমিত্রা। ৩৬ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে আইএনএস সুমিত্রা জলদস্যুদের হাত থেকে দুটি ভেসেল ছিনিয়ে আনতে সমর্থ হল বলে ভারতীয় নৌবাহিনীর মুখপাত্র জানিয়েছেন।

‘খোঁজ মিলল' হেমন্ত সোরেনের! কোথায় ছিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দিল্লির বাসভবন থেকে ‘ পালিয়ে যাওয়ার পরে তাঁর খোঁজ ছিল না। অবশেষে মঙ্গলবার দুপুরে রাঁচিতে নিজের বাসভবনে ফিরে এলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। ফিরেই দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন তিনি। উল্লেখ্য, আর্থিক তছরুপের মামলায় ১০ বার হেমন্তকে সমন পাঠিয়েছে ইডি। সূত্রের খবর, বুধবার সেই সমনে সা।। দিয়ে ইডি দপ্তরে হাজিরা দেবেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। ন্ডআর্থিক তছরুপের মামলায় গত ২৭ জানুয়ারি হেমন্তকে দশমবার সমন পাঠায় ইডি। সোমবার অথবা বুধবার তাঁকে ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয়। কিন্তু সেই সমনের কোনও জবাব দেননি হেমন্ত। বরং ঝাড়খণ্ড ছেড়ে সোজা চলে যান দিল্লিতে । তার পরে সোমবার সকাল সাতটা নাগাদ দিল্লিতে হেমন্তের বাসভবনে পৌঁছন ইডি আধিকারিকরা। ন্ডকিন্তু ততক্ষণে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। কোথায় গিয়েছেন, সেই খবর কারোওর জানা ছিল না। চেষ্টা করেও হেমন্তের গতিবিধির খোঁজ পাননি ইডি আধিকারিকরা। তবে তাঁর বাসভবনে চলে তল্লাশি। হেমন্তের গাড়ির চালকের সঙ্গেও আধিকারিকরা কথা বলেন। তার পরে বাজেয়াপ্ত করা হয় হেমন্তের ক্সঞ্চগাড়ি।তবে রবিবার থেকে লাগাতার নাটকের অবসান হল মঙ্গলবার দুপুরে। গাড়িতে চেপে রাঁচিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসস্থানে পৌঁছন হেমন্ত। তার পরে দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকেও বসেন। তবে বৈঠকে কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সেই নিয়ে কিছু জানা যায়নি। অন্যদিকে সূত্রের খবর, বুধবার ইডির তলবে সাড়া দিয়ে হাজিরা দেবেন হেমন্ত।

নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১২৪ জন

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ঃদৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা নিরন্তর কমছে ভারতে, একইসঙ্গে নিম্নমুখী সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১২৪ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩১জানুয়ারি ঃ সোমবার, ১৬মাঘ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩১জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ১৬মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৬মাঘ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৬মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃবাইরের ক্রিয়াকলাপ আজ ক্লান্তিকর এবং ধকলসাধ্য হবে। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে।
বৃষভ রাশিঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। যে সমস্ত লোকেরা ঋণ নিয়েছিল তারা আজ এই অর্থ
মিথুন রাশিঃআপনার অন্য মানুষদের প্রশংসা করে সাফল্য ভোগ করতে পারেন। আজ, আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আপনার আগ্রাসী
কর্কট রাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।
সিংহরাশিঃআপনার সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস এবং তাদের অতিরঞ্জিত করে দেখার ফলে আপনার নীতিবোধ দুর্বল
কন্যারাশিঃবাচ্চারা আপনার সন্ধ্যেটা উজ্জ্বল করবে। নিষ্প্রাণ আর কর্মব্যস্ত দিনকে বিদায় জানাতে একটি সুন্দর ডিনারের
তুলারাশিঃআপনার স্বাস্থ্য ভালো করার খাতিরে লম্বা পায়চারীতে বেরোন। আজ, আপনি অর্থ-সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন, এবং পরামর্শের জন্য আপনার পিতাকে বা পিতার মতো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।
বৃশ্চিক রাশিঃ বৃশ্চিক রাশির জাতকরা উদাসীন থাকবেন। কাজ ও ব্যবসার কারণে পরিজনদের সময় দিতে পারবেন
ধনু রাশিঃ ধনু রাশির জাতকদের আজকের দিনটি অনুকূল থাকবে। স্বভাব নিয়ন্ত্রণে রাখুন, তা নাহলে পরিণাম গম্ভীর হবে
মকর রাশিঃহতাশার মনোভাব আপনার নাগালে আসতে দেবেন
কুম্ভ রাশিঃসংসারে শান্তি হবে
মীন রাশিঃপ্রাণোচ্ছল হাসিপূর্ণ একটি দিন যেখানে বেশির ভাগ জিনিসই আপনার ইচ্ছা অনুসারে এগোবে। এই চিহ্নের কিছু নেটিভ তাদের বাচ্চাদের মাধ্যমে আজ আর্থিক সুবিধা অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আজ, আপনি

বিজেপির কর্মী সমর্থকদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মহিলা মোর্চার অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ জানুয়ারিঃ সোমবার ব্যারাকপুরে বিজেপির আইন অমান্য কর্মসূচিতে লাঠিচার্জের ঘটনায় দলের রাজ্য সভাপতি সহ বিজেপি কর্মীদের আহত হওয়ার ঘটনা এবং বিজেপির কর্মী সমর্থকদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুপুরে হাওড়া ময়দানে পঞ্চাননতলা ও জি টি রোডের সংযোগস্থলে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করে বিজেপি মহিলা মোর্চা। এদিন হাওড়া জেলা সদর বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পৌলমী আদকের নেতৃত্বে মিছিল করে আসার পথে মহিলা মোর্চার কর্মীদের ব্যারিকেড করে আটকে দেয় পুলিশ। বিজেপি মহিলা মোর্চার কর্মীরা সেখানেই রাস্তায় বসে অবরোধ করেন। প্রায় আধ ঘন্টা অবরোধের পর পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয়। উল্লেখ্য, বাংলায় আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রতিবাদে সোমবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে আইন অমান্য কর্মসূচি চলার সময় লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে। পুলিশ সেখানে জলকামানও ব্যবহার করে। অন্যদিকে, পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁটপাটকেল ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। দুপক্ষের কয়েকজন জখম হন। পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে।

উত্তরবঙ্গের পরে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণবঙ্গের দুই জেলা সফরে যাচ্ছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃবিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি নিয়ে উত্তরবঙ্গের পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দক্ষিণবঙ্গের দুই জেলা সফরে যাচ্ছেন। আগামী সোমবার প্রস্তাবিত রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে অংশ নেওয়ার পরে তার কলকাতা থেকে পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা। ৬ তারিখে সেখানে তিনি এক প্রশাসনিক বৈঠকে অংশ নেবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এরপরে মুখ্যমন্ত্রী যাবেন বাঁকুড়ায়। সাত তারিখে তিনি সেখানে বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করে বিভিন্ন সরকারি সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেবেন। ওই দিনই তার কলকাতায় ফেরার কথা।

গলায় জিআই তার বাঁধা বাঁশ বাগান থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ গলায় জিআই তার জড়ানো অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার। রাস্তার পাশে বাঁশ বাগান থেকে উদ্ধার দেহ। ঘটনাস্থল রাজারহাট থানা এলাকার কাশীনাথপুর বাজারের অদূরে। ঘটনার তদন্তে রাজারহাট থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে রাজারহাট থানা এলাকার কাশীনাথপুর বাজার সংলগ্ন রাস্তার পাশে একটি বাঁশ বাগান থেকে এক যুবকের মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। তার গলায় জি আই তার জড়ানো অবস্থায় ছিল। মৃতের গায়ে জামা ছিল না। প্যান্ট এবং পায়ে জুতো ছিল। এরপর স্থানীয়রা রাজারহাট থানার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে ওই এলাকাটি ঘিরে ফেলে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে ওই যুবকের নাম পরিচয় কিছু জানা যায়নি। পরে খোঁজ চালিয়ে কাছেই রাস্তার পাশ থেকে একটি লরি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর ওই লরিতে থাকা দুজনকে আটক করা হয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই খুনের সম্পর্কে তারা কি জানে? এই খুনে তাদের কোনো হাত আছে কিনা। যদিও মৃত ব্যক্তির নাম, পরিচয় জানা যায়নি।

সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে বাড়ি বাড়ি ঘুরলেন এসডিও

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হুগলি, ৩০ জানুয়ারিঃ আজ হরিপাল ব্লকের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বুথে সমস্যার সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচি পালিত হলো আগামীকাল ওই কর্মসূচি চলবে বলে জানা গেছে। আজকের এই সমস্যার সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচি দেখার উদ্দেশ্যে চন্দননগরের এসডিও বিষ্ণুদাস হরিপাল ব্লকের বিডিও পারমিতা ঘোষ জয়েন্ট বিডিও এবং অন্যান্য আধিকারিকরা এই পঞ্চায়েতের কয়েকটি বাড়ি ঘোরেন এবং এই জনসংযোগ কর্মসূচির প্রচার কতটা হয়েছে এবং কোনো প্রকল্প থেকে এখনো কোনো মানুষ বাদ পড়েছেন কিনা তারও খোঁজ খবর নেন। আজকের এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন বুথে সাধারণ মানুষ উপস্থিত হয়ে তাদের সমস্যা জানান এবং সরকারের যে সমস্ত উন্নয়নমুখী প্রকল্পগুলি রয়েছে তাতে যাদের নাম এখনো পর্যন্ত নথিভুক্ত হয়নি তাতে তারা আবেদন করেন। শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সঞ্জয় ধাড়া বলেন আজকের এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন প্রকল্পে পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন বুথে প্রায় দুই শত জন মানুষ আবেদনপত্র জমা দেন। উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা কোলে জানান আজকের এই কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে আগামী কালও এই কর্মসূচি চলবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সব ধরনের ফাইল ডিজিট্যালি-ই অফিস ফরম্যাটে পাঠানোর নির্দেশ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার আরও একবার সব দপ্তরকে সব ধরনের ফাইল ডিজিট্যালি ই অফিস ফরম্যাটে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছে। অর্থ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ এর স্বাক্ষরিত এক নির্দেশিকায় এখনও অনেক দপ্তর হাতে করা ম্যানুয়ালি ফাইল পাঠাচ্ছে বলে উল্লেখ করে তালিকাভুক্ত কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া এই ধরনের ফাইল আর অর্থ দপ্তরে জমা নেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে।

প্রোপার্টি ট্যাক্স, লাইসেন্স ট্যাক্সের পর এবার মানুষের সুবিধার্থে হাওড়া পুরনিগমে চালু হলো ই-মিউটেশন

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৩০ জানুয়ারিঃ প্রোপার্টি ট্যাক্স, লাইসেন্স ট্যাক্সের পর এবার অনলাইন পরিষেবা চালু হয়ে গেল হাওড়া পুরনিগমের মিউটেশনেও। মঙ্গলবার ৩০ জানুয়ারি থেকে হাওড়া পুরনিগমের ই-মিউটেশন পরিষেবা চালু হলো। ফলে এখন থেকে বাড়িতে বসেই ই-মিউটেশন এর জন্য আবেদন জানানো যাবে। এরজন্য কীভাবে আবেদন করতে হবে তা পুরনিগমের নিজস্ব ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। অনলাইনেই জমা করা যাবে মিউটেশন ফি। তবে, একবার আবেদনকারীকে ফিজিক্যালি ভেরিফিকেশনের জন্য ডকুমেন্টস নিয়ে পুরনিগমে আসতে হবে। মঙ্গলবার বিকেলে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডা সুজয় চক্রবর্তী। এছাড়াও সুজয় চক্রবর্তী বলেন, প্রোপার্টি ট্যাক্স প্রদানের ক্ষেত্রে যদি কারও একসাথে পেমেন্ট করতে সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে তিনি চাইলে সেই টাকা ইনস্টলমেন্টে পে করার সুবিধা পাবেন। তবে সেই ক্ষেত্রে কারেন্ট প্রোপার্টি ট্যাক্স নয়, বরং বিগত বকেয়া ট্যাক্স আগে পেমেন্ট করতে হবে।

সুজয় চক্রবর্তী বলেন,আগে যেখানে পুরনিগমের অফিসে ট্যাক্স দিতে হত এখন মানুষের সুবিধার্থে প্রোপার্টি ট্যাক্স, লাইসেন্সের টাকা সংগ্রহের জন্য অনলাইন সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে চালু করা হল ই-মিউটেশন। এবার থেকে পুরনিগম এলাকার কেউ যদি মিউটেশন করতে চান তাহলে বাড়িতে বসে ফর্ম পূরণ করতে পারবেন। কীভাবে ফর্ম পূরণ করতে হবে তা ওয়েবসাইটে পরিস্কারভাবে দেওয়া আছে। মিউটেশনের জন্য যে প্রাথমিক ফি দিতে হয় তাও অনলাইনে দেওয়া যাবে। তবে সম্পূর্ণ অনলাইনে করা হচ্ছে না। জমির দলিল দেখার জন্য তাঁকে পুরনিগমের অফিসে এসে দেখাতে হবে। এছাড়া বাকি কাজ অনলাইনে করা যাবে।

এছাড়াও বহু মানুষের প্রোপার্টি ট্যাক্স বাকি হয়ে যাচ্ছে। অনেক মানুষের এক সঙ্গে এত টাকা দেওয়ার অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য মানুষকে অনুরোধ করা হচ্ছে মানুষের সুবিধার্থে একাধিক কিস্তিতে টাকা পেমেন্ট করা যাবে। তবে ওই সময় নতুন অর্থবর্ষের টাকা দিতে পারা যাবেনা। আগে পুরনো বাকি ট্যাক্স নেওয়া হবে। যে অর্থবর্ষের ট্যাক্স দিয়ে দেওয়া হবে সেই বর্ষের জরিমানা আর থাকবে না। তবে এই মুহূর্তে ওয়েভার স্কিমের পরিকল্পনা নেই। সেই কারণে মানুষকে কিছুটা রিলিফ দিতেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রোপার্টি ট্যাক্স সংগ্রহের জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে অ্যাসেসমেন্ট বিভাগের পক্ষ থেকে আউটরিচ ক্যাম্প করা হবে। যাঁদের অনেকদিন ধরে বেশি পরিমাণ টাকা প্রোপার্টি ট্যাক্স বাকি আছে তাঁদেরকে অনুরোধ করা হবে যাতে তাঁদের টাকা যেভাবে সুবিধা সেইভাবে নেওয়া হবে। অনলাইন ট্যাক্স সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণের পর ট্যাক্স সংগ্রহ অনেক বেড়ে গিয়েছে অফিসে এসে ট্যাক্স দেওয়া অপেক্ষা। দিনে দিনে অনলাইনে ট্যাক্স দেওয়ার সংখ্যাও বেড়ছে।

চতুর্থতম প্রয়াণ বর্ষ উপলক্ষে স্মরণসভা

দুরন্ত বার্ত, রাঙাবেলিয়া, ৩০ জানুয়ারিঃ টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, রাঙাবেলিয়া প্রজেক্টর মাধ্যমে অদ্য ইং ২৯ শে জানুয়ারী ২০২৪ প্রজেক্ট কমপ্লেক্স এর ট্রেনিং হলে টেগোর সোসাইটির প্রাক্তন সম্পাদক জাতীয় শিক্ষক পদ্মশ্রী তুষার কান্‌জিলাল মহাশয়ের চতুর্থ তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।অএ সভায় বিদগ্ধ গুণিজন, শিক্ষকমন্ডলী, প্রধান, পঞ্চায়েত, সমাজসেবী,পরিবারের আপনজন,পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে গ্রামবাসীবৃন্দ,বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী বৃন্দ এবং টেগোর সোসাইটির কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন ।স্মরণ সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন রাঙাবেলিয়া উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক মাননীয় মণীন্দ্রনাথ মাইতি মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন তুষারবাবুর পুত্রবধূ মানীয়া সুস্মিতা কান্‌জিলাল। তুষারবাবুর দীর্ঘ কর্ম্ম ময় জীবন সুন্দরবন বাসীদের উন্নয়ন এক কথায় গান্ধী চেতনায় এবং রবীন্দ্রনাথের পল্লীভাবনা পাথেয় করে গ্রাম উন্নয়নের দিশারী হিসাবে তিনি বহু জনহিতকর কার্যাবলী রূপায়ন করেছেন।সুন্দরবনের নদীবাঁধ, কৃষি স্বাস্থ্য সমস্যা,প্রাকৃতিক ভারসাম্য হীনতার সমস্যা বিষয়ক সুদূর প্রসারী চিন্তাভাবনার দিকগুলি বিভিন্ন বক্তা তাদের আলোচনার মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন।এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাননীয় মণীন্দ্রনাথ মাইতি প্রাক্তন শিক্ষক, মাননীয়া সুস্মিতা কান্‌জিলাল, মাননীয়া তনিমা কান্‌জিলাল, মাননীয় ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক রথীন তরফদার মহাশয়, মাননীয় শিক্ষক শান্তিরঞ্জন দাস, মাননীয় গোপাল রপ্তান, সম্পাদক রূপায়ন, মাননীয় সুষেন খাটুয়া ম্যানেজার সমবায় সমিতি,মাননীয়া সুধারানী বৈধ্য মন্ডল প্রধান, মাননীয় নারায়ণ মন্ডল সমাজসেবী, মাননীয় সন্‌জিত মন্ডল সম্পাদক মিলন মন্দির, মাননীয় তন্ময় মন্ডল সমাজসেবী, মাননীয় রমেন মাইতি সমাজসেবী, মাননীয় ডা তুষার কান্তি হালদার, স্মৃতিকন্ঠ রায়, মনোরঞ্জন মান্না,প্রতিমা মিশ্র প্রমূখ ব্যক্তিগণ।সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রজেক্ট কর্মী মাননীয় কানাইলাল সরকার মহাশয়।

চাঁদমারি রোডে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ বেলুড়ের চাঁদমারি রোডে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার বাসিন্দারা। বেলুড় চাঁদমারি অঞ্চলে বালি পুরসভার যে ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গা আছে অভিযোগ সেখানে ময়লা ফেলতে ফেলতে তা আবর্জনার স্তুপে পরিণত হয়েছে। অভিযোগ, গত কয়েক দিন ধরে জমে থাকা ময়লা আবর্জনায় আগুন লেগে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নেয়। ধোঁয়ায় ভরে যায় এলাকা। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকালে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা।

দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জীব চক্রবর্তী বলেন, এখানে আগুন জ্বলছে। এখানে বহু মানুষ বসবাস করেন। এই এলাকায় একটা ইএসআই হাসপাতাল আছে। এখান দিয়ে বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যেতে সমস্যা হচ্ছে। রোগীকে এখান দিয়ে নিয়ে গেলে সমস্যা হচ্ছে। এখানে আগুনের ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ধোঁয়ায় সন্ধ্যার পর দেখা যাচ্ছে না। আমরা চাইছি অবিলম্বে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ভাগাড় বন্ধ করে দেওয়া হোক। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা শোভা সেন বলেন, আগুনের ধোঁয়ায় মনে হচ্ছে যেন কুয়াশা হয়ে গিয়েছে। দোকান খুলে রাখা যাচ্ছে না। ধোঁয়ায় নিঃশ্বাসের অসুবিধা হচ্ছে। আমরা চাইছি এই ভাগাড় বন্ধ হোক।

সুন্দরবনে প্লাসটিক বন্ধের নির্দেশ জারি বন দফতরের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ৩০ জানুয়ারিঃ আবার সুন্দরবনে প্লাসটিক বন্ধ করার নির্দেশ জারি করলো বন দফতর।সুন্দরবনে প্লাস্টিক বন্ধ করার জন্য নির্দেশিকা জারি হলো তাই।সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় কোনও ভাবেই প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, বোতল, প্লেট, চামচ ব্যবহার করা যাবে না বলে গত ২৩ শে জানুয়ারি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।সুন্দরবনের নদীতে প্লাস্টিক ফেলা আগেই নিষিদ্ধ করেছিল বন দফতর। এ বার সুন্দরবনে আসা পর্যটকদের জন্য আরো এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করলো বন দফতর।পরিবেশ রক্ষার জন্য সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকাকে সম্পূর্ণ প্লাস্টিকমুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা।এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই সমস্ত লঞ্চ ও ভুটভুটি সংগঠন, হোটেল ও লজ মালিক এবং সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সমস্ত রেঞ্জ অফিস থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্লাস্টিক যথেষ্ট ক্ষতিকর। সহজে নষ্ট না হওয়া এই প্লাস্টিক সুন্দরবন ভ্রমণে আসা পর্যটকদের হাত ধরেই সব থেকে বেশি ঢুকছে জঙ্গল ও জঙ্গল লাগোয়া নদী, খাঁড়ি ও লোকালয়ে।আর সেই প্লাস্টিক নদীতে পড়ছে। জঙ্গলের ভিতরে উড়ে গিয়ে পড়ছে। সমস্যা হচ্ছে উপকুল এলাকার পরিবেশেও।প্লাস্টিক নিষিদ্ধ থাকলেও পর্যটকেরা অনেকেই তা মানতেন না বলে নানা সময়ে অভিযোগ ওঠে। আর সে কারণে এ বার লঞ্চ, ভুটভুটি, হোটেল, হোমস্টে, লজ মালিকদের এ বিষয়ে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফে।এ ব্যাপারে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন জানালেন, ‘‘পর্যটকদের হাত ধরে যথেচ্ছ প্লাস্টিক ঢুকে পড়ছে সুন্দরবনে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।নদী, খাঁড়ি,জঙ্গলে প্লাস্টিক ঢুকে পড়ায় সেখানকার ইকো সিস্টেম নষ্ট হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষার জন্য ও সুন্দরবনের জীবকূলকে রক্ষার জন্যই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।আর বন দফতরের এই উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন পর্যটন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীরাও। তাঁরা বলেন, ‘‘এমনিতেই আমরা লঞ্চ থেকে কোনও পর্যটককেই প্লাস্টিকের কিছু নদীতে ফেলতে দিই না। তবে বন দফতর যে নির্দেশিকা জারি করেছে, সেটা অবশ্যই পালন করা হবে। সুন্দরবন বাঁচলে আমরা সকলে বাঁচব।পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। তাই সুন্দরবনকে বাঁচাতে সরকারি নির্দেশ সকলের মেনে চলা উচিত।

বছরভর পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য নতুন ট্রেন

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারী ঃ সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য রেলমন্ত্রী অতিরিক্ত নজর দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য হলো বন্দেভারত এক্সপ্রেস ও দেশের প্রথম অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। ২০২৩ বছরের প্রথম দিনেই বাঙালীর ভ্রমনের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু করেন। আরও অতিরিক্ত ৪টি বন্দেভারত ট্রেন বিভিন্ন রুটে রেলমন্ত্রী উপহার দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গবাসীকে। ফলস্বরূপ, নতুন ট্রেনের মাধ্যমে বার্থের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে । এছাড়া ৪০টি ট্রেনের নতুন ১৯টি স্টপেজ যাত্রীসাধারণের সুবিধার কথা ভেবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন অভয়পুর, শিকারীপাড়া, মুরারই, বরাকর, দুবরাজপুর, রামপুর হল্ট এবং বিদ্যাসাগর ইত্যাদি। এছাড়াও ৪ জোড়া নতুন মেলএক্সপ্রেস ট্রেন, আগরতলা ২০৫০১২০৫০২ আনন্দ বিহার তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস, ১৩৪৩৪১৩৪৩৩ মালদা টাউন এসএনভিটি ব্যাঙ্গালুরু সাপ্তাহিক অমৃতভারত এক্সপ্রেস, ১৩১৮৯১৩১৯০ শিয়ালদাহ বালুরঘাট এক্সপ্রেস (প্রতিদিন) এবং ১৩৩৩৩১৩৩৩৪ দুমকা পাটনা এক্সপ্রেস (প্রতিদিন) যাত্রীসাধারণের কথা ভেবে চালু করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গবাসীর উৎসবের কথা মাথায় রেখে দোল উৎসব, ছট্ পূজা, দূর্গা পূজা, দীপাবলী এবং গ্রীষ্ম ও শীতকালীন ছুটিতে প্রচুর মেলএক্সপ্রেস এবং স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়েছে। ইদানিংকালে এটি একটি অনন্য নজীর সৃষ্টি করেছে। তাই শীত, গ্রীষ্ম, পূজা ও অন্যান্য উৎসবে সপরিবারে ভ্রমণের জন্য বাঙ্গালী এখন অনেক নিশ্চিত, কারণ প্রচুর ট্রেন এখন বাঙ্গালী এই এক বছরে পেয়ে গেছে। এমনকি চিকিৎসার জন্য যদি দক্ষিণ ভারতে যেতেও হয় তার জন্য অমৃত ভারত ট্রেনও আছে।

নজরদারি মজবুত করতে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী চারটে নতুন অত্যাধুনিক রাডার স্টেশন তৈরি করছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃপূর্বাঞ্চলীয় উপকূল এলাকায় নজরদারি মজবুত করতে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী চারটে নতুন অত্যাধুনিক রাডার স্টেশন তৈরি করছে। পূর্ব উপকূলে ইতিমধ্যেই চারটি রাডার স্টেশন রয়েছে। এগুলির পরিকাঠামোও ঢেলে সাজানো হচ্ছে বলে উপকূলরক্ষী বাহিনীর উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা ইন্সপেক্টর জেনারেল ইকবাল সিং চৌহান জানিয়েছেন। বাহিনীর ৪৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রাক্কালে আজ হলদিয়ার হভার ক্রাফট ঘাঁটিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, এরাজ্যের নতুন দুটি রাডার স্টেশনের একটি হচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ফ্রেজারগঞ্জে এবং অন্যটি পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুটে। সাগরদ্বীপ ও হলদিয়াতে থাকা দুটি রাডার স্টেশনে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও শেষ পর্যায়ে। রাডারের পাশাপশি সেখানে আধুনিক নজরদারি ক্যামেরাও থাকছে। আইজি চৌহান জানান নতুন রাডার স্টেশন গুলি কাজ শুরু করলে উপকূল রক্ষী বাহিনীর নজরদারি, খোঁজ এবং উদ্ধার কাজের দক্ষতা আরও বাড়বে। বাহিনীর সাম্প্রতিক কাজ কর্ম সম্পর্কে তিনি বলেন, নজরদারি, খোঁজ এবং উদ্ধারের মত প্রাথমিক কাজগুলি ছাড়াও ক্রমবর্ধমান জলদূষণ রুখতে সচেতনতা প্রচারের কাজ করা হচ্ছে। অবৈধ পাচার রুখতে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। তারাও উপকূল রক্ষী বাহিনীর চোখ, কান হিসাবে কাজ করছেন। সমুদ্রপথে মাদক পাচার সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে তিনি জানান, উপকূল রক্ষী বাহিনীর তৎপরতায় গত পাঁচ বছরে ৬,৫০০ কোটি মূল্যের বেআইনি মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রায় ২০ জন। সমুদ্রপথে বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপেরও প্রশংসা করেন তিনি। সাংবাদিকদের প্রতিনিধি দলকে উপকূল রক্ষী বাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করতে হলদিয়া থেকে হভারক্রাফটে সাগরদ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়।

মহিলাদের নিরাপত্তা মহিলাদের সুরক্ষা সহ একাধিক দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল উলুবেড়িয়ায়

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৩০ জানুয়ারি ঃ সারা দেশ জুড়ে মহিলাদের নিরাপত্তা মহিলাদের সুরক্ষা সহ একাধিক দাবিতে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২ টা নাগাদ আমতার গুজারপুর থেকে আমতা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এক প্রতিবাদ মিছিল করলো উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস।

আর এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তরের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি। পাশাপাশি মিছিলে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিমল দাস, হাওড়া গ্রামীণ তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী কাকলী সিংহ, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী শিলা মাখাল সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বের পাশাপাশি মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচুর মহিলা কর্মী ও সমর্থক। অপরদিকে উলুবেড়িয়া পূর্ব ও দক্ষিণ তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ মিছিল উলুবেড়িয়া স্টেশন মোড় থেকে শেষ হয় উলুবেড়িয়া কোর্টের কাছে, মিছিলে হাঁটেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর, মহিলা নেত্রী শুক্লা ঘোষ প্রমুখ।

শ্রীরামপুরে ক্রেতা সেজে দোকানে ঢুকে সোনার অলঙ্কার নিয়ে পালানোর অভিযোগ

বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর হুগলি, ৩০ জানুয়ারিঃ শ্রীরামপুরে ক্রেতা সেজে দোকানে ঢুকে সোনার অলঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত করছে পুলিশ সোমবার নাগাদ শ্রীরামপুর মল্লিক পাড়ার একটি সোনার দোকানে ক্রেতা সেজে এক ব্যক্তি আসেন। দোকানির দাবি, সোনার কানের দুল আর লকেট দেখতে চেয়েছিলেন। খুব বড় দোকান নয়। দোকানি সামনেই দাঁড়িয়ে গয়না দেখাচ্ছিলেন। অভিযোগ, দোকানি একটু অন্য দিকে মন দিতেই তিন জোড়া দুল, লকেট সরিয়ে নেন ওই ব্যক্তি। এরপর দোকান থেকে বেরিয়েও যান। ওই দোকানি লক্ষ্মীকান্ত সাঁতরা বলেন, ‘‘কাস্টমারকে জিনিস দেখাচ্ছি। একটা করে গয়না দেখিয়ে নিচে নামিয়ে রাখছিলাম। এক জোড়া রিং দেখানোর পর ওজন করতে বলল। এই ওজন করতে ব্যস্ত, সেই সময়ই আসল গয়না তুলে নিয়েছে। এরপরই পুলিশের কাছে ছোটেন তিনি। সিঙ্গুরের বাসিন্দা লক্ষ্মীকান্তবাবু জানান ৩৬ বছর ধরে শ্রীরামপুরে তিনি সোনার দোকান চালান। এমন ঘটনা কোনওদিনও ঘটেনি। এই ঘটনায় চিন্তিত এলাকার অন্যান্য স্বর্ণ ব্যবসায়ীরাও। ফের শ্রীরামপুরে সোনার দোকানে চুরি। স্থানীয় তারাপুর ব্যবসায়ী কমিটির সম্পাদক বলেন, ‘‘ক্রেতা সেজে এসেছিলেন। দোকানি বুঝতে পারেননি। একটা জিনিস রেখে আরেকটা জিনিস নিয়ে চলে গিয়েছে। পরে দেখেন আসল গয়না উধাও। ততক্ষণে দু'জন হাওয়া। দোকানি জানিয়েছেন ১৬ গ্রামের গয়না গিয়েছে। এখনকার বাজারদরে তা ১ লক্ষ ১০-১৫ হাজার টাকা তো হবেই। ভরদুপুরে এরকম ঘটনা এর আগে কখনও হয়নি বলে জানান তিনিও। পুলিশ তদন্ত করছে। এলাকার সিসিটিভিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি যোগেশগঞ্জে

দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ, ৩০ জানুয়ারিঃ উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের যোগেশগঞ্জ পঞ্চায়েতের তরফে কুষ্ঠ সচেতনতা বিষয়ক এই কর্মসূচী গ্রহন করা হয়।সেই মতো শতাধিক আশা কর্মী কুষ্ঠ রোগ নিয়ে সচেতনতা অভিযানে নামেন।কুষ্ঠ রোগের কারন, কুষ্ঠ নিরাময় যোগ্য তার নিরাময়ের জন্য চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার সুযোগ, কুষ্ঠ রোগী মানেই সামাজিক অস্পৃশ্যতা নয় এই সব বিষয়ে অবগত করা হয় এলাকার মানুষকে। কুষ্ঠ রোগ নির্মুল ও কুষ্ঠ আক্রান্তকে সহযোগিতার মাধ্যমে তাকে জীবনের মুল স্রোতে ফেরানো সহ বিভিন্ন বিষয়ে আশা কর্মীরা হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার বদ্ধ হন।

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কর্তৃক পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক শিবির হিঙ্গলগঞ্জে

সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জ, ৩০ জানুয়ারিঃ উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সাহেবখালি নিত্যানন্দ হাই স্কুলে, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকদের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ২৩ টি হাইস্কুল এবং দুটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি এদিন পরিবেশ সচেতনতামূলক মডেল প্রদর্শনী, ওয়ার্কসপ এর আয়োজন করা হয়।বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায় পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি, দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রী সহ নাগরিকদের সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয় অনুষ্ঠান থেকে। এদিন এলাকার বেশ কয়েকটি স্কুল এর ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা নাগরিক সমাজে পৌঁছে দেয়। পাশাপাশি ছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এছাড়াও কৃষি ক্ষেত্রে জৈব সার ব্যবহার করে পরিবেশ দূষণের হার কমানো সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. কল্যান রুদ্র, ও সাহেবখালি নিত্যানন্দ হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শুভময় বিশ্বাস, শুভজিৎ রপ্তান সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৬১ সংখ্যা, বুধবার ১৬ মাঘ ১৪৩০

লড়াইটা ঘুরে গেল

এবারে লোকসভার নির্বাচনী লড়াই ঘুরে গেল। যে উদ্যোগ নিয়ে শুরু হয়েছিল বিজেপি দলের বিরুদ্ধে লড়াই সেই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত ভাটা পড়ে গেল। বিজেপি উত্থান শক্তি জাগরিত হতে শুরু করে দিয়েছে। রাম মন্দির নির্মাণ করে ভারতের অধিকাংশ ভোটারদের ভোটকে পকেটস্থ করে নিয়েছে। তারপরে এসেছে কর্পূরী ঠাকুরকে দেওয়ার ভারতরত্ন ঘোষণার মধ্যে দিয়ে। তার ফলে বিহার দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দল। আংশিক দখল করেছে। লোকসভার নির্বাচনের পর বিজেপি পুরোটা দখল করে নিতে পারে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেছেন। এখন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের হাত ধরে লোকসভার বৈতরণী পার হওয়া চেষ্টা করছে বিজেপি দল। লোকসভার নির্বাচনের পর বিহারে বিজেপি কি ধরনের খেল দেখায় তা দেখার জন্য সবাই অপেক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে। জেডিইউ খুবই চাপের মধ্যে রয়েছে। নীতীশ কুমারের ওপরে ভরসা করতে পারছে না বিজেপি দল। নীতীশ কুমার আবার রং বদল খেলা খেলতে ভালো পারেন। সেই কারণে বিজেপি দল চেষ্টা করতে নীতীশের রং পাল্টানোকে বন্ধ করে দিতে। সেই দিকে লক্ষ রেখে বিজেপি দল লোকসভার তাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। নীতীশের এ ছাড়া বাঁচার আর কোনও পথ খোলা ছিল না। জোট ইন্ডিয়াতে নীতীশকে একপেশে করে রাখাটা যে ভুল হয়েছে সেটা অনুভব করতে পেরেছেন কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে নীতীশকে জোটে আহ্বায়ক করলে ঠিক কাজ হত। আর আবার আরজেডি নীতীশকে জোটে গুরুত্ব দেওয়ার কথাটা ভাবতে পারছিল না। তার ফলে নীতীশ বাধ্য হয়ে কংগ্রেস এবং আরজেডিকে ত্যাগ করে বিজেপি দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলল। বিজেপি দল এবারে তার পুরো সুযোগ গ্রহণ করবে। বিজেপি দল এবারে রাম মন্দির এবং কর্পূরী ঠাকুরকে সামনে রেখে বিহার জয় করতে বের হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। কথা ছিল জোট ইন্ডিয়া দিয়ে করে বিজেপির বিরুদ্ধে লোকসভার নির্বাচনে লড়াই শুরু করা হবে। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী জোট ইন্ডিয়াতে যোগ্যতম স্থান পাওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিহারের লালু প্রসাদ যাদব এবং নীতীশ কুমার নেত্রী মমতাকে একপেশে করে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তার ফলে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গের নাম প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাব করেছিলেন। সেটা আবার গান্ধি পরিবারের অপছন্দের থাকতে পারে। গান্ধি পরিবার এখনও চেষ্টা করে চলেছে রাহুলকে কংগ্রেসের মুখ হিসাবে দাঁড় করাতে। সেটা আবার মল্লিকার্জুন খড়্গে অনুমোদন করেছেন। তিনিও চান রাহুলকে মুখ করে কংগ্রেস এবারে লোকসভার নির্বাচনে লড়াই করুক। রাহুল সেই কারণে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করে দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা রাহুলের দিকে ঝুঁকে থাকলেও তারা রাহুলের রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে নিশ্চিত হতে পারছে না। তার ফলে রাহুলের ওপর কতখানি ভরসা রাখে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বেশি রকম করে মত প্রকাশ করতে পারছেন না। ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা যত বেশি জনপ্রিয় হবে ততই রাহুল রাজনীতির পাদপ্রদীপের কাছে এসে উপস্থিত হতে পারবে বলে মনে করছেন এই সব রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তবে মোদির মতো দক্ষ রাজনৈতিক নেতার কাছে সেটা একেবারে নেহাৎ ছেলে খেলা। প্রধানমন্ত্রী মোদি যে ধরনের রাজনৈতিক চাল দিতে শুরু করে দিয়েছে তাতে পরাস্ত হতে হচ্ছে শরদ পাওয়ার থেকে শুরু করে মল্লিকার্জুন খড়্গেকে। তার পাশাপাশি রয়েছে রাহুল। এমনকী বাংলার নেত্রী মমতাকে ঘায়েল করে দিচ্ছেন মোদি। মোদির কৌশলের কাছে পরাস্ত হতে হচ্ছে সবাইকে। নীতীশ কুমারকে পরাস্ত করে এবারে মোদি কেরেলের দিকে তাকাতে শুরু করে দিয়েছেন। দক্ষিণ ভারত জয় করাটাই মোদির প্রধান উদ্দেশ্য।

ভারত -মার্কিন বন্ধুত্ব

ভারতকে আমেরিকা বন্ধু রাষ্ট্র বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকা বুঝতে পেরে গিয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখে কোনও লাভ হবে না। তার ফলে ধীরে ধীরে ভারতের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। বর্তমানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ভারতের অন্যতম সেরা বন্ধু বলা যেতে পারে। এদিকে ভারতকে রুখতে পাকিস্তান চিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছে। কাশ্মীরের খানিকটা অংশ চিনকে দিয়েছে আর্থিক করিডর তৈরি করার জন্য। ভারত তাতে আপত্তি জানিয়েছে। ভারত বলেছে, কাশ্মীরে ভূখণ্ডে চিনের কোনও অধিকার নেই। চিনকে ওই স্থান ফিরিয়ে দিতে হবে ভারতকে। পাকিস্তান জোর করে কাশ্মীরটা দখল করে রেখেছে। এদিকে পাকিস্তানকে জব্দ করতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক আফগানিস্তানে পাক বিরোধী তালিবানদের সঙ্গে হাত মেলাতে শুরু করে দিয়েছে। তালিবান শীর্ষ নেতা মোল্লা বরাদরের সঙ্গে ভারতের কূটনীতিবিদেরা সংযোগ রাখতে শুরু করেছে। তালিবান নেতা মোল্লা বরাদর আইএসআই বিরোধী। আফগানিস্তানে তালিবান ক্ষমতায় থাকার সময়ে তিনি বহু পদে ছিলেন। ২০১০ সালে পাকিস্তান তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে রেখে দিয়েছিল। ২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি দোহা থেকে আমেরিকার সঙ্গে সংযোগ রাখতে শুরু করে দিয়েছেন। চিনের প্রধান কাণ্ডারি হচ্ছে পাকিস্তান। পাকিস্তান চেষ্টা করছে আফগানিস্তানের ওপরে মাতব্বরী করার। কিন্তু সেটা হচ্ছে না তালিবান নেতা মোল্লা বরাদর এর জন্য। তিনি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। এখন ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চায় তালিবানরা।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। তাঁর দেয় শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মক সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

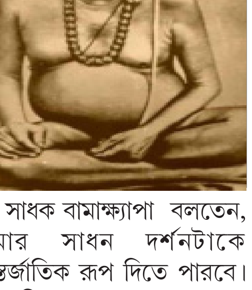

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, আমার সাধন দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পারবে। সেই শক্তি তার রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আজকে তারাপীঠ সারা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল সত্রোধক বামাক্ষ্যাপার মানব সেবা। সেটা করতে পেরেছিল বলেই আজকে তারাপীঠ সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা। তিনি বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। সেবা হচ্ছে ঈশ্বর সাধনার একটি অন্যতম পথ। আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি।

প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক সভ্যতার বিকাশের অন্যতম উদাহরণ হল প্রয়াগের 'কুম্ভ' মেলা

রবীন্দ্র কুমার শীল

'যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বর্ হিতম্। তস্মিন্ মাং ধেহি পবমান অমৃতে লোকে অক্ষিতে।।'' হে পবমান সোমদেব! যে লোকে অজবস জ্যোতি ও সূর্য্যতেজ অবস্থিত আছে, সেই মৃত অক্ষয় লোকে আমাকে স্থাপন করো।' ভারতের বেদ পুরাণ বেদান্ত যে কোনও ধর্ম গ্রন্থের দিকে তাকাই না কেন সবার লক্ষ্য হচ্ছে এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থানকে অমর করে রাখার বাসনা অতি তীব্র। বারবার আমরা রামায়ণ এবং মহাভারত মহাকাব্যে দেখতে পেয়েছি যে এই ধরনীতিতে নিজের নামকে অক্ষত রাখার কী বিশাল কর্ম ভূমিতে পরিণত হতে শুরু করে। বাদ ছিল না স্বর্গের দেব দেবী থেকে শুরু করে মর্ত্যালোকের অসুররাও পর্যন্ত। সবাই এই পৃথিবীতে নিজের নামকে অক্ষত করে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আসলে অমর হওয়ার একটি বাসনা কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু দেব জীবন থেকে শুরু করে দৈত্যকূল পর্যন্ত যে অমর হওয়া একেবারে সম্ভব সেই সাধনার পথ থেকে সৃষ্টি হল অমৃত কুম্ভ। যিনি একবার অমৃত কুম্ভ গিয়ে ঠিক সময় সূচি ধরে পূর্ণ্য স্নান সম্পন্ন করেছেন তিনি ঋষি তুল্য মহামানব হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অরমত্ব লাভ করতে পারেন বলে বিশ্বাস জাগ্রত হতে থাকে। সেই ব্যাখ্যা আজও সমানভাবে কুম্ভ মেলায় সমাদৃত। 'কুম্ভ' বইটি রচনা করেছেন দীপক চট্টোপাধ্যায়। তিনি বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন বলে মনে হয়ে থাকে। বইটিতে কোনও অধ্যায়ের উল্লেখ নেই। তবুও বইটিতে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে ভারতের প্রাচীন মতের ধারনাকে অনুসরণ করে কুম্ভের প্রতিষ্ঠা। তারপরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে মধ্যযুগে কুম্ভের বিকাশ এবং সাধনা। তারপরে এসেছে আধুনিক যুগ। আধুনিক যুগে কুম্ভ কীভাবে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করেছে তার বিশদ বিবরণ। বলা যেতে পারে তিন যুগের ওপরে ভিত্তি করে কুম্ভকে দর্শন লাভা। প্রচীন যুগে কুম্ভ দর্শন সৃষ্টি হয়েছিল বৈদিক সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে। সেই সময়ে মনি ঋষিরা কুম্ভ দর্শনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৈদিক শব্দের দ্বারস্থ হয়ে। তার কারণ তখন ভারতে বৈদিক ভাষার চল ছিল। সেই বৈদিক ভাষা আবার আধুনিক সংস্কৃত ভাষার থেকেও জটিল ছিল। বলা যেতে পারে ক্লাসিক্যাল বৈদিক সংস্কৃত। এই ক্যাসিক্যাল বৈদিক সংস্কৃত ওপরে ভিত্তি করে কুম্ভ সূত্রের প্রকাশ। রামায়ণ মহাভারত সহ ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করার আগেই সূর্যদেবের প্রনাম ও স্মরণ রীতি প্রচলিত। তিনি পরম জীবনদাত্রী বলে ধরা হয়ে থাকে। তার উপাসনা দিয়েই শুরু হয়েছে ভারতে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। কুম্ভ স্নান থেকে সূর্য প্রণামকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। গঙ্গা সাগরের স্নান যাত্রায় দেখতে পাওয়া গিয়েছে সেই সূর্যের উপাসনা। বিহারের ছট পুজোতেও সূর্য উপাসনা রয়েছে। এই বিশ্বের ধারক এবং বাহক হচ্ছেন সূর্য। সেই কারণে তাঁর উপাসনা দিয়ে শুরু হয়েছে ভারতের বেদ বেদান্ত থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ এবং আচার অনুষ্ঠান। অগ্নি হিন্দু ধর্মের একটি অপরিহার্য সংযোজন। অগ্নি ছাড়া কোনও অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হতে পারে না। সেই কারণে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে দেবতারা অগ্নিকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন ব্রহ্মালোকে। ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা সব কিছু অনুধাবন করে জানালেন যে লক্ষ্মীকে পুনর্বার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে স্বয়ং বিষ্ণুর পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। ক্ষীরদ সাগর থেকে লক্ষ্মীকে পুনরায় লাভ করতে গেলে সমুদ্র মন্থন করতে হবে। তারপরে দেবতারা অসুরদের সাহায্য গ্রহণ করে লক্ষনী লাভ সহ পুনরায় স্বর্গ লাভ করলেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দেবাদিদেব শঙ্করের কথা আলোচিত করা হয়েছে। সেখানে দেবী পার্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে তাঁর গলা কেন নীল। তার উত্তর দিতে গিয়ে শঙ্কর বলেছেন যে ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করতে গিয়ে যে বিষ উদগত হয়েছিল তা ধারন করতে গিয়ে তিনি নীলকণ্ঠ হন। বিষের বিধ্বংসী তেজের কথা ভেবে দেব এবং দৈত্যরা ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা সব কথা শুনে তিনি বলেছিলেন একমাত্র মহেশ্বর এর থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা রাখেন। সবাই শিবের নাম স্মরণ করে ধ্যান করতে শুরু করে। শিব সবার কাছ থেকে ধ্যানের কারণ জানতে পেরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে তিনি ক্ষীরদ সাগর থেকে উত্থাথিত বিষ নিজের কণ্ঠে ধারন করবেন। বিষ ধারন করতেই তাঁর কণ্ঠ বিষে নীলাকার। সারা বিশ্বকে তিনি বিষাক্ত পরিবেশ থেকে রক্ষা করেছিলেন। সমুদ্র মন্থন বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন ভাবে লেখা রয়েছে। তবে সবার একটি মাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যে অমৃত পান করা। সেই অমৃত পানের ভাগীদার কারা হবেন তা নিয়ে দেব দেবী এবং অসুরদের মনে লড়াই শুরু হয়ে

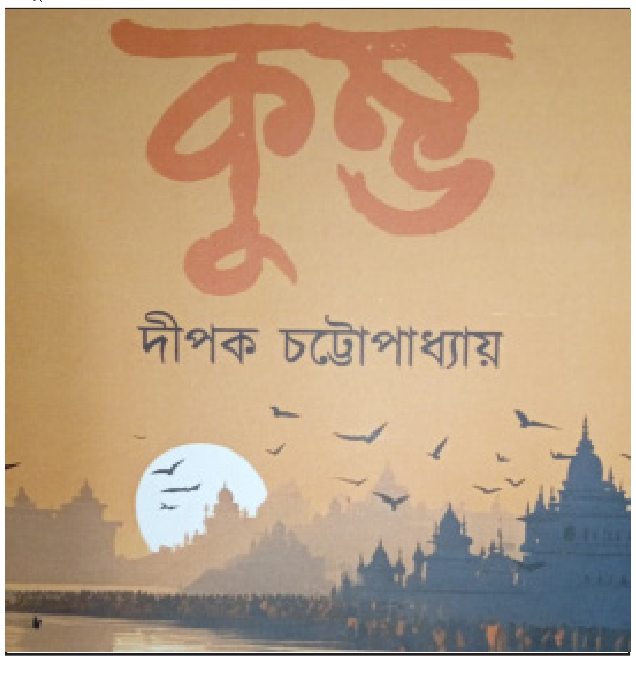

গিয়েছিল। ভাগবত পুরাণে সমুদ্র মন্থন আরও বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। লেখক দীপক চট্টোপাধ্যায় বিশদে প্রাচীন যুগের কুম্ভব দর্শনকে স্বচ্ছতার সঙ্গে বর্ণনা করে গিয়েছেন। কোথাও কোনও রকমভাবে ভাষার জটিলতা দেখতে পাওয়া যায়নি। প্রাচীন, মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগে কুম্ভ দর্শনের ব্যাখ্যা তিনি করেছেন। যুগ যুগ ধরে কুম্ভ তার ধ্যান ধারনা পাল্টাতে শুরু করলেও দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে তিন যুগের মধ্যে একটি ঐক্যরেখা অবস্থান করছে। সেখানে থেকে কেউ কিন্তু বের হতে পারছে না। বর্তমান যুগে মানুষ কুম্ভ স্নানকে যে ভাবে দেখতে শুরু করেছে তার মধ্যে আধুনিক দর্শন প্রবেশ করেছে যদিও তা কিন্তু তা প্রাচীন দর্শনকে বাদ দিয়ে নয়। প্রাচীন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে আধুনিক বা মধ্যযুগীয় কুম্ভ দর্শন এসে উপস্থিত। অগ্নি পুরাণ, বিষ্ণুযাগ, স্কন্দ পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ সব গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে আমার দেখতে পেলাম বিভিন দর্শনের মধ্যে দিয়ে ক্ষীরদ সমুদ্র থেকে অমৃত উত্থানের ব্যাখ্যা। সব ব্যাখ্যার মূলেই রয়েছে দেব দেবীগণের স্তুতি। বেদের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল যে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে অমৃত লোকের দিকে যাত্রা। ত্যাগ করতে হবে। মোহকে বশ করতে হবে। জীব জগতের জন্য কাজ করতে হবে। তবেই অমরত্ব লাভ করা সম্ভব। সেখানে অমৃত পান করার কোনও প্রয়োজন পরবে না। অমৃত পান করে কোনও কিছুই হবে না যদি না মোহকে ত্যাগ না করা যায়। বুদ্ধ শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞানী। জ্ঞান ভিত্তিক ধর্মমত বলে এর নাম বৌদ্ধ ধর্মমত। জানতে পারা গিয়েছে যে চব্বিশ জন বুদ্ধ ছিলেন। শাক্য রাজ গৌতম ছিলেন তেইশতম বুদ্ধ। তাঁর হাত ধরেই এই ধর্ম মতের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বৌদ্ধ ধর্মমতে স্বর্গ, মর্ত্য ও নরকের উল্লেখ রয়েছে। পাপ পুণ্যের কথা সেখানে বর্ণিত। পুনর্জন্ম সেখানে ভীষণভাবে আলোচিত। জীবন মৃত্যু রহিত নয়। এখানে দেবতারাও মরণশীল। এক দেবতার মৃত্যু ঘটলে অন্য দেবতা এসে সেই আসনে অভিষিক্ত হন। বৌদ্ধগণ তাদের সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধকে সনাতন ধর্মের ব্রহ্মার সাদৃশ দেখানো হয়। সেই কারণে গৌতম বুদ্ধ এই ধরনীতে উপস্থিত হয়েছিলেন হিমালয় রাজ থেকে। ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্ম থেকে যেসব ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে তার মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছে ত্যাগের মধ্যে গিয়ে অমরত্বের সাধনা। জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে মানব জীবনের উত্তরণ। বৈদিক জনগোষ্ঠীকেই আর্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে। বৈদিক যুগে আর্যদের মধ্যে জাতিভেদ দেখত পাওয়া যায় না। আর্য সমাজের সকলেই যাগযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করতে পারতো। অবৈদিক ধর্মের সংস্কৃতিও হিন্দু ধর্মের অবস্থান করেছে। বিনা বাধায় আর্য সমাজের আচার অনুষ্ঠানকে যে গ্রহণ করে নিয়েছিল অনার্যরা তা নয়। অনার্যরা আর্যদের সঙ্গে সংঘাত করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারপরে ধীরে ধীরে আর্য অনার্যদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপিত হলে কিছু যোগ এবং বিয়োগের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল। সুতরাং কুম্ভ স্নান অনুষ্ঠান পর্ব লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটে যাওয়া বৈদিক আর্য এবং অবৈদিকদের সংমিশ্রন একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে। কুম্ভ কথাটির অর্থ হল কলস। স্কন্দ পুরাণে 'হরিদ্বার সাহাত্ব' কাণ্ডে লেখা রয়েছে দেবতারা এবং দৈত্যগণের মধ্যে অমৃত কলসের অধিকার নিয়ে কলহ তৈরি হল। মোহনী নারী রূপ ধারন করে ভগবান বিষ্ণু অমৃত বিতরণ বিবাদ সমাপ্ত করে দিলেন। অমৃত কলস রাখার স্থানে গ্রহ নক্ষত্রের যোগ ছিল। সেই রূপ যোগ যখন এসে উপস্থিত হয় তখন তাকে 'কুম্ভ পর্ব' বলা হয়ে থাকে। কুম্ভ কলস রক্ষা করছিলেন সূর্য, চন্দ্র এবং বৃহস্পতি। বৃহস্পতি গ্রহাধিপতি। সেই সময়ে যে রাশিতে কলস অবস্থান করছিল সেই স্থানেই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দশনামী সাধু কৌমের চারটি স্থলকে বলে থাকেন বিষ্ণুদ্বার বা হরিদ্বারের পর্ব-বরফানি, তীর্থরাজ বা প্রয়াগ পর্ব রাজরাজেশ্বরী, অবন্তী বা উজ্জয়ীনি পর্ব-খুনি এবং গোদাবরী বা নাসিক পর্ব-খিচড়ি উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে এই সব মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ভারত তা তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। এই অঞ্চলগুলি আবার আর্য্যবর্ত্ত বলে পরিচিত। কুম্ভ পর্ব পৃথিবীর বুতে অনুষ্ঠিত হওয়া অন্যতম বৃহৎ জনসমাগম মেলা এবং প্রাচীন মেলাগুলির অন্যতম। চিনের পরিব্রাজক হিয়েন সাঙ এবং রাজা হর্ষবর্ধন প্রায় কুম্ভে উপস্থিত হয়ে অকাতরে সব কিছুই দান করে দিতেন। ভারতবর্ষে চারটি মঠের সাক্ষাৎ মেলে। এই মঠগুলিতে বেদ চর্চা হতো- গোবর্ধন মঠ (পূর্ব ভারত) সারদা মঠ (পশ্চিম ভারত), দ্বারকা মঠ নামে পরিচিত। শৃঙ্গেরী মঠ (দক্ষিণ উপকূলবর্তী রাজ্যগুলি) ও জ্যোতি মঠ (উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারত)। অরপরে তৈরি হল আখড়া। এই আখড়াগুলিতেই কম্ভ মেলাকে রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এই আখড়াগুলির জন্মস্থান উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারত। দশনামী সম্প্রদায় বলে থাকেন যে এই সব আখড়াগুলি কুম্ভের মূল পরিচালক। বর্তমানে কুম্ভে নাগাদের ভূমিকা বিরাট। নাগারা সরাসরি শিষ্য করেন না। আখড়ার সন্ন্যাসীরা গুরু আশ্রয় পরিত্যাগ করে নাগা দলে প্রবেশ করে। কুম্ভ পর্ব একটি স্নান মেলা। কারা আগে স্নান করবে ১৬১২ সালে বৈরাগী এবং উদাসীদের মধ্যে সংঘাত, ১০৫০ হিজ্রা শকে হরিদ্বারে কুম্ভে শৈব্যদের সঙ্গে নাগাদের সংঘাত, ১৭২৯ বা ১৭৩০ সালে হরিদ্বারে আবার সংঘাত, ২০১৯ সালে প্রয়াগ কুম্ভে আবার ঝামেলা। এর সংঘাতের অবসান ঘটাতে সরকার একটি তালিকা প্রস্তুত করে যা আজও মেনে চলা হচ্ছে- ১) শৈব্য নাগা সম্প্রদায়ের সর্ব প্রথম। ২) বৈরাগী সম্প্রদায় দ্বিতীয়। ৩) উদাসীন ছুটি গোষ্ঠী তৃতীয় এবং ৪) নির্মল সম্প্রদায় গোষ্ঠী চতুর্থ। লেখক স্বয়ং কুম্ভ দর্শন করতে গিয়ে দেখেছেন যে বিদেশিদের মধ্যেও ভারতের কুম্ভ মেলা যথেষ্ট জনপ্রিয়। কুম্ভ পর্বে শাহী স্নান কথাটি খুবই প্রচলিত। অনেকে বলে থাকেন কয়েকটি শাহী স্নান করে পূণ্যার্জন করেছেন। আসলেগ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান দেখেই এবং বিচার করেই এই স্নানের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়ে থাকে। শাহী স্নান করার মানে হল যে সম্প্রদায় যে আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ করে স্নান সম্পন্ন। গৃহীরা শাহী স্নান করতে পারেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। এবারে প্রয়াগের কুম্ভের দিকে তাকিয়ে সবাই। (তথ্যসূত্রঃ কুম্ভ, দীপক চট্টোপাধ্যায়, চারুপাঠ)

অবাক করার বিষয়- এ বছর বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হতে পারলো না

ব্রিটিশ ভারত এগিয়ে ছিল বিজ্ঞান এবং সাহিত্য চর্চার দিক দিয়ে। তারপরে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে বিজ্ঞান সাধনাকে অগ্রাধিকার দিলেও পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে বিজ্ঞান থেকে ক্রমশ পিছু হটতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। তথ্য প্রযুক্তিতে ভারত এগিয়ে গেলে সৃজনশীল বিজ্ঞান চর্চার দিক দিয়ে কেন ভারত ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করে দিল তার কারণ অনুসধান করার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বিজ্ঞান ক্লাসের ছাত্ররা মাঝে মধ্যে এমন সব আলোচনা এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে যেখানে বিন্দুমাত্র বিজ্ঞান চিন্তার বিকাশ নেই। কেবল মাত্র সেখানে রয়েছে সামাজিক কুসংস্কার। এই সামাজিক কুসংস্কারকে মানব জীবন থেকে মুক্ত না করতে পারলে বিজ্ঞান তার সুস্থ পথ ধরে এগোতে পারবে না। এবারে আসা যাক বিজ্ঞান কংগ্রেসের কথায়। ভারতের সবচয়ে প্রাচীন বিজ্ঞান সংস্থাগুলির অন্যতম হল ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন। ১৯১৪ সালে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রশান্ত মহলনাবিশ, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটকরমন এর মতো জগত বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা এর সভাপতি হয়েছিলেন। দেশ জুড়ে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার এবং বিজ্ঞান চর্চায় যুক্ত নাগরিকদের মধ্যে পারস্পারিক যোগযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য এই সংস্থা এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল। 'এভরিম্যান সায়েন্স' নামে একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় প্রতি বছর ৩-৭ জানুয়ারি সংস্থাটি একটি জাতীয় স্তরের বিজ্ঞান সম্মেলন বা বিজ্ঞান কংগ্রেস আয়োজন করে যার উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ২০১৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সংস্থার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হয়েছিল সেখানে বিজ্ঞানে নানা গবেষণা মূলক আলোচনা পাশাপাশি বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়কে নিয়ে সেমিনার এবং কয়েকজন তরুণ বিজ্ঞান চর্চায় মগ্ন তাদেরকে 'ইয়ং সায়েন্টিস্ট' পুরস্কারও দেওয়া হয়েছিল। ২০২১-২০২২ সালে কোভিডের কারণে বিজ্ঞান কংগ্রেস বন্ধ ছিল। ২০২৩ সালে আবার বিজ্ঞান কংগ্রেস শুরু হল যার উদ্বাধন করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অনলাইনে। এরপর ১০৯ তম ইবজ্ঞান কংগ্রেস হওয়ার কথা ছিল পাঞ্জাবের লাভলি প্রফেশনাল ইউনির্ভাসিটিতে। কিন্তু হঠাৎ করে জানতে পারা গেল যে বিজ্ঞান কংগ্রেস হচ্ছে না। তার কারণ হচ্ছে এলপিইউ বিজ্ঞান কংগ্রেস করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারছে না। ফলে কার্যত বন্ধ হয়ে গেল বিজ্ঞান কংগ্রেস। থেমে গেল ১০৯ বছরের ইতিহাস। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি দফতর (ডিএসটি) এবং বিজ্ঞান কংগ্রেসের মধ্যে চলছে এখন ঠাণ্ডা লড়াই। বিজ্ঞান কংগ্রেসের

ব্যায়ভার বহন করে থাকে ডিএসটি। সেই টাকা সায়েন্স কংগ্রেসের হাতে আসে না। সেই টাকা বিশ্ববিদ্যালয় যারা বিজ্ঞান কংগ্রেস করার দায়িত্বভার বহন করে তাদের কাছে সরাসরি টাকা চলে যায়। আর্থিক অনিয়মনের অভিযোগ তুলে গত বছর ডিএসটি সায়েন্স কংগ্রেসের যাবতীয় আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলেছিল। অভিযোগ অস্বীকার করে সায়েন্স কংগ্রেস আদালতে পর্যন্ত যায়। তখনও পর্যন্ত ১০৯ বিজ্ঞান কংগ্রেস করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু ডিএসটির অনুদান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় আর বিজ্ঞান কংগ্রেস করতে রাজি হল না। তখন এলপিইউ বিজ্ঞান কংগ্রেস করতে এগিয়ে এসেছিল। এর আগেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কংগ্রেস করেছে। এলপিইউ এর উপযুক্ত পরিকাঠামো রয়েছে বলে বিজ্ঞান কংগ্রেস রাজি পর্যন্ত হয়েছিল। সেপ্টেম্বর মাসে ডিএসটি সায়েন্স কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কঠিন অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হল। তারা বলতে শুরু করে দিল যে বিজ্ঞান কংগ্রেসের স্থান পরিবর্তনের কথা তাদেরকে জানানো হয়নি এবং কিছু সদস্যের মর্জি ম্যাফিক হয়েছে। তবুও এর মধ্যে দিয়ে প্রস্তুতি চলছিল। তারপরে হঠাৎ করে একেবারে শেষ মুহূর্তে জানানো হল যে এলপিইউ তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার দিক দিয়ে বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠান করতে পারছে না। জানা গিয়েছিল সবাইকে আমন্ত্রণ লিপি পাঠাানো পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। কার আঙ্গুলী লেহনে এই বিজ্ঞান কংগ্রেস হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল তা এখন প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। বিজ্ঞান কংগ্রেস কোথায় হবে তা নিয়ে ডিএসটি আগে কোনও সময়ে মাথা ঘামায় নি। বেশ কিছুদিন ধরে সায়েন্স কংগ্রেসের অভ্যন্তরীন বিষয়ে ডিএসটি হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে দিয়েছিল। এমনকী বিজ্ঞান কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে। যার ফল হল অনুদান হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া। এভরিম্যান'স সায়েন্সকে অন্তর্জাল পত্রিকায় পরিণত করা হল।

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ থামছে না, বললেন বিশেষজ্ঞ

রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ থামবে না। ক্রমশ তা বাড়তে থাকবে। তবে আপাতত খানিকটা যুদ্ধ থেমেছে। একেবারে থেমে যায়নি। ভ্লাদিমির জেলেনস্কি ও তাঁর সেনাবাহিনী সরে গেলেই ইউক্রেনবাসীরা ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা করবে ইউক্রেনবাসীরা সেটা ভেবেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। কিন্তু তা হচ্ছে না। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোতে এসে বললেন রুশ বিশেষজ্ঞ ডমিনিক লিডেন। পারিবারিক সূত্রে যোগ রয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে। তিনি ছিলেন প্রয়াত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের বৈদেশিক সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি কলকাতয় এসেছিলেন নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোতে বক্তব্য রাখতে। সেখানে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তিনি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ সংক্রান্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে ইউরোপ রুশদের বেশ ছোট করে দেখে। আবার নিজের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেখেন পুতিন। প্রাক্তন গুপ্তচর বিভাগের কর্তা হিসাবে পুতিন ইউক্রেনকে স্বাধীন জাতিসত্ত্বা হিসাবে দেখতে একেবারে নারাজ। এর পিছনে আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা সিআইএর থাকাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ডমিনিক বলেন, পশ্চিমী দেশগুলির তরফে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন নেটোয় ইউক্রেনকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল। রাশিয়ার বিশেষজ্ঞের মতে, বিভিন্ন সঙ্কট তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে এই বিশ্বে। সেখানে ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দিল্লির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। রাশিয়া ইউক্রেনের সঙ্গে গভীর যোগ রয়েছে তাকে একেবারে অস্বীকার করা যাবে না। ক্রাইমিয়া এবং ডনবাসের মতো অঞ্চলে রুশ প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয়। ফলে রুশ ইউক্রেনের যুদ্ধ গভীর সঙ্কট তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। ইউক্রেন পশ্চিমী দেশগুলির দিকে ঝুঁকে পড়াটা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন একেবারে পচ্ছন্দ করছেন না। যার ফল এই সঙ্কট তৈরি হয়েছে। এদিকে পশিচমী দেশগুলি ইউক্রনকে সঙ্গে রাখার জন্য বদ্ধ পরিকর। সঙ্কট আরও গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকছে। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে জিততে পারবেন কিনা, ইউক্রেন কতটা আমেরিকা এবং ইউরোপের সাহায্য পাবে, চিন ও আমেরিকার সম্পর্ক কোন দিকে অগ্রসর হবে এমন অনেক কিছুর ওপরে নির্ভর করছে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধটা। এদিকে আবার ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যার ফলে গাজা অঞ্চল উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। প্যালেস্টানিকে গ্রহণ করছে না ইজরায়েল। তব কিছু দিক দিয়ে দেখতে গেলে বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশ ঘোরালো হতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া একটি বন্ধু সরকার ইউক্রেনকে বসাতে চাইছে। ভারত পাকিস্তান সঙ্গে সংঘাত চায় না।

হেরিটেজ কথা ঃ স্বদেশি দৈনিক পত্রিকা

দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ এর ভাই বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে। ভারতের জাতীয় জাগরণে ব্যাপারে বসুমতী পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় জাগরণ ছাড়াও বিপ্লবীদের সঙ্গে এই পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। সাপ্তাহিক

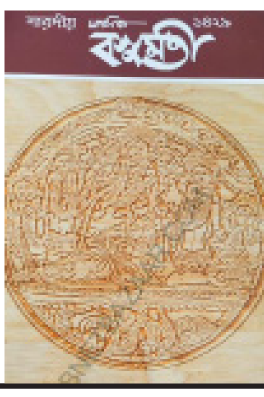

বসুমতী প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল 'তিতুমীরের হাঙ্গামা'। ইংরেজদের সঙ্গে তিতুমীরের সংঘর্ষকে প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাাশি তাঁর দেশপ্রেমকে প্রধান বিষয় হিসাবে লেখাতে দেখানো হয়। এই বাড়িতে দুর্গা পুজো এবং সরস্বতী পুজো হতো। এখন আর হয় না। তবে সরস্বতী পুজো করে সেখানকার কর্মীরা। কলকাতায় তখন প্রথম শ্রেণির দৈনিক পত্রিকা ছিল না। উপেন্দ্রনাথ সাপ্তাহিক বসুমতী প্রকাশ করার পরেই দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করা ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

চিঠিপত্র ঃ চিন ভারত ব্যবসায়িক সম্পর্ক

চিন এখন এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা করতে ইচ্ছুক। এদিকে রাশিয়ার সঙ্গে যখন বিরোধ হতে শুরু করে দিয়েছে ইউরোপের দেশগুলির তখন গোটা ইউরোপ এখন চিন থেকে পণ্য কেনাকাটা করতে শুরু করেছে। চিন সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে তারা বাজার অর্থনীতিতে রাজনীতির প্রবেশ করাবে না। সবার সঙ্গে চিন ব্যবসা করতে ইচ্ছুক। এমনকী অমেরিকার সঙ্গেও চিন ব্যবসা করতে চায়। ভারতের সঙ্গে বর্তমানেও চিনের বহু ব্যবসা চালু রয়েছে। চিনের পণ্য ভারতের আসা বন্ধ হয়ে গেলে ভারেতর বহু শিল্প সংস্থার মাথায় হাত পড়ে যাবে। সেই কারণে এখনও পর্যন্ত সীমান্ত নিয়ে চিনের সঙ্গে ভারতের বহু ঝামেলা হয়েছে। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী একটি কথাও চিনের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেনি। বা চিনের নাম করেননি। প্রধানমন্ত্রী মোদি এককবার চিনে নাম না করে বলেছিলেন, বিশ্ব রাজনীতিতে আগ্রাসন নীতি গ্রহণ করে বেশি দিন টিঁকে থাকা চলবে না। চিন এখন ভারতের সবচেয়ে বেশি প্রতিপক্ষ। চিন পাকিস্তান এখন বলতে গেলে ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রু। এই দুটি দেশকে ভারত যদি রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক দিক দিয়ে শায়েস্তা করতে পারে তাহলে ভারতের শত্রু মাথাতুলে দাঁড়াতে পারবে না। **ইতিঃ রীতা ভিমানী, নয়াদিল্লি,**

৫১ ফুট উচ্চতার সরস্বতী প্রতিমার পুজোর আয়োজন করছে স্টুডেন্টস অফ জলপাইগুড়ির সদস্যরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়িতে এবার ৫১ ফুট উচ্চতার সরস্বতী প্রতিমার পুজোর আয়োজন করছে স্টুডেন্টস অফ জলপাইগুড়ির সদস্যরা। আমেরিকায় স্থাপিত একটি সরস্বতী মূর্তির অনুকরণে এই সরস্বতী প্রতিমা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বড় সরস্বতী প্রতিমা তৈরি হচ্ছে জলপাইগুড়িতে। মূলতঃ একদল ছাত্রছাত্রীর উদ্যোগে বিশালাকার এই সরস্বতী প্রতিমার পুজো হতে চলেছে। বাঁশ, খড় ও মাটি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে প্রতিমাটি। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়িতে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে ৫১ ফুট উচ্চতার সরস্বতী প্রতিমা তৈরির কথা ঘোষণা করেন স্টুডেন্টস অফ জলপাইগুড়ি সংগঠনের সভাপতি প্রীতম ঘোষ। বলেন, তাঁদের এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানো ও তাদের সবরকম ভাবে সাহায্য করা। পড়াশোনার ক্ষেত্রে ছাত্রদের নানারকমভাবে সাহায্য করার লক্ষ্য নিয়ে এই সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। সকলের মধ্যে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য অভিনব এই পুজোর আয়োজন করেছেন তাঁরা। তিনি বলেন, তাঁদের পুজোর প্রতিমার বিশেষত হলো এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্থায়ী প্রতিমা যা আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে অবস্থিত রয়েছে। ২০১৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকে আমেরিকাকে সম্প্রীতির প্রতীক হিসেবে এই মূর্তি উপহার দেওয়া হয়েছিল। তারই অনুকরণে জলপাইগুড়িতে সবচেয়ে বড় সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির গোমস্তাপাড়ার ৭৩ মোড় সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হচ্ছে বিশালাকার এই সরস্বতী প্রতিমা।

রামপুরহাটের সংস্কৃতি কেন্দ্র রক্তকরবী বন্ধ থাকায় সমস্যায় সংস্কৃতিকর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩০ জানুয়ারি ঃ বীরভূম জেলার নাট্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হিসেবে রামপুরহাটে গড়ে ওঠে রক্তকরবী। ১৯৯৫ সালের টাউন হল কর্তৃপক্ষ দান করে ১৫ কাঠা। সেই জায়গায় পুরমঞ্চ নির্মাণ কাজের শিলান্যাস করেন তৎকালীন গ্রন্থাগার মন্ত্রী তপন রায়। সেই থেকে শুরু পথ চলা। কয়েক বছর কাগজপত্র তৈরিতে সময় ব্যয় হয়। ইতিমধ্যে ২০০৩-০৪ আর্থিক বর্ষে বীরভূম কেন্দ্রের প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ রামচন্দ্র ডোমের সাংসদ তহবিলের টাকায় টাউন হল সংস্কারের কাজ শুরু হয়। ২০০৮ সাল পর্যন্ত কয়েক দফায় বাম সাংসদ মোট ১ কোটি ৭০ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। মাঝে সাংসদ তহবিল থেকে ৫ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা দেন রাজ্যসভার প্রাক্তন ফরওয়ার্ড ব্লক সাংসদ দেবব্রত বিশ্বাসও। টাউন হল সংস্কারের দায়িত্ব পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম (ডব্লিউবিআইআইডিসি)। ওই সরকারি সংস্থা কাজের বরাত দেয় একটি বেসরকারি ঠিকা সংস্থাকে। প্রায় এক সাথে কাজ শুরু হয় রক্তকরবী প্রেক্ষাগৃহের। তৎকালীন লোকসভা ভোটের মুখে ২০০৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সেই অসম্পূর্ণ রক্তকরবী মঞ্চের উদ্বোধন করেন চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার। ৫২৬ আসন বিশিষ্ট মঞ্চ পর্যাপ্ত আলো, পাখা ও সাউন্ড সিস্টেম ছাড়াই পথ চলা শুরু করে। ২০১৬ সালে রাজ্যের আর্থিক অনুমোদন ছাড়াই মঞ্চ আধুনিক মানের গড়ে তোলার কাজ শুরু করে পুরসভা। ব্যয় ধার্য হয় প্রায় ৯ কোটি টাকা। এমপি শতাব্দী রায় ৪৬ লক্ষ ও পুরদপ্তর থেকে প্রাথমিক ভাবে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা দেয়। সেই টাকায় মঞ্চের উপরের টিন বদলে অ্যাসবেস্টস বসানো, অডিটোরিয়ামের চার দেওয়াল ছাড়াও সিলিংয়ে উন্নত মানের ম্যাগনেসিয়াম বোর্ড, ব্যালকনি, সেন্ট্রাল এসি ও বাইরের লুক পরিবর্তন করা হয়। এরপরই আর্থিক জোগানের অভাবে বন্ধ হয়ে যায় সংস্কারের কাজ। টাকার অভাবে সেন্সর অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা, দর্শকদের বসার জন্য পুস ব্যাক সিট, স্টেজ, লাইট এবং ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম সহ কিছু কাজ বাকি রয়েছে। অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় প্রায় সাত বছর ধরে পড়ে রয়েছে রক্তকরবী। শহরের প্রাচীন নাট্যসংস্থা প্রবাহ নাট্যম তাদের নাট্যমেলা করার জন্য বাধ্য হয়ে রামপুরহাট সংলগ্ন বড়শাল স্টেডিয়ামে সেই অনুষ্ঠান করতে বাধ্য হয়। জানা গেছে, শহরে রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চ আছে। তবে সেটি আধুনিক মানের নয়। তাছাড়া মঞ্চের ভাড়াও বেশি।

মায়াপুরের তীর্থ করতে এসে মৃত্যু পর্যটকের

দেবাশীষ কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৩০ জানুয়ারি ঃ মায়াপুরে তীর্থ করতে এসে পথেই মৃত্যু হল এক পর্যটকের। ঘটনাটি ঘটেছে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের এক নম্বর প্লাটফর্মে। মৃত ওই পর্যটকের নাম গিরিশ কুমার মণিভাই পাটেল (৫৬)। তার বাড়ি গুজরাটের নৌসারি জেলার মোটা ফালিয়া দিবধা নাভিসারি গানদেবী গ্রামে। জানা যায়, সম্প্রতি গুজরাট থেকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পাশাপাশি ৮০ জনের একটি দল মায়াপুরে এসেছিলেন তীর্থ করতে। দুদিনের মায়াপুর সফর শেষে মঙ্গলবার দুপুরে পরিবারের অন্যান্য সংগীদের নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে পৌঁছান। সেখানেই বুকে ব্যথা হতেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোকজন একটি টোটো ভাড়া করে তাঁকে দ্রুত নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে এমার্জেন্সিতে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা যায়, গুজরাটের নৌসারি জেলা থেকে দুদিন আগে ৮০ জন সদস্যের একটি দল গুজরাট থেকে মায়াপুরে এসেছিলেন তীর্থ করতে। তাঁদের সঙ্গে মৃত ওই প্রৌঢ় ও তাঁর স্ত্রী, মেয়ে সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও ছিলেন। নবদ্বীপ ধাম স্টেশন থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা টোটো চালক কৃষ্ণ বিশ্বাস বলেন, স্টেশনে আমাকে এসে একজন বললেন নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের এক নম্বর প্লাটফর্মে এক যাত্রী অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন। দ্রুত আমার টোটো করে পরিবারের অন্যান্য লোকজন সহ ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলাম। টোটো চালক বলেন, যতদূর জানি ওই ব্যক্তি গুজরাট থেকে মায়াপুর ইস্কন মন্দিরে এসেছিলেন। এদিন বাড়ি ফেরার পথে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে ঘটে গেল

রাহুলের পথ সভায় আপত্তি পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৩০ জানুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে রাহুল গান্ধীর একটি পথসভা বাতিল করল প্রশাসন। প্রশাসনের সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা মেনেই রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বীরভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মিল্টন রসিদ। দলীয় সূত্রে, জানা গেছে, আগামী ২ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানার এড়োয়ালি হয়ে বীরভূমের তারাপীঠ থানার বুধিগ্রাম অঞ্চলের মাঝিপাড়া হয়ে বীরভূমে ঢুকবে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার কনভয়। সঙ্গে থাকবেন প্রদেশ সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী সহ বেশ কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রী। সেখান থেকে তারাপীঠ হয়ে রামপুরহাট, নলহাটি হয়ে মুরারইয়ের রাজগ্রামে বীরভূমের যাত্রা শেষ হবে। এরপর বিকেলে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে ঝাড়খন্ডে প্রবেশ করবেন রাহুল গান্ধী। মাঝে রামপুরহাট থানার বড়শাল মোড়ে একটি পথ সভা করার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার থাকায় সেই পথ সভা বাতিল করেছে জেলা পুলিশ। তাই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সফরসূচির কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে স্বাধিনপুরের কাছে একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সামনে রাহুল গান্ধীর মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানেই দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে পারেন রাহুল গান্ধী। মিল্টন রসিদ বলেন, ঘটনা চক্রে ২ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। তাই আমরা ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে ন্যায় যাত্রা করব। কোথাও আমাদের ন্যায় যাত্রার জন্য ছাত্রছাত্রীদের সমস্যায় পড়তে দেব না। তবে প্রতিটি মোড়ে মোড়ে আমাদের হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী সমর্থক হাজির থাকবেন। তাদের বার্তা দেওয়া হয়েছে দায়িত্বশীল দলের কর্মী হিসাবে সুশৃঙ্খলভাবে কর্মসূচী পালনের।

শিলিগুড়ি ট্যাক্সেশন বার অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে থাকা কার্যালয় দখলের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি জিএসটি ভবনে শিলিগুড়ি ট্যাক্সেশন বার অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে থাকা কার্যালয় বলপূর্বক দখল করার অভিযোগ উঠেছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরে। জানা গিয়েছে, ১৯৭০ সাল থেকে জিএসটি ভবনে শিলিগুড়ি ট্যাক্সেশান বার এসোসিয়েশনের সদস্যদের জন্য একটি ৩০০ বর্গফুটের ঘর বরাদ্দ করেছিল অর্থ মন্ত্রক। আচমকা চলতি মাসের ২৫ তারিখ জিএসটি কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেয় ৩১ জানুয়ারির মধ্যে ওই ঘরটি খালি করতে হবে। সম্প্রতি বার এসোসিয়েশনের এক কর্মী কাজ করতে গেলে তাকে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে অতিরিক্ত জিএসটি কমিশনার রাজীভ ত্রিপাঠির বিরুদ্ধে। তিনি হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি যদি কোন বার এসোসিয়েশনের সদস্য ওই কার্যালয়ে ঢোকার চেষ্টা করে তবে তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হবে বলে অভিযোগ। ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে বার এসোসিয়েশনের সদস্যরা। ঘটনায় আইনি পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন।

সাইবার ক্রাইম নিয়ে নববারাকপুর থানার পুলিশের সচেতনতা অভিযান

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৩০ জানুয়ারি ঃ সোনার দোকানে বাড়ছে চুরি ছিনতাই ডাকাতি। মোবাইল অজানা নম্বর থেকে ফোন করে ব্যাঙ্ক সোনার দোকানে প্রতারণা স্বীকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে নাবালিকাদর ভুল বুঝিয়ে ফুসলিয়ে অন্যত্র চলে নিয়ে যাচ্ছে যুবক যুবতীরা। শহরাঞ্চলের পাশাপাশি ব্যারাকপুর ২ ব্লকের বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে পথে নামল ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ। অনলাইন সাইবার ক্রাইম হ্যাকিং ট্রাফিকিং, মানব পাচার, পথ নিরাপত্তা, নেশাজাতীয় দ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণসাধন নিয়ে সচেতনতার বার্তা দিল নিউ বারাকপুর থানা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে বোদাই ভাটপাড়া উদয়ন সংঘ প্রাঙ্গণে গ্রামবাসীদের এবং ক্লাব সংগঠন গুলিকে নিয়ে সচেতনতার বার্তা দিলেন থানার এসআই সমীরণ দাস, অর্নব মিস্ত্রি এবং লেডি সহকারী এসআই চুমকি সরকার। ব্যাঙ্ক প্রতারণা, সোনার দোকানে ডেবিট কার্ড প্রতারণা, মানব নারী পাচার সংক্রান্ত নানাবিধ প্রশ্নোত্তর দিলেন থানার আধিকারিকরা।

দীঘা-নন্দকুমার জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী বাস

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩০ জানুয়ারি ঃ ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী বাস। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা- নন্দকুমার জাতীয় সড়কের কাছে মারিশদা থানার নাচিন্দা বাজার সংলগ্ন খড়িকা পুকুরিয়ায়। মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় যাত্রীবাহী বাস ও একটি কন্টেনার মধ্যে। ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন। স্থানীয় মানুষ ও পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় আহত বাসযাত্রীদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকাল ৬ টা নাগাদ বাসটি এগরা থেকে হাওড়ার দিকে যাচ্ছিল। সকালে ঘন কুয়াশার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মারিশদা থানার পুলিশ। এরপরেই আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে।

লরির ধাক্কায় মৃত বাইক আরোহী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ জানুয়ারি ঃ এক বাইক আরোহীকে ধাক্কা মেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরি ঢুকে গেল বসত বাড়িতে। মঙ্গলবার সাত সকালেই মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হল এক ব্যক্তি। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত কেরিলি গ্রামের কেরিলি পেট্রোল পাম্পের উল্টোদিকে মশাগ্রাম রেলগেট থেকে জামালপুর যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরি অপর দিক থেকে আসা এক বাইক আরোহীকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তি্র। বাইক আরোহীকে ধাক্কা মেরে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে বসতবাড়িতে ঢুকে যাওয়ায় গুরুতর আহত মা ও শিশু। গোটা ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায় আজ সকাল ৯ টা ৫০ নাগাদ মেমারি দিক থেকে তারকেশ্বরের দিকে যাওয়ার সময়। কেরিলি পাম্প এর কাছে দ্রুত গতিতে আসা একটি লরি, এক বাইক আরোহীকে সজরে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। ৫৫ বছর বয়সী মৃত ব্যক্তির নাম শেখ শওকত। জামালপুর থানার কেরিলি গ্রামের বাসিন্দা তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আহত ওই মহিলা ও এক শিশু চিকিৎসার জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়। আহত মহিলার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

ডোমকলে বাসে দুষ্কৃতী হামলা, চালক-যাত্রীদের জখম করল বাইক বাহিনী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩০ জানুয়ারি ঃ সোমবার রাতে ডোমকলে একটি বাসে হামলা চালাল অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীরা। অল্পের জন্য রক্ষা পায় যাত্রীরা। ডোমকলের গোবিন্দপুর মাঠ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা বলেন, যাত্রীবাহী বাসটিকে ঘিরে ফেলে বাইক বাহিনী। তারপর লাগাতার বাস লক্ষ্য করে ইঁট ছুঁড়তে শুরু করে। জানলার কাঁচ ভেঙে সেই ইট ঢুকতে থাকে ভেতরে। জখম হন চালক ও যাত্রীরা। জানা গেছে, বহরমপুর থেকে বক্সিপুরের দিকে যাচ্ছিল বাসটি। রাতে গোবিন্দপুর এলাকা পার হওয়ার সময়েই হামলা হয় বাসে। বাইকে চেপে এসে কয়েকজন আততায়ী বাসটিকে ঘিরে ফেলে। যাত্রীরা বলছেন, বাইকে থাকা দুই দুষ্কৃতী বাস লক্ষ্য করে ইঁট ছুড়তে শুরু করে। চালকের সিট লক্ষ্য করেও ইট ছোঁড়া হয়। চালকের পাশের জানলার কাচ ভেঙে যায়। জখম হন চালক। ঘটনার সময় এলাকার লোকজন ছুটে এলে দুস্কৃতীরা চম্পট দেয়। স্থানীয়রাই উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় জখম চালক ও যাত্রীদের। ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছে। চালক ও যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। আততায়ীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

কাশির সিরাপ ও ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩০ জানুয়ারি ঃ সোমবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ ও নেশাজাতীয় ট্যাবলেটসহ এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে মাদারিহাট থানার পুলিশ। ধৃতের নাম ইমরান আলী। মাদারিহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিংমা শেরপা মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, সোমবার রাতে ১৭ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ ও ৯৬০ টি নেশাজাতীয় ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একজন পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি বলেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

সেতুর কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ১৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২৫-০১-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ০৭-এপি-I-২০২৪। কাজের নামঃ** নিউ চাংগ্রাবান্ধা-গোলকগঞ্জ (এসএল)- গার্ডার সেতু-৬৬৩১ টির গার্ড রেল সহিত চ্যানেল শ্লীপার ফিটিং। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬,৩৭,৫৭,৩৬০.৩৭ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪,৬৮,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়** ১৬-০২-২০২৪ তারিখের **১৩.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৬-০২-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Panchra Gram Panchayat
Panchra, Purba Bardhaman
Tender Reference/ e-NIT No.:- 22/PGP/2024, Dt-29/01/2024,(01 to 02),23/PGP/2024, Dt-29/01/2024(01) Nos of schemes are hereby invited. Details may be seen in the website https://wbtenders.gov.in/

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
Joypur Panchayat Samity,
Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-11/E.O/J.P.S/2023-24
E-tenders are invited by the undersigned from the eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents up to 5.00 PM of 06/02/2024 for 01 no. of work. (Bid submission closing date may change as per available slot in etender portal while publishing). For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website www.wbtenders.gov.in in any working day before the Last date for submission of bid documents.
Sd/- Executive officer
Joypur Panchayat Samity

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেণ্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসটি-ওটি-রিপ্লেসমেন্ট_ডিএল_কেজিপি, তারিখ ঃ ২৯.০১.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার(কো)/খড়গপুর-৭২১৩০১, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখে বেলা ১২টার আগে জমা করতে হবে এবং বেলা ১২.৩০টায় খোলা হবে। **কাজের বিবরণ** ঃ খড়গপুর ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে সব ফিজিক্যাল রিলের লগিং ও ডাবল লকিংয়ের জন্য ত্রুটিপূর্ণ ডেটা লগারের প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত কাজে এসঅ্যান্ড টি অংশের কাজ সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণ। **টেন্ডার মূল্যমান** ঃ ১,২৯,১৮,০৮০.৭৪ টাকা। **ইএমডি** ঃ ২,১৪,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য** ঃ নেই। **কাজ শেষের সময়সীমা** ঃ ১২ মাস। **জমার তারিখ** ঃ ২১.০২.২০২৪-এ বেলা ১২টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ** ঃ ২১.০২.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের পুরো বিবরণ বর্ণনা স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনও ভাবে উক্ত কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য** ঃ সমস্ত টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1078)**

Chandernagore Municipal Corporation
E-Tender No. WBMAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/NIT- 51(e)/23-24, Dt-29.01.2024
Memo No-3133/PWD/TENDER/23-24/51, Dt - 29.01.2024
E-Tender No. WBMAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/NIT- 52(e)/23-24, Dt-30.01.2024
Memo No-3133/PWD/TENDER/23-24/52, Dt - 30.01.2024
Various Developments of Municipal Areas
For details, please visit the website- www.chandernagoremunicipalcorporation.in
Engineer
Chandernagore Municipal Corporation

E-Tender are invited by the Prodhan, Saguna G.P. Saguna, Kalyani, Nadia vide tender NIT No-E-48/SGP/2024, SL-01 to 7 (Total seven scheme) NIT publishing date-30/01/2024, Time-19.30 & Bid opening Date-12/02/2024, 09.05 hrs. For details please visit http://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Saguna G.P

সর্বশিক্ষা মিশন
Notice Inviting E-Tender under SSM, Jalpaiguri
for details please visit : wbtenders.gov.in
E-tender has been floated by the undersigned for the following work
SSA-JAL/T-02, 07, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 44/23-24, 2nd call, Dated - 25/01/2024
For details please visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
District Education Officer
SSA, Jalpaiguri

Office of the Pradhan
Kenda Gram Panchayat
Vill-Kenda, PO – Baladih, PS- Puncha, Dist-Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER NO-19/2023-24/KGP, Dated: 29/01/2024 Bid submission end date-06.02.2024 – 10 am. Bid open Date(Technical)- 09.02.2024 – 1pm. For more details information visit: www.wbtenders.gov.in and office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Kenda Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Kenda Gram Panchayat
Vill-Kenda, PO – Baladih, PS- Puncha, Dist-Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO-20/KGP/2023-2024, Dated: 29/01/2024 Last date of dropping of sealed Tender form on or before 07.02.2024 up to 04:00 pm. Date of opening of Tender 08.02.2024 at 02.00 PM. For more details please visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Kenda Gram Panchayat

Office of The Chharra-Dumdumi Gram Panchayat
Under Purulia-II Development Block
PO: Chharra, PS: Purulia(M), Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No. 21/2023-24/CDGP dated-22/01/2024
e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. I) Date of Sale of tender document : 31/01/2024 to 07/02/2024. ii) Last date of submission of tender documents : on or before 07/02/2024 up to 04.00 PM. iii) Date of opening of technical bid: on 09/02/2024 (at 04.00 PM onwards). For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.
Sd/- Pradhan
Chharra-Dumdumi Gram Panchayet

মালিগাঁওয়ে বৈদ্যুতিক কাজ

টেণ্ডার নং. ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-১১-২৩-২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** (ক) মালিগাঁওয়ে- রংভবনের সম্মুখ ভাগ, চতুর্দিকের এলাকা আদির উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (খ) মালিগাঁওয়ে - রংভবনের ব্যালকনি এবং শৌচালয় পরিসরের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (গ) মূখ্য কার্যালয়ে (মালিগাঁও)- এনএফআরএসএ পরিসর, মালিগাঁওএর পুরোনো ক্রীড়া হোস্টেলের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (ঘ) মালিগাঁওয়ে- এনএফআরএসএ পরিসর, মালিগাঁওএর হোস্টেল এবং স্টেডিয়ামের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (ঙ) মালিগাঁওয়ে-এনএফআরএসএ পরিসর, মালিগাওঁএর ডর্মিটরির উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ।"**টেণ্ডার রাশিঃ** ৬৪,১৭,৮৭১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,২৮,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়** ১৯-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NOTICE INVITING E-TENDER
e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-564/2023-24 (Sl No. 1 & 2)	16/02/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer, Habra Municipality

Office of The Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE
E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-24/EO/23-24 Dt. 30/01/2024 for 03 nos schemes within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity, Tender ID - 2024_ZPHD_656655_1, 2024_656655_2 & 2024_ZPHD_656655_3. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly
e-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for e-Tender reference no: **74/EO, Singur, Dated:- 24.01.2024 & 94/EO, Singur, Dated: 29.01.2024** for Supplying, Installation, Construction & Repairing within Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly. **Last date for the online Bid submission is 06/0212024 upto 11:55 am & 12:00 pm and 07/02/2024 upto 09:00 am**. Detail will be available at the website: www.wbtenders.gov.in (Tender ID- 2024_ZPHD_655952_1 to 3, 2024_ZPHD_656252_1 & 2024_ZPHD_655838_1 to 4).
Sd/-
Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২ /১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

HMC/HWW/P-24/23-24 তারিখ ঃ ২৯.০১.২০২৪

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস শ্রীরামপুর এবং পদ্মপুকুরে ৭৫ এমটি ফেরিক অ্যালুম- বা এর অংশ IS: 299-2012, গ্রেড - IV ৫ তম সংশোধনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সরবরাহের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, HMC দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং বাস্তবসম্মত ঠিকাদারদের থেকে যাদের একই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিশদভাবে সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগ, পদ্মপুকুর https://wbtenders.govin বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ থেকে পাওয়া যাবেঃ ১৬.০২.২০২৪ বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত। HMC কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ছাড়াই কোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। টেন্ডার আইডি ঃ 2024_MAD_655813_1।

254 (3)/23-24
30.1.24
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

মারদা কমার্শিয়াল এণ্ড হোল্ডিংস লিমিটেড
রেজি. অফিসঃ ১১, ক্রুকড লেন, ফার্স্ট ফ্লোর, রুম নং.৭
পি.এস.- হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬৯
কর্পোরেট অফিস ঃ ৮১, ফাংসানাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, পাটপারগঞ্জ, দিল্লি- ১১০০৯২
CIN: L65929W81990PLC048280
ফোনঃ ০১১-৪৩০৪১৪০৫ ওয়েবসাইট ঃ www.mchl.co.in ই-মেইলঃinfo@mchl.co.in

ক্রম নং.	বিবরণ	চলতি ৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩১.১২.২২ অনিরীক্ষিত	বর্ষ থেকে তারিখ অঙ্কে ০১.০৪.২৩ থেকে ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৩ পরীক্ষিত
১.	মোট কারবার থেকে আয়	৬২.২৬	৫২.৮০	৩১৩.৮১	১৯৮.৫২
২.	মোট লাভ / (ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমের পূর্বে)	২৫.৪৭	৩৮.৭৯	১৯৮.২২	৭.১৬
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি)করের পূর্বে, (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	২৫.৪৭	৩৮.৭৯	১৯৮.২২	৭.১৬
৪.	মোট লাভ / (ক্ষতি)করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	২৫.৪৭	৩৮.৭৯	১৯৮.২২	৭.১৬
৫.	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) অন্যান্য সমন্বিত আয় (করের পরে)	২৫.৪৭	২৯.০৩	১৯৮.২২	১৫৩.৩৮
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬	১,০০০.০৬
৭.	রিসার্ভস(রেভালুয়েশান রিসার্ভস পূর্ব বছরের নিরিখে)	--	--	--	৩,৮১১.০২
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (অতিরিক্ত আইটেমের পরে) (১০টাকা প্রতি) মূল	০.২৫	০.২৯	১.৯৮	(০.১৫)
	মিশ্র	০.২৫	০.২৯	১.৯৮	(০.১৫)

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরেরটি আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি নির্যাস ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক, স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা হয়েছে। পূর্ণ আর্থিক ফলাফলের বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.mchl.co.in।

মারদা কমার্শিয়াল এন্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের জন্য
দৌলত রাম আগরওয়াল
স্বা /-
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 00586956
স্থান ঃ নিউ দিল্লি
তারিখঃ৩০.০১.২০২৪

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER
ABRIDGED NIT

The OSD & E.O.D.G (Water Supply), KMC invites e-tender for the following work (Submission of Bid through online) :
NIT No.: KMC/WS/C/SEC-I/64/04/23-24
Name of the Work: **Development of drinking water supply (laying of 100mm service main) at 63, Shakespear Sarani to 60B, Park Street in KMC Ward No. 64;** Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,99,746.36;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Time of Completion : **15 Days**; Last Date & Time of online submission of Tender : **13.02.2024 at 1 p.m.;** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC invites e-Tender for the following works :
(1) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/23-24/20
Name of the Work: **Construction of valve chamber along with M.S fabricated shed and operating platform for two nos of 1000mm dia BFVS installed on Maheshtala dedicated pipe line within GRWW clear water complex;** Estimated Amount : **Rs. 2,61,680;** Earnest Money: **Rs. 5,234.00;** Period of Completion : **25 Days;**
(2) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/23-24/52
Name of the Work: **Installation of two nos manholes of 750 mm and 900 mm dia size alongwith 1000 mm dia M.S "T" at the connection point of 1000 mm and 1200 mm dia Behala dedicated main in front of main gate of Garden Reach STP;** Estimated Amount : **Rs. 2,03,379;** Earnest Money: **Rs. 4,068.00;** Period of Completion : **7 Days;** Last Date & Time of receipt/opening of Tender (Online): **15.02.2024 at 2 p.m./17.02.2024 at 2 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details will be available strictly from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2)

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following work :
NIT No.: KMC/WS/West/W69/T-07/2023-24
Name of the Work: **Restoration of F.W. Supply by diversion of existing 150mm dia F.W. S/Main in front of premises no. 1A & 1C Ballygunge Circular Road with other allied works to facilitate the KMC drainage works in Ward No. 69;** Estimated Amount : **Rs. 2,44,433.00;** Earnest Money: **Rs. 4,890.00;** Period of Completion : **10 Days;** Last Date & Time of receipt/opening of Tender (Online) : **10.02.2024 at 1 p.m./ 12.02.2024 at 1.30 p.m.**; The bid forms and other details are available from the websites **https://etender.wb.nic.in & https://wbtenders.gov.in**

The Director General (Bustee), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/EEBS/HQ/XI/111/23-24/329 (1st Call)
Name of the Work: **Development of bustee passage at different places of Atabagan slum area near H/O- Firoz Dhali in Ward No. 111, Borough-XI;** Estimate Amount (including GST & LWC) : **Rs. 2,92,079.42;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **60 Days**; Last date & time of submission of bid : **08.02.2024 upto 11 a.m.**; Bid opening date and time for technical proposals : **10.02.2024 at 11 a.m.**; The bid forms and other details for the tenders are available on and from **30.01.2024 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Dy.C.E.(M)/Sewer cleansing wing under S&D, KMC invites tender online quotation two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/S_D/SCD(S)/2023-2024/12
Name of the Work: **Fitting and fixing with major repairing of 2 nos. electrical pump sets (18.5 kw motor & SP6L pump) under M.S.C.D. (South);** Estimated Cost : **Not Applicable;** Earnest Money: **Rs. 3,500.00;** Period of Completion : **7 Days;** Last date & time of submission of bid : **08.02.2024 at 1.30 p.m.;** Bid opening date and time for technical proposals : **10.02.2024 at 2 p.m.**; The bid forms and other details will be available on and from **31.01.2024 at 9 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/BR.-VI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No.: KMC/VI/046/034/2023-2024/R
Name of the Work: **Repairs to paver block footpath at J.L. Nehru Road both side from Lenin Sarani to Park Street crossing and Chowringhee Place etc. in Ward No. 46;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,11,541.00;** Earnest Money: **Rs. 8,400.00;** Period of Completion : **50 Days;**
(2) NIT No.: KMC/VI/051/026/2023-2024/D
Name of the Work: **Restoration of paver block I.P. footpath & concrete passage disturbed by CESC and Water Supply Department at 22 Panchanan Tala Lane, 11A/1 Mahendra Sarkar Street, 23/3A Ramanath Kabiraj Lane, 36 I.M. Street, 42 G.B. Street and adjacent area in Ward No. 51;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,29,541.00;** Earnest Money: **Rs. 4,700.00;** Period of Completion : **45 Days;**
(3) NIT No.: KMC/VI/054/026/2023-2024/R/BUSTEE
Name of the Work: **Renovation of cement concrete passages at 2U, 2V, 2W, 2X, 2Y & 2Z, Cantopher Lane in Ward No. 54;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,85,637.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**
(4) NIT No.: KMC/VI/054/027/2023-2024/R/BUSTEE
Name of the Work: **Renovation of cement concrete passages at 1/1C, 1D, Ismail Street in Ward No. 54;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,70,932.00;** Earnest Money: **Rs. 9,500.00;** Period of Completion : **40 Days;** Last date & time of submission of bid : **06.02.2024 at 1 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4); Tender opened on : **08.02.2024 at 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from **13.01.2024 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 4)

The DG (S&D), KMC invites tender online item wise rate in two bid system for the following works :
(1) NIT No.: GRBU/PD/E10/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Complete repairing, servicing and overhauling of 2 (two) nos L T incomer panel ACBs and allied works at Joka DPS under GRBU(S&D);** Estimated Cost : **Rate to be quoted;** Earnest Money: **Rs. 6,500.00;** Period of Completion : **7 Days;**
(2) NIT No.: KMC/BDPS/KDPS/P20/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Urgent repairing and replacement of worn out components of 30 cusec capacity submersible pump unit no. A at Kalighat DPS under BDPS;** Estimated Cost : **Rate to be quoted;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **30 Days;** Last date & time of submission of Bid : **17.02.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1) & **12.02.2024 upto 2 p.m.** (for Sl. no. 2); The bid forms and other details are available on and from **08.02.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1) & **31.01.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 2); The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 1 & 2)

The Executive Engineer (MGPS & WPS) (Water Supply), KMC invites E-tender online in two bid system for the following works :
(1) NIT No.: KMC/WS/MGPS/17/2023-24
Name of the Work: **Periodical cleaning of five numbers strainers at suction bellmouth of the intake jetty at Mullick Ghat Pumping Station;** Estimated Amount : **Rs. 4,89,890.40;** Earnest Money: **Rs. 9,800.00;** Period of Completion : **365 Days;**
(2) NIT No.: KMC/WS/MGPS/18/2023-24
Name of the Work: **Cleaning sweeping and washing in plant area including jetty at Mullick Ghat Pumping Station;** Estimated Amount : **Rs. 2,13,045.36;** Earnest Money: **Rs. 4,300.00;** Period of Completion : **365 Days;** Last date & time of submission of Bid (Online) : **27.02.2024 upto 2 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2)

CORRIGENDUM
NIT No. KMC/EE-III/32/22/23-24 (1st Call) published in this Newspaper on 20.01.2024 **(Key No. 1305/23-24)** of **Engg (C) Br-III Deptt.** NIT No. of Sl. No. 2 will be read as **KMC/EE-III/032/22/23-24 (1st Call)** instead of KMC/EE-III/32/22/23-24 (1st Call). The Earnest Money will be read as **Rs. 4,800.00** instead of Rs. 5,000.00 other terms and condition remain unchanged.
1357/23-24

জলদস্যুদের হাত থেকে পাক নাবিকদের উদ্ধার করল ভারত

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মাছ ধরতে বেরিয়ে বিপাকে পড়লেন বেশ কয়েক জন পাক নাগরিক। সোমবার সোমালিয়া উপকূলের কাছে ছিলেন তাঁরা। সেই অবস্থায় তাঁদের মাছ ধরার ট্রলার ছিনতাই করে জলদস্যুরা। বিষয়টি নজরে আসতেই ছুটে যায় ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ সুমিত্রা। জলদস্যুদের হাত থেকে পাক নাবিকদের উদ্ধার করা হয়। এই নিয়ে, গত ৩৬ ঘণ্টায় দ্বিতীয় জলদস্যু বিরোধী অভিযানে সফল হল ভারতের যুদ্ধজাহাজটি। জানা গিয়েছে, কোচি উপকূল থেকে ৮০০ মাইল দূরে থাকা অবস্থায়, আরব সাগরে ছিনতাই হওয়া মাছ ধরার ট্রলারটি চোখে পড়ে ভারতীয় নৌবাহিনীর। নোবাহিনীর মেরিন কম্যান্ডোরা জলদস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। জলদস্যুদের সকলের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই জলদস্যুদের উৎপাত বেড়ে গিয়েছে। ভারত মহাসাগর অঞ্চলের একাধিক জায়গায় তাই ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ

মোতায়েন করা হয়েছে। তাতেই জলদস্যুদের বিরুদ্ধে সাফল্য পেল নৌবাহিনী।এর আগে, রবিবার রাতেও বিপদবার্তা পেয়ে ছুটে যায় সুমিত্রা। একটি মাছ ধরার জাহাজ থেকে বিপদবার্তা এসে পৌঁছেছিল। সেটিকেও জলদস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করা হয়। তার পরই সোমবার জলদস্যুদের হাত থেকে পাক নাবিকদের উদ্ধার করা হল। জানা গিয়েছে, ইরানের পতাকা লাগানো আল নইমি নামের একটি মাছ ধরার জাহাজ ছিনতাই করে জলদস্যুরা। জাহাজের ১৯ জন কর্মীকে পণবন্দি করে তারা, যাঁরা প্রত্যেকেই পাকিস্তানি নাগরিক। বিপদবার্তা পেয়েই আল নইমির উদ্দেশে রওনা দেয় ভারতের সুমিত্রা। জলদস্যুদের বাধ্য করা হয় পণবন্দি সকলকে ছেড়ে দিতে।

নৌবাহিনীর তরফে লিখিত বিবৃতি জারি করে বলা হয়, ২৯ এবং তার আগে ২৪ জানুয়ারি বিপদ বার্তা পেয়ে ছুটে যায় সুমিত্রা। জলদস্যুদেপর বাধ্য করা হয় পণবন্দি সকলকে ছেড়ে দিতে। তার পর আলো ফেলে, নিরাপদে পণবন্দী সকলকে উদ্ধার করা হয়। সকলে ঠিক আছেন কিনা খতিয়ে দেখা হয়। তল্লাশিও চালানো হয় ছিনতাই হওয়া জাহাজটিতে। সোমালিয়ার জলদস্যুরাই জাহাজটি ছিনতাই করে বলে জানানো হয়েছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর সামনে আত্মসমর্পণ করে জলদস্যুরা।

এর আগে, রবিবার যে অভিযানে সাফল্য পায় ভারতীয় নৌবাহিনী, সেক্ষেত্রেও ইরানের পতাকা লাগানো একটি ট্রলার ছিনতাই করে জলদস্যুরা। বিপদবার্তা পেয়ে ছুটে যায় সুমিত্রা। সেবারও সোমালি জলদস্যুরাই ট্রলার ছিনতাই করে। পণবন্দি করে ১৭ জনকে, যাঁরা প্রত্যেকেই ইরানের নাগরিক। তাঁদেরও নিরাপদে উদ্ধার করে ভারতীয় নৌবাহিনী। সুমিত্রা ভারতীয় নৌবাহিনীর নজরদারি চালানোর যুদ্ধজাহাজ। উপকূলের নিরাপত্তায় সেটিকে সোমালিয়ার পুবে এডেন উপসাগরে মোতায়েন করা হয়েছে। গত শনিবার ভারতীয় নৌবাহিবীর ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসকারী যুদ্ধজাহাজ বিশাখাপত্তনম একটি জাহাজকে ভস্মীভূত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

‘প্রতিশ্রুতি নয়, অভিযুক্তকে ধরাটা দায়বদ্ধতা’, শাহজাহান নিয়ে পুলিশকে বার্তা রাজ্যপালের

সৌরভ দত্ত, সন্দেশখালি, ৩০ জানুয়ারিঃ ২৫ দিন কেটে গেলেও এখনও অধরা সন্দেশখালি কাণ্ডের মাস্টার মাইন্ড শেখ শাহজাহান। আর এই ইস্যুতে ফের একবার মুখ খুললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ৩০ জানুয়ারি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে বারাকপুর গান্ধীঘাটে গান্ধী মূর্তি পাদদেশে মাল্যদান করে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বলেন আইন আইনের পথে চলছে। তাকে ধরতে অভিযান চলছে। নিয়ম মেনেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শীঘ্রই ধরা হবে। একজন দোষীকে নিশ্চয়ই আইনের আওতায় আনা হবে। তাড়াহুড়োর কোন ব্যাপার নেই। একজন অভিযুক্তকে ধরাটা কোন প্রমিস নয়, এটা একটা কমিটমেন্ট। আপনারা ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করুন। গত শনিবার নরেন্দ্রপুরের বলরামপুর মন্মথনাথ বিদ্যামন্দির স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকার উপর চড়াও, তাণ্ডব ভাঙচুরের ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙ্গুল ওঠে।

সেই ঘটনায় অভিযুক্তদের কাউকে গ্রেফকার না করা প্রসঙ্গে নিয়েও এদিন মুখ খোলেন রাজ্যপাল। বোস বলেন আমরা বিষয়টির দিকে খেয়াল রাখব। তদন্তকারী কর্মকর্তারা তদন্ত করছেন, একটু সময় দিতে হবে, নিশ্চই পদক্ষেপ নেয়া হবে। যদি তারা কোন পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয় তবে আমি যথাযথ নিয়ম মেনেই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করব। গান্ধীজির মৃত্যু বার্ষিকীতে এজিন বারাকপুরের গান্ধীঘাটের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং, সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, জেলাশাসক শরদ দ্বিবেদী, বারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া প্রমুখ। এদিন সর্বধর্ম প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। এরপর রাজ্যপাল সাংবাদিদের মুখোমুখি হয়ে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি বলেন ভগবান যেন সকলকে সুবুদ্ধি দেন। সন্দেশখালির তৃণমূল নেতাকে নিয়ে আগেও বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সোমবার দুপুরে বালিগঞ্জ আর্মি পাবলিক স্কুলে পরীক্ষা পে চার্চা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান বলেন, শাহজাহান গ্রেফতার হবেই, এটা শুধু কথা নয়, দায়বদ্ধতা। কিন্তু সব কিছু তাড়াহুড়ো করে হয় না। সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

সে কথাও উল্লেখ করেন সিভি আনন্দ বোস। তাঁর কথায়, দুনিয়াতে সব ধীরে ধীরে হয়। ইডি শেখ শাহজাহানকে সমন করেছে। আমার কাছে এসেছিল, তৈরি থাকতে বলেছি। আইন অনুযায়ী গ্রেফতার হবেই। এখানে রাজ্যপালের সন্তুষ্টির কোনও বিষয় নেই, আইনরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এদিনও রাজ্যপালের মুখে শাহজানকে নিয়ে প্রায় একই কথা শোনা গেল।

বাংলা থেকে রাজ্যসভায় দ্বিতীয় আসনে জয় নিশ্চিত, ‘চমক’ দিতে প্রস্তুত বিজেপি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ চলতি বছরের আগামী মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্যসভার ভোট। বাংলায় মোট পাঁচটি আসনে ভোট হবে। বিধায়কের সংখ্যার বিচারে তার মধ্যে একটিতে বিজেপির জয় নিশ্চিত। কিন্তু কে হবেন সেই ‘ভাগ্যবান’ অথবা ‘ভাগ্যবতী’? নির্বাচন কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করতেই জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে পদ্মশিবিরে। অবশ্য কেউ এখনই এ নিয়ে মুখ খুলতে রাজি নন। কারণ, শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তবে জল্পনা থেমে নেই। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলার পাঁচটি রাজ্যসভা আসনে ভোট। কমিশন জানিয়েছে, দেশের ১৫টি রাজ্যে ৫৬টি রাজ্যসভা আসনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৫ ফেব্রুয়ারি। গত বছর জুলাই মাসে ছ’টি আসনে রাজ্যসভা নির্বাচন হয়েছিল। তখন বিজেপি ‘চমক’ দেখিয়েছিল প্রার্থীঘোষণাতেও। একেবারে শেষ মুহূর্তে দল জানায়, রাজবংশী সম্প্রদায়ের অনন্ত রায়কে প্রার্থী করা হচ্ছে। যিনি নিজেকে রাজবংশীদের ‘মহারাজা’ বলেও দাবি করেন। একই ভাবে এ বারেও একটি আসনে জয় নিশ্চিত হওয়ায় সেখানেও ‘চমক’ দিতে চাইছে বিজেপি।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিক নামের মধ্যে রাজ্যসভার প্রার্থী হিসাবে সম্ভাবনায় এগিয়ে রয়েছেন এক শিল্পী। সূত্রের খবর, রাজ্য নেতৃত্বের বড় অংশ তাঁকে চান। নির্বাচনী রাজনীতিতে তাঁকে এর আগে দেখা গেলেও আসলে তিনি কীর্তন, বাউল ও অন্যান্য ভক্তিমূলক সঙ্গীতশিল্পীদের সংগঠন নেতা। নাম সিদ্ধার্থশঙ্কর নস্কর। তিনি অবশ্য এর আগে দু’বার ভোটে দাঁড়িয়ে হেরে গিয়েছেন।রাজ্য বিজেপিতে অবশ্য একটি নাম নিয়েই জল্পনা শুরু হয়নি। রাজ্যের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামও রয়েছে দৌড়ে। পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচন পরিচালনার মূল দায়িত্ব তাঁকেই দিয়েছে দল। তার থেকে অনেকের ধারণা, আদতে বীরভূমের বাসিন্দা জগন্নাথকে লোকসভায় প্রার্থী না-ও করতে পারে দল। কারণ, তিনি নিজের কেন্দ্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলে সমস্যা হবে। সে ক্ষেত্রে তাঁকে লোকসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্যসভায় পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে। রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কথায়, ‘‘এটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত। দিল্লি থেকেই নাম ঘোষণা হবে। শুধু বাংলা নয়, অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রেও এটাই বিজেপির রীতি।’’ বাংলার নেতাদের মতামত নেওয়া হবে কি? সুকান্ত বলেন, ‘‘সেটা হতেই পারে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন শীর্ষ নেতৃত্বই।’’ রাজ্য নেতৃত্ব বলতে না চাইলেও বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে নাম চাওয়া হয়েছে। রাজ্যের শীর্ষনেতারা পাঁচটি নাম ঠিকও করে ফেলেছেন। তবে কারা তাঁরা, তা নিয়ে কেউ মুখ খুলতে রাজি হচ্ছেন না। রাজ্য বিজেপি চাইছে ‘বিখ্যাত’ ব্যক্তি হওয়ার পাশাপাশি ‘রাজনৈতিক’ প্রতিষ্ঠাও রয়েছে এমন কাউকেই রাজ্যসভায় পাঠানো হোক। আগামিদিনে রাজ্যে সাংগঠনিক কাজে লাগবে, এমন কাউকে ওই নিশ্চিত আসনটিতে প্রার্থী করা হোক।রাজ্যসভার ভোটে গত বারে জল্পনায় উঠে এসেছিল মিঠুন চক্রবর্তীর নাম। তিনি আগে তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভায় ছিলেন।

ধৃত দুই বাংলাদেশী যুবক

সুতিঃ ৩৪৬ বোতল ফেনসিডিল এবং ১২ বোতল বিলেতি মদ সহ দুই বাংলাদেশি যুবককে গ্রেফতার করলো বিএসএফ। সোমবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের সুতির চাঁদনীচক এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ১১৫ নম্বর ব্যাটালিয়ান এর জওয়ানরা।

দার্জিলিং জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারিঃ এদিন শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের চলো পাল্টাই মিছিল। শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে এই মিছিল শুরু হয়। এদিন দুপুরে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ, এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা নেতৃত্ব মহিলা কর্মীরা।

শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে এই মিছিল শুরু হয়, হিলকার্ড রোডে গিয়ে শেষ হয়। মহিলা তৃণমূল কর্মীরা দলীয় পতাকা ও হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে উক্ত মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। এদিন এই মিছিলে প্রচুর মহিলা তৃণমূল কর্মীদের লক্ষ্য করা যায়।

শিলচর ও শিয়ালদহের মধ্যে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেসের নতুন স্টপেজ বিহাড়া স্টেশনে

মালিগাঁও, ৩০ জানুয়ারি ঃ রেল যাত্রীদের সুবিধা প্রদানের একটি পদক্ষেপ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিংডিভিশনের অন্তর্গত বিহাড়া স্টেশনে ১৩১৭৬১৩১৭৫ নং. (শিলচর-শিয়ালদহ-শিলচর) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেসের দুই মিনিট স্টপেজ প্রদান হয়েছে।

২৯ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে বিহাড়া স্টেশনে কাঞ্চন জংঘা এক্সপ্রেসের নতুন স্টপেজের সূচনা করেন শিলচরের মাননীয় লোকসভা সাংসদ ডাঃরাজদ্বীপ রায়। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিভিশনের বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকরা এবংঅন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এখন থেকে ট্রেন নং. ১৩১৭৬ (শিলচর-শিয়ালদহ) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস শিলচর থেকে বিহাড়া স্টেশনে একই

দিনের ১৩.২৫ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ১৩.২৭ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। ১৩১৭৫ নং (শিয়ালদহ-শিলচর) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস ট্রেনটি শিয়ালদহ থেকে যাত্রা শুরু করে পরের দিন ১২.০০ ঘণ্টায় বিহাড়া স্টেশনে পৌঁছবে এবং ১২.০২ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে।

এই নতুন স্টপেজটি স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবিপূরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ট্রেনটির স্টপেজ ও সময় সূচির বিশদবিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট এবং এনটিইএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে রসোসিয়াল মিডিয়াপ্ল্যাটফর্মে ও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণ গুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বাজেয়াপ্ত, ফোন অফ, বেপাত্তা সোরেন মসনদে তবে কে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ খোঁজ নেই ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের। দিল্লির বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযানের আগেই গা ঢাকা দিয়েছেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো। সোমবার থেকে তল্লাশি চালিয়ে তাঁর বিএমডব্লু গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে

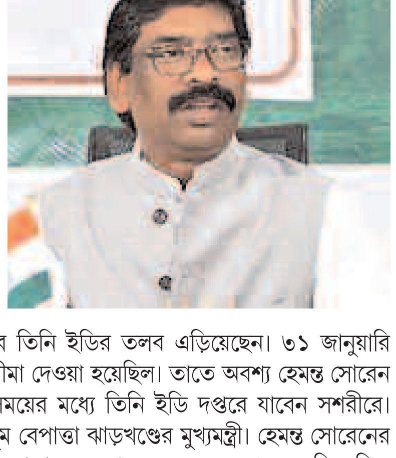

ইডি। এর আগে ৯ বার তিনি ইডির তলব এড়িয়েছেন। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে চূড়ান্ত সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। তাতে অবশ্য হেমন্ত সোরেন জানিয়েছিলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি ইডি দপ্তরে যাবেন সশরীরে। কিন্তু তার আগেই বেমালুম বেপাত্তা ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। হেমন্ত সোরেনের অন্তর্ধান রহস্যে যথারীতি ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে বিজেপি। তাদের দাবি, মাঝরাতে পায়ে চটি গলিয়ে, চাদরে মুখ ঢেকেই পালিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। সোশাল মিডিয়া পোস্টে সে রাজ্যের বিজেপি নেতা বাবুলাল মারান্ডির দাবি, শুধু হেমন্ত সোরেনই নন, তাঁর বিশেষ নিরাপত্তারক্ষী অজয় সিংও বেপাত্তা। তাঁদের মোবাইল ফোন সুইচড অফ। দিল্লি পুলিশ ও ইডি দপ্তরের আধিকারিকরা তাঁর খোঁজ পেতে মরিয়া। চলছে জোরদার তল্লাশি। ইডি সূত্রে খবর, দিল্লি বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোরেনের চার্টার্ড প্লেন। ওঅ বিমানেই রাঁচি থেকে দিল্লি এসেছিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ফোনও নাকি বন্ধ রয়েছে। বেপাত্তা সোরেনের খোঁজ পেতে দিল্লি বিমানবন্দরকে সতর্ক করেছে ইডি। এসবের মাঝে জোর জল্পনা, আর্থিক দুর্নীতি ও জালিয়াতি মামলায় ইডির ফাঁদে বড়সড় বিপদে পড়তে চলেছেন জেএমএম সুপ্রিমো হেমন্ত সোরেন। আর তা বুঝেই নিজের স্ত্রী কল্পনা সোরেনকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসানোর পরিকল্পনা করছেন। সেক্ষেত্রে নিজে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যাবেন। তবে এই মুহূর্তে তাঁর অবস্থান অর্থাৎ কোথায় গা ঢাকা দিয়েছেন হেমন্ত সোরেন, তা ভাবাচ্ছে ইডিকে।

ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা মালদায় জুড়ে দিলো কংগ্রেস সিপিএমকে

লাল পতাকায় রাহুলকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি জেলা সিপিএমের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জানুয়ারিঃ লাল পতাকায় রাহুলকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত জেলা সিপিএম।মালদায় রাহুলের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতাকর্মীদের সঙ্গে লাল পতাকা নিয়ে হাটবেন সিপিএম নেতা কর্মীরা। রাহুলের কর্মসূচিকে সফল করতে তৎপর মালদা জেলা সিপিএম।তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তেই কংগ্রেসের কাছাকাছি বামেরা।আরো জোড়ালো হচ্ছে লোকসভায় বাম কংগ্রেস জোটের সম্ভাবনা।যা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে মালদা জেলা রাজনৈতিক মহলে। জেলা সিপিএম সূত্রে জানা গেছে রাজ্যের নির্দেশানুযায়ী সিপিএম নেতাকর্মীরা রাহুলকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত থাকবেন হরিশ্চন্দ্রপুর থেকেই।লাল পতাকা নিয়ে তারা হাঁটবেন ভারত জোড়ো যাত্রায়।বাস ছাড়াও রতুয়া স্ট্যান্ড থেকে ব্লক মোড় পর্যন্ত এবং বাহারাল স্টেডিয়াম থেকে পেট্রল পাম্প পর্যন্ত পায়ে হাঁটবেন রাহুল।সেখানেই চারিধারে থাকবে লাল পতাকা।জেলায় রাহুলের সঙ্গে প্রথম থেকেই থাকবেন রাজ্য সিপিএমের মুখপাত্র শতরূপ ঘোষ,সিপিএমের জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র, রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস প্রমুখ।ইংরেজবাজার মোড়ে সভাতেও ভালো সংখ্যায় উপস্থিত থাকবেন সিপিএম কর্মীরা।সিপিএম নেতৃত্বের মতে দেশে সাম্প্রদায়িক বিজেপি এবং রাজ্যে লুটেরা তৃণমূলকে রুখতে কংগ্রেস সহ অন্যান্য যে কোন দলের সঙ্গে সিপিএম আছে।রাহুল গান্ধীর এই যাত্রাকে তারা সমর্থন জানান।তাই তারা উপস্থিত থাকবেন।নির্বাচনী জোট কি হবে সেটা পরবর্তী ব্যাপার। ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোট থেকে রাজ্যে পাশাপাশি পথচলা শুরু করে কংগ্রেস ও বামেরা।তবে মালদায় বারবার জোট নিয়ে সমস্যা হয়েছে এই দুই দলের মধ্যে।গত পঞ্চায়েতেও সর্বস্তরে সঠিকভাবে জোট হয়নি।সেক্ষেত্র মনে করা হচ্ছে রাহুলের ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা মালদায় জুড়ে দিচ্ছে কংগ্রেস সিপিএমকে।কিছুদিন আগেই জেলা কংগ্রেস সভাপতি আবু হাসেন খান চৌধুরীর মন্তব্যে কংগ্রেস তৃণমূল জোট নিয়ে জল্পনা তৈরি হয় জেলায়।সে সময় বামেরা জানায় তৃণমূলের সঙ্গে যারা থাকবে তাদের সঙ্গে কোন ভাবেই নেই সিপিএম। তবে রাহুলের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বারবার জেলা তৃণমূল নেতৃত্বে কটাক্ষ করেছে কংগ্রেসকে।যা নিয়ে দূরত্ব বেড়েছে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের।তারপরে রাহুলের যাত্রার আগে কংগ্রেসের কাছে সিপিএম। সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস এই প্রসঙ্গে বলেন, নির্বাচনে জোট হবে কিনা সেটা পরে বলা যাবে। তবে বিজেপি এবং তৃণমূলকে রুখতে আমরা এই ন্যায় যাত্রার সঙ্গে আছি।জেলা সিপিএমের সম্পাদক অম্বর মিত্রের বক্তব্য, আমরা রাহুল গান্ধীর এই যাত্রাকে অভিবাদন জানাবো। নিজেরাও উপস্থিত থাকবো। সংবিধান রক্ষা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য আমরা এই যাত্রাকে সমর্থন জানায়।

Name Change

I SRABANI CHAKRABORTY, W/O DEBASISH CHAKRABARTY, R/O FLAT 9L B1, GREEN WOOD NOOK, 369/2, PURBACHAL KALITALA MAIN ROAD, PS GARFA, KOLKATA -700078, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SRABANI CHAKRABARTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2024, THAT SRABANI CHAKRABARTY AND SRABANI CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MUHAMMED DASTAGIR, C/O LATE NISAR AHMED, R/O 30, DHARMATALA ROAD,PS BUDGE BUDGE, SOUTH24PARGANAS,PIN-700137, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED DASTAGIR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2024, THAT MUHAMMED DASTAGIR AND MOHAMMED DASTAGIR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Diptadip Biswas (old name) S/O Dulal Chandra Biswas, Residing at NPA-351 Nazrul Pally, P.O.- Krishnapur, P.S.- Electronics Complex, Bidhannagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700102, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Diptodeep Biswas (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/01/2024. Diptodeep Biswas (new name) and Diptadip Biswas (old name) both are same identical person.

Name Change

I DEBASISH CHAKRABORTY, S/O SANTOSH KUMAR CHAKRABARTY, R/O FLAT 9L B1, GREEN WOOD NOOK, 369/2, PURBACHAL KALITALA MAIN ROAD, PS GARFA, KOLKATA -700078, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBASISH CHAKRABARTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2024, THAT DEBASISH CHAKRABORTY AND DEBASISH CHAKRABARTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AVIK KUMAR MUKHERJEE, C/O LATE ABANI KUMAR MUKHERJEE, R/O FB 4, MEENA FORTUNA, GHUNI , NEW TOWN, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700156, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AVIK MUKHERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2024, THAT AVIK KUMAR MUKHERJEE AND AVIK MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Azharuddin (old name) S/O Md Hussain, Residing at 18/2, Topsia 2nd Lane, P.O. & P.S.- Tiljala, Kolkata-700039, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Azharuddin (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 30/09/2023. Md Azharuddin (new name) and Azharuddin (old name) both are same identical person.

Name Change

I SHAHNAWAZ LJAM, S/O MD. ISMAIL KHAN, R/O 28, JHEEL ROAD, C.E.S.C. CAMP, PS COSSIPORE, KOLKATA -700002, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAHNAWAZ KHAN , VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2024, THAT SHAHNAWAZ LJAM AND SHAHNAWAZ KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I , MOHAMMAD ANWAR HUSAIN S/O - ASGAR HUSSAIN resident Of Vill- Masagram Station Bazar, Math Para, P.O.- Masagram, P.S.- Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713401, shall henceforth be known as ‘ANWAR HUSSAIN’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 30/01/2024, MOHAMMAD ANWAR HUSAIN and ANWAR HUSSAIN both are same and one identical person.

Name Change

I, Nawab Mallick (old name) S/O Asghar Ali, Residing at 4/1/H/18, Bhukailash Road, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nawab Mullick (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/01/2024. Nawab Mullick (new name) and Nawab Mallick (old name) both are same identical person.

Name Change

I AUGUSTINE PATRA, S/O LATE SURESH PATRA, R/O MAGURKHALI, NEPALGANJ, PS BISHNUPUR, DIAMOND HARBOUR, PIN-700103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOBINDA PATRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2024, THAT AUGUSTINE PATRA AND GOBINDA PATRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Yasoda Pydi W/o Lakshmana Rao Pydi R/o Flat No 3A, Udayachal House No. 325, Jodhpur Park, Kolkata- 700068, W.B., India shall henceforth be known as Yasodara Satya Kumari Pydi.I declare that Yasodara Satya Kumari Pydi and Yasoda Pydi is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 30-01-2024.

Name Change

I MD BOZLUR RAHAMAN MONDAL & BOZLUR RAHAMAN MONDAL,SON OF ATEHAR MONDAL, RESIDING AT KUSBARIA,PO-BARBARIA,DHANTALA,NADIA-741501,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BAJLU MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/202 4.THAT MD BOZLUR RAHAMAN MONDAL & BOZLUR RAHAMAN MONDAL AND BAJLU MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I FIRADAUS SHAHI, W/O SHAHNAWAZ KHAN, R/O 28, JHEEL ROAD, C.E.S.C. CAMP, PS COSSIPORE, KOLKATA -700002, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FIRDOUS SHAHI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2024, THAT FIRADAUS SHAHI AND FIRDOUS SHAHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Md Azad S/o Md Ishak Anshari R/o Jamuria near Old Petrol Pump Jamuria, Pin- 713336, Dist- Paschim Bardhaman, West Bengal shall henceforth be known as Md Azad Ansari. I declare that Md Azad Ansari and Md Azad is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 30-01-2024.

Name Change

I HAPIJUL SARDAR, S/O MAJID SARDAR, R/O PASCHIMGAZI MOLLA , SARDAR O LASKAR PARA, GOKARNEE, MOGR AHAT, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743355, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAFIJUL SARDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2024, THAT HAFIJUL SARDAR AND HAPIJUL SARDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SRABANI CHAKRABARTY,W/O DEBASISH CHAKRABARTY, R/O FLAT 9L B1, GREEN WOOD NOOK, 369/2, PURBACHAL KALITALA MAIN ROAD, PS GARFA, KOLKATA -700078, WEST BENGAL, THAT MY MINOR DAUGHTER KOEL CHAKRABORTY SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KOEL CHAKRABARTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2024, THAT KOEL CHAKRABORTY AND KOEL CHAKRABARTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Abul Hassin Sk S/o Lujjum Sk R/o Ghughudanga, Nandai, P.O. - Nandai, Kalna, Barddhaman, Pin-713405, W.B., India shall henceforth be known as Abul Hasan Sk. I Abul Hasan Sk and Abul Hassin is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 30-01-2024.

Name Change

I , MD MOMIN MOLLA , S/o Sahar Ali Molla resident of vill. - Matnia, P. O.- Paschim Madhyampur, P. S.- Basirhat, Dist. - North 24 Parganas, W. B.- 743429 , shall henceforth be known as 'MAMIN MOLLA' vide an affidavit sworn before the Notary Public at Basirhat , North 24 Parganas on 25. 01. 2024.

Name Change

I MD HAROON KHAN, S/O HAKIM KHAN , R/O 1, PILKHANA 3RD LANE, PS GOLABARI, HOWRAH -711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD. HARUN KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2024, THAT MD HAROON KHAN AND MD. HARUN KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Previously Called SANDEEP KUMAR GUPTA (old name) s/o,Chhedi Shaw(Previously Called) Chhedi Sah R/o,20/17, S.N.Roy Road, P.S.BEHALA, Kolkata - 700038. Have Changed My Name as SANDEEP KUMAR SHAW(new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on-29/01/2024. Therefore SANDEEP KUMAR GUPTA and SANDEEP KUMAR SHAW are same identical persons.and CHHEDI SAH and CHHEDI SHAW are same identical persons.

Name Change

I TABSSOOM KHATOON,WIFE OF JAMIL AHMED, RESIDING AT 85D TOPSIA ROAD, KOLKATA-700039,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TABASSUM KHATOON VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2024.THAT TABSSOOM KHATOON AND TABASSUM KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SK KHAYRUL ANAM, S/O SK MAHAMMAD, R/O VILL KHAJURI, PO BURIKHALI, HOWRAH RURAL, PIN-711310, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK KHAYARUL ANAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2024, THAT SK KHAYRUL ANAM AND SK KHAYARUL ANAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Previously Called MOHAMMED MOQUEEM (old name) Late Abdur Rahman R/o, 92/A, Madan Mohan Burman Street, P.S.Jorasanko, Kolkata -700007.Have Changed My Name as MD.MOQUIM (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on-29/01/2024. Therefore MOHAMMED MOQUEEM and MD.MOQUIM are same identical persons.

নাম পরিবর্তন

আমি সুভাষ বিশ্বাস (Suvash Biswas)(old name) পিতা সুধীর বিশ্বাস ঠিকানা কামলাবাস, পোস্টঅফিসঃ সিন্দ্রানী, পুলিশস্টেশনঃ বাগদা, বনগাঁ ৭৪৩ ২৯৭, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক কলকাতা আলিপুর কোর্ট এর দ্বারা সুভাষ বিশ্বাস (Subhash Biswas)(new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 61 dated 30012024ú সুভাষ বিশ্বাস (Suvash Biswas)(old name) এবং সুভাষ বিশ্বাস (Subhash Biswas)(new name) একই ব্যাক্তি।

Name Change

I PRAKASH KHAITAN, S/O MANNA LAL KHAITAN, R/O P-82, BANGUR AVENUE, BLOCK C, PO BANGUR AVENUE, PS LAKE TOWN, BIDHANNAGAR, PIN-700055, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAKASH KUMAR KHAITAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2024, THAT PRAKASH KHAITAN AND PRAKASH KUMAR KHAITAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Previously Called AKHTAR ALI (old name) s/o, Abdul Wahid R/o, 10/2H/23, Kabitirtha Sarani, P.S.Watgunge, Kolkata - 700023.Have Changed My Name as AKTAR ALI (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on-29/01/2024. Therefore AKHTAR ALI and AKTAR ALI are same identical persons.

নাম পরিবর্তন

আমি, Shouvik Adhikary (পুরাতন নাম) পিতা Sanat Adhikary, ঠিকানা- 502B, Ashutosh Mukherjee Road, P.O. & P.S.- Budge Budge, Diamond Harbour, Dist- South 24 Pgs, Pin-700137, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 30.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Souvik Adhikary (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Souvik Adhikary (নতুন নাম) এবং Shouvik Adhikary (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SANJAY KUMAR CHAMRIA,SON OF BANWARILAL CHAMRIA, RESIDING AT 22/1 BELVEDERE ROAD,ALIPORE,KOLKATA-700027,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY CHAMRIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2024.THAT SANJAY KUMAR CHAMRIA AND SANJAY CHAMRIA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

|, RAJANI KUMARI / RAJANI LAL KUMARI (OLD NAME), W/O. RAKESH KUMAR,R/O. LIC OFFICER QUARTER, BLOCK-M, FLAT-4, NEW ALIPORE, KOLKATA-700053,WEST BENGAL, INDIA. HAVE CHANGED MY NAME TO (SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS)RAJANI KUMARI LAL (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14.12.2023.

নাম পরিবর্তন

আমি, Rituparna Bose (পুরাতন নাম) স্বামী Sujay Pratim Bose, ঠিকানা-366 Dr. Meghnad Saha Road, P.O.- Motijheel, P.S.- Dum dum, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700074, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক,Dated 30.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rituparna Ghosh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rituparna Ghosh (নতুন নাম) এবং Rituparna Bose (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I,SUDHIR GARODIA,SON OF LATE SHANKAR LAL GARODIA, RESIDING AT SILVER SPRING BLOCK - 2,FLAT-2C,5 J.B.S HALDEN AVENUE,KOLKATA-700105,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUDHIR KUMAR GARODIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT SEALDAH COURT,KOLKATA ON 30/01/2024.THAT SUDHIR GARODIA AND SUDHIR KUMAR GARODIA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOHAMMAD MURTAZA S/O. LATE MOHSIN MULLICK, R/O. DREAM HEIGHT APARTMENT, ANDUL ROAD, 59 BUS STAND, BAKULTALA, HOWRAH-711109, WEST BENGAL, INDIA. DO HEREBY DECLARE THAT MY DEAD FATHER(10.06.2002) CORRECT NAME IS MOHSIN MULLICK WHICH IS RECORDED IN MY PAN CARD & ADHAR CARD BUT DUE TO SOME MISTAKE MY FATHER'S NAME HAS BEEN RECORDED OTHER DOCUMENTS M. Mohsin/Md Mohasim/Md. Mohsin. THAT Mallik Muhasinf M. Muhasin/MOHSIN MULLICK & Mallik Muhasin/M. Muhasin/ M. Mohsin/Md Mohasim/Md. Mohsin IDENTICALLY REFER TO MY FATHER IS ONE & SAME IDENTICAL PERSON NOT ARE DEFFERENT PERSON. AFFIDAVIT SWORN BEFORE-THE NOTARY PUBLIC, KOLKATA ON 29.01.2024.

নাম পরিবর্তন

আমি দীপশিখা গুইন (old name) পিতা শঙ্কর কুমার মজুমদার ঠিকানা মজুমদার ভবন, পি এইচ ই ওয়াটার সাপ্লাই অফিস, শক্তিগ।, ওয়ার্ড ৩১, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ৭৩৪ ০০৫, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক কলকাতা আলিপুর কোর্ট এর দ্বারা দীপশিখা মজুমদার (new office) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 116 dated 30.01.2024ú দীপশিখা গুইন (old name) এবং দীপশিখা মজুমদার (new name) একই ব্যক্তি।

Name Change

I ANUP SAMANTA,SON OF ATUL CHANDRA SAMANTA, RESIDING AT THEKUACHAK,PO-KUMARCHAK,EAST MEDINIPUR-721652,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANUP KUMAR SAMANTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2024.THAT ANUP SAMANTA AND ANUP KUMAR SAMANTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Sahil Singh S/o Jaspal Singh Anand Resident at 11, Dacres Lane, Kolkata-700069 West Bengal would henceforth be known as SAHIL SINGH ANAND, on dated 29.01.2024 by the affidavit sworn before the 1st Class Magistrate, Alipore.

গান্ধীজীর অজানা কাহিনী

বিশ্ব জুড়ে মহাত্মা এবং বাপু নামে পরিচিত

কৌশিক দাস ঃ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশকে অহিংসার পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি গোটা ভারতে এবং বিশ্ব জুড়ে মহাত্মা এবং বাপু নামে পরিচিত। ভারত সরকার তাঁকে ভারতের 'জাতির জনক' হিসেবেও ঘোষণা করে। ২০০৭ সালের ১৫ই জুন জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ২রা অক্টোবর-কে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, যাঁকে

আমরা এক নামে মহাত্মা গান্ধি বা গান্ধিজী নামেই চিনি। তিনি ছিলেন ভারতীয় রাজনীতিবিদ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন এবং প্রভাবশালী নেতা। এই বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর ১৫৫ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হবে। এইদিনে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভারতে 'গান্ধী জয়ন্তী' হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় ছুটির দিন পালিত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসার পর মহাত্মা গান্ধী সমগ্র ভারতব্যাপী দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারী স্বাধীনতা, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা,বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ, জাতির অর্থনৈতিক সচ্ছলতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার শুরু করেন। কিন্তু এর সবগুলোই ছিল স্বরাজ অর্থাৎ ভারতকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। মহাত্মা গান্ধী সমস্ত পরিস্থিতিতেই অহিংস মতবাদ এবং সত্যের ব্যাপারে অটল থেকেছেন। তিনি সাধারণ জীবনযাপন করতেন এবং একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেটি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার নিজের পরিধেয় কাপড় ছিল ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় ধুতি এবং শাল যা তিনি নিজেই চরকায় বুনতেন। তিনি সাধারণ নিরামিষ খাবার খেতেন। শেষ জীবনে ফলমুলই বেশি খেতেন। আত্মশুদ্ধি এবং প্রতিবাদের কারণে দীর্ঘ সময়ের জন্য উপবাস থাকতেন।

১৮৮৩ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে গান্ধী জির বিয়ে হয় কস্তুরবা কাপাডিয়ার সঙ্গে। কস্তুরবা তখন ১৪। গান্ধী তাঁর জীবনীতে লিখেছিলেন, ওই বয়সে বিয়ে বলতে বুঝেছিলেন, নতুন জামা কাপড়, প্রচুর মিষ্টি, আর বাড়ি ভর্তি আত্মীয়স্বজন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। বাপু জি থেকে মহাত্মা হয়ে ওঠার পথটা খুব মসৃণ ছিল না মোহনদাসের। আজও জাতির জনককে নিয়ে কত মিথ লোকের মুখে মুখে। তার কিছুটা সত্যি, কিছু আবার অতিরঞ্জিতও। গান্ধীর রাজনৈতিক জীবন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যোগ নিয়ে কত আলোচনা, অথচ অনেকেই জানিনা, রুশ ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয় ছিলেন গান্ধীর বন্ধু স্থানীয়। ওয়ার অ্যান্ড পিস-এর লেখকের অহিংস আন্দোলনের আদর্শও উদ্বুদ্ধ করেছিল মহাত্মাকে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বাপুজি একাধিক বার টলস্টয়কে চিঠি লিখে তাঁর পরামর্শ চাইতেন। ১৯৩৭ এবং ১৯৪৭ সালে দু'বার নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েও নোবেল পাননি মহাত্মা। দু'বারই নোবেল কমিটি, তার কারণ হিসেবে, গান্ধীর জাতীয়তাবাদের আদর্শ পুরোপুরি অহিংস নয়, এমন ব্যাখ্যা দেয়। ১৯৪৮ সালে গান্ধীকে হত্যা করা হয়। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, সে বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়নি কাউকেই। গান্ধীজীকে নিয়ে বহু লেখা হয়েছে। তাকে নিয়ে অন্য রকম লেখা পাই রামচন্দ্র গুহর লেখায়। রাজনৈতিক জীবনের কচকচি নয় বরং গান্ধীর জীবনের প্রেম-ভালোবাসা-ব্রহ্মচর্য নিয়ে আলোচনা উঠে এসেছে রামচন্দ্র গুহ-র কলমে। তাঁর লেখায় রয়েছে নিজের পৌত্রী মনুর সঙ্গে অসংলগ্ন অবস্থায় রাত্রিবাসের মত স্পর্শকাতর প্রসঙ্গও। এর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে সরলা দেবী চৌধুরানী ও এই মহিয়সী নারীর সঙ্গে গান্ধীর এক অসাধারণ সম্পর্কের কথা। কে এই সরলা দেবী চৌধুরানী? তিনি আসলে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সদস্যা, রবীন্দ্রনাথের বোনের মেয়ে। সরলা দেবী ছিলেন একজন কবি এবং গানের গলাও ছিল অসাধারণ। খুব কম বয়স থেকেই জাতীয়তাবাদী সমাবেশে গান গাওয়ার ডাক পড়তো তাঁর। গান্ধীও তাঁর গান শুনেছিলেন। ভালো লাগার শুরু কি তখন থেকেই? ১৯১৯ সালে লাহোর যান গান্ধী। সরলা দেবী ততদিনে বিবাহিত এবং লাহোর-নিবাসী। গান্ধী যখন লাহোর গিয়েছিলেন, সরলা দেবীর স্বামী তখন জেলে। গান্ধীর সঙ্গে সরলা দেবীর দেখা হয় এবং ব্যাপারটা তখনকার সমাজের নিরীখে একটু দৃষ্টিকটু হলেও সরলা দেবীর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য এই নিয়ে বিশেষ বিতর্ক হয়নি। সরলা দেবী তৎকালীন সমাজের তুলনায় যথেষ্ট উদারমনস্ক ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্না ছিলেন। জীবনের পরবর্তী পর্বে, স্বামীর মৃত্যুর পরে অন্য এক বিপত্নীকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনেও আবদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। গান্ধীর সঙ্গে যখন তাঁর মানসিক ঘনিষ্ঠতার শুরু, তখন গান্ধী নিজেও বিবাহিত। কিন্তু এই কোনও কিছুই তাঁদের 'প্লেটোনিক লাভ'-এর পথে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারেনি। 'লাভ' এ কারণেই, কারণ এ কথা স্পষ্ট যে এই সম্পর্ক কেবলমাত্র মানসিকই ছিল, কখনওই শরীরের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়নি। গান্ধী লাহোর থেকে গুজরাটে ফিরে আসার পরে তাদের যোগাযোগ থেকে গিয়েছিল চিঠির মারফত। দু'জনেই দু'জনকে চিঠি লিখতেন। এমনকী, গান্ধী একবার চিঠির উত্তর দেননি বলে অনুযোগও করেছিলেন সরলা দেবী। 'আমার কান্নার খবর জানে কেবলমাত্র স্নানঘরের দেওয়াল'- এমনটাও লিখেছিলেন সরলা দেবী।

প্রয়ান দিবসে পৌরসভায় অবহেলিত রয়ে গেলেন জাতির জনক!

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ জানুয়ারীঃ দেশজুড়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে পালিত হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর প্রয়ান দিবস। সেই জায়গায় বর্ধমান শহরে অবহেলিত জাতির জনক। বর্ধমান পৌরসভায় থাকা মহাত্মা গান্ধীর পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে পরল না কোন ফুল,মালা। পৌরসভায় সকাল থেকে দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজকর্ম চললেও, মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে ফুল,মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর কোন উদ্যোগ দেখা গেল না বর্ধমান পৌরসভার পক্ষ থেকে। প্রতিবছর ২ অক্টোবর বেশ ধূমধামের সাথেই পালিত হয় গান্ধীজীর জন্মদিবস, তাঁর মূর্তিতে কিম্বা প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। কিন্তু তাঁর প্রয়াণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানানোর প্রয়োজন মনে করল না পৌরসভা। জাতির জনকের মৃত্যু বার্ষিকীতে পৌরসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দপ্তরে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিকে পুষ্পার্ঘ দিয়ে সম্মান না জানানোয় চাঞ্চল্য ছাালো বর্ধমানের রাজনৈতিক মহলে। এ বিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেস নেতা গৌরব সমাদ্দার দাবী, তৃণমূল কংগ্রেস বর্তমানে গান্ধী মূর্তিকে সম্মান জানাতে ভূলেছে কিন্তু টাকার গান্ধীকে ভোলেনি। ক্ষমতার দম্ভে ভূলতে বশেছে জাতিরজনক কে। বিজেপি মুখপাত্র ডাঃ শতরুপ দে জানান, তৃণমূল কাটমানি ও তোলাবাজি ছাড়া কিছু কি বোঝে না। তাদের শিক্ষা সংস্কৃতিতে সম্মান দেওয়ার বিষয়টা নেই, স্বাভাবিকভাবেই বলে মহাত্মা গান্ধী মৃত্যু বাষিকী দেশজুড়ে পালিত হলেও বর্ধমানে হয় না। তাই বর্ধমান পৌরসভার মতো জায়গায় অবহেলিত গান্ধীজী। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা দেবু টুডু বলেন, তৃনমূল কংগ্রেস জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী কে সম্মান জানায় কিন্তু কোন প্রশাসনিক কার্যালয়ে গান্ধী মূর্তিতে মালা না দেওয়ার দায় তৃণমূলের নয়। এই দায় প্রশাসনিক আধিকারিকদের। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়াগায় যেখানে যেখানে গান্ধীমূর্তি আছে সেখানে মাল্যদান করা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার দাবী করেন, মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু বাষিকীতে অবশ্যই মূর্তিতে মাল্যদান করার ব্যবস্থা করেছেন আধিকারিকরা। কিন্তু মঙ্গলবার বিকাল ৪টা বেজে গেলেও মূর্তিতে মাল্যদানের কোন উদ্যোগ দেখা যায় নি পৌরসভার পক্ষ থেকে। যদিও সংবাদমাধ্যমের তপরতা দেখে এদিন সূর্যাস্তের কিছুটা আগে পৌরসভায় গান্ধীজীর পূর্ণাবয়ব মূর্তির পায়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে মুখরক্ষা করেন পৌরসভার কয়েকজন আধিকারিক। উল্লেখ্য এদিন পৌরসভার ঢিল ছোড়া দূরত্বে মণির মাঠের সামনে গান্ধীজীর আবক্ষ মূর্তিতেও এদিন বিকাল পর্যন্ত মাল্যদান কিম্বা পুষ্পার্ঘ নিবেদন করা হয় নি দায়িত্বে থাকা স্থানীয় দূর্গাপূজো কমিটির পক্ষ থেকেও।

লোকসভায় মোদি বিরোধী লড়াই এর ডাক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ জানুয়ারীঃ কেন্দ্রে মোদি না, চাই দিদিকে - এই বার্তাকে সামনে রেখে এবং দেশে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে চলো পাল্টাই এই কর্মসূচি করলো পূর্ব বর্ধমান জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার বর্ধমান শহরের পারবীরহাটা পুলিশ ফাঁড়ি থেকে কার্জনগেট পর্যন্ত এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয় জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলারা। এদিনের কর্মসূচিতে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ব্লকের মহিলা নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে তৃনমূল কংগ্রেসের মহিলা শাখার পূর্ব বর্ধমান জেলা সভানেত্রী শিখা দত্ত সেনগুপ্ত বলেন, কেঙে্দ্রর বিজেপি সরকার যেভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচার চালিযে যাচ্ছে সেই নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্রে মোদি সরকারের পরিবর্তে দিদিকে কেন্দ্রের রাজ সিংহাসনে বসানোর দাবিতে এদিনের এই কর্মসূচি। সভানেত্রী আরো বলেন, গোটা রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের জন্য এত কিছু করেছেন গোটা ভারতবর্ষের কোনো মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের জন্য এত কিছু করেনি।এই আন্দোলনের মধ্যদিযে মহিলাদের অধিকার আদাযকরে ছাড়বেন বলে জানান তিনি। গলসী ১ব্লকের সভানেত্রী ঝর্ণা দাস বলেন, সমনেই লোকসভা নির্বাচন।আর এই লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে মোদিকে না, চাই দিদিকে। সারা দেশে নারীদের প্রতি নির্যাতনের বিরুদ্ধে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের এই চলো পাল্টাই কর্মসূচি করা হল। এই কর্মসূচির মাধ্যমেই আগামি লোকসভা নির্বাচনের মোদীর ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এর ডাক দিয়েছেন জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী।

অশ্বিনী বৈষ্ণব তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন

৩০শে জানুয়ারীঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের রূপসা-বাংরিপোসি সেকশনের মঞ্চপাড়ে একটি নতুন স্টেশনের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, মাননীয় রেলমন্ত্রী ১৩ই জানুয়ারী, ২০২৪-এ এলাকা পরিদর্শন করেন এবং তাদের দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। শ্রী বৈষ্ণব তার বিশেষ উদ্যোগে খড়্গপুর বিভাগের রূপসা-বাংরিপোসি সেকশনের জুগপুরা এবং ঠাকুরটোটা স্টেশনের মধ্যে মঞ্চপাড়ায় একটি হল্ট স্টেশন নির্মাণের জন্য সম্প্রতি রেলওয়ে বোর্ড থেকে অনুমোদন পেয়েছেন।

ভারতীয় রেলওয়ে বিদ্যমান সুবিধাগুলিকে আপগ্রেড করছে এবং নিয়মিত আরো যাত্রী সুবিধা যোগ করছে। তারই ধারাবাহিকতায়, মাননীয় রেলমন্ত্রী তার সফরের দুই সপ্তাহের মধ্যে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার মঞ্চপাদা এবং আশেপাশের গ্রামগুলির জন্য একটি নতুন স্টেশন প্রদানের জন্য তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন।ফলে স্থানীয় বাসিন্দরা অনেক উপকৃত হবেন। নতুন স্টেশনটি ছাত্র, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শ্রমিক, দৈনন্দিন যাত্রী ইত্যাদির জন্য দ্রুত যোগাযোগের সুবিধা দেবে। তারা তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য মঞ্চপাদা হল্ট স্টেশন থেকে সুবিধামত ট্রেনে উঠতে পারবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Ex. Engr. (C)/Br.-II, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/017/020/2023-2024 Name of the Work: **Restoration and repairing of Paver Block, IP, Asphaltum surface at Nayan Chand Dutta Street, Aurobinda Sarani and others in Ward No.-17.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **3,98,123.40**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **40 days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/016/15/2023-2024 Name of the Work: **Repairing of Labour Quarter at 9A Peary Row in Ward No.-16.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,00,451.44**. Earnest Money: ₹ **4,050.00.** Period of Completion : **45 days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/019/17/2023-2024 Name of the Work: **Restoration of Asphaltum road surface at Ahiritola Street & Ahiritola 1st Lane and Paver Block surface at 22/1 Nather Bagan Street disturbed by W/S Deptt. in Ward No.-19.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,46,966.14**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/011/021/2023-2024 Name of the Work: **Uttaran Signage at Entry Point for Single Bustee location in Ward No.-11 under Br.-II.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **1,33,255.06**. Earnest Money: ₹ **2,700.00.** Period of Completion: **30 days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/015/28/2023-2024 Name of the Work: **Uttaran Signage at Entry Point for Single Bustee location in Ward No.-15 under Br.-II.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **3,46,461.48**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/BR II/019/019/2023-2024 Name of the Work: **Uttaran Signage at Entry Point for Single Bustee location in Ward No.-19 under Br.-II.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,13,090.04**. Earnest Money: ₹ **8,300.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **10.02.2024 upto 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 6). Bid will be opened on: **12.02.2024 at 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **30.01.2024 at 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 6). The website **https://etender. wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 6).

The **Ex. Engr. (C)/Br.-IV, KMC** invites E-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/028/023/2023-2024/R Name of the Work: **Restoration of asphaltum road at Garpar Road, H. N. De Road, R. R. N. Street and others in Ward No.-28.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **1,97,550.63**. Earnest Money: ₹ **3,400.00.** Period of Completion: **180 days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/023/23-24/C08R Name of the Work: **Enlargement of the opening of special inspection pits and catch pits etc. at 14/1 Hariram Goenka Street, Radhabibi Golli, 7 Goenka Lane etc. and others in Ward No.-23.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **1,31,177.85**. Earnest Money: ₹ **2,650.00.** Period of Completion: **15 days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/024/26/2023-2024/R Name of the Work: **Repairing of IPS passage at 17/2B Lal Madhab Mukherjee Lane and others places in Ward No.-24.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **1,04,519.55**. Earnest Money: ₹ **2,100.00.** Period of Completion: **20 days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/025/034/2023-2024/R Name of the Work: **Repairs to disturbed by Water Supply Department at Ramanath Sadhu Lane and Girish Park North in Ward No.-25.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **3,28,657.13**. Earnest Money: ₹ **6,600.00.** Period of Completion: **30 days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/038/033/2023-2024/R Name of the Work: **Raising pit covers and catch pit covers at Sankar Ghosh Lane, Biplabi Pulin Das Street, 58, Kailash Bose Street and others in Ward No.-38.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **1,36,491.15**. Earnest Money: ₹ **2,800.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **07.02.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 5). The tender will be opened on: **09.02.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **30.01.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 5).

The **Ex. Engr. (C)/Br.-IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/IX/080/044/2023-2024 Name of the Work: **Construction & fittings of place (Uttaran) Identification Signboards at different places in Ward No.-80.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,87,159.29**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

(2) NIT No.: KMC/IX/076/042/UTTARAN/2023-2024 Name of the Work: **Construction & fittings (Uttaran) Identification Signboard at 10, 4, 7, 8, Gopal Doctor Road, 32, 33, 1, 9, 2/1, Hemchandra Street & 35, 36, 34, 37, 38, Wattgunge Street etc. in Ward No.-76.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,87,159.29**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

(3) NIT No.: KMC/IX/079/052/UTTARAN/2023-2024 Name of the Work: **Construction & fittings of Uttaran Identification Signboard at different location in Ward No.-79.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,87,159.29**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

(4) NIT No.: KMC/IX/073/034/2023-2024 (1st Call) Name of the Work: **Construction & fittings of Uttaran Identification Signboard at 29, 31, 33, 39, 40, 41, 43, 45 Harish Chatterjee Street, 75, 76, 97, 101 Kalighat Road in Ward No.-73.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,87,159.29**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

(5) NIT No.: KMC/IX/078/057/2023-2024 (1st Call) Name of the Work: **Maintenance of Bustee drainage system at 30C/4, Ekbalpore Lane & 13A/2, Rajab Ali Lane in Ward No.-78.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,84,586.04**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **12.02.2024 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 5). Tender will be opened on: **15.02.2024 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **02.02.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 5).

The **Ex. Engr. (C)/Br.-XV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/134/061/2023-2024/R Name of the Work: **Restoration of Paver Block passage with allied works at Dhankheti Lane and other location near Premises No.- G142, G168, G356 etc. in Ward No.-134, Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,97,156.09**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of Bid: **10.02.2024 – 11 a.m.** Date of opening of tender: **15.02.2024 – 11 a.m.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/055/2023-2024/R Name of the Work: **Improvement of surface drain with allied works at Sardar Para and Ramnagar Lane near Premises No.- J107/1, J107/B, J141/1 etc. in Ward No.-133, Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,55,244.17**. Earnest Money: ₹ **9,200.00.** Period of Completion: **90 days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/058/2023-2024/R Name of the Work: **Restoration of C.C. passage and Paver Block passage with allied works at Ramnagar Lane near Premises No.-J138, J141/D, J132 etc. in Ward No.-133, Br.-XV (Disturbed by CESC Ltd.).** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,78,232.06**. Earnest Money: ₹ **5,600.00.** Period of Completion: **90 days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/056/2023-2024/R Name of the Work: **Improvement of passage with allied works at Kasmiri Para near Premises No.-J66/A, J66/B, J68 etc. in Ward No.-133, Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,96,630.92**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/138/051/2023-2024/D Name of the Work: **Restoration of cement concrete passage with allied works disturbed by laying water pipe line & other PU Agency different places in Ward No.-138, Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,94,320.76**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 days.**

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/141/056/2023-2024/R Name of the Work: **Maintenance of drainage system at Bagdipara Road in Ayub Nagar & Warish Nagar area in Ward No.-141, Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,97,706.57**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **180 days.**

(7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/141/057/2023-2024/R Name of the Work: **Maintenance of drainage system at Jeliapara Road in Fakir Para & Doctor Para area in Ward No.-141, Br.-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,95,975.33**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **180 days.** Last date and time of submission of Bid: **12.02.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 2 to 7). Date of opening of tender: **15.02.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 2 to 7). The bid forms and other details are available on and from **02.02.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 7). **(1355/23-24)**

যথাযথ মর্যাদার সাথে শহীদ দিবস পালন করল এসইআর

কলকাতা, ৩০শে জানুয়ারি ঃ ৩০.০১.২০২৪ তারিখে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার, গার্ডেন রিচ এ যথাযথ গাম্ভীর্যের সাথে শহীদ দিবস পালিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাদের স্মরণে সকল কর্মকর্তা ও কর্মীরা দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চারটি বিভাগীয় সদর দফতরেও শহীদ দিবস পালন করা হয়েছে। খড়গপুর, আদ্রা, রাঁচি ও চক্রধরপুর।

উত্তর পূর্ব রেল স্পেশাল ট্রেন চালু করেছে

গোরখপুর ৩০ জানুয়ারীঃ । জনসাধারণের ভ্রমণ ংসক্রানত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ অযোধ্যা থেকে একটি ভ্রমণের জন্য নিম্নলিখিতগুলি করা হবে।০৪২৭৮ গোমতীনগর-অযোধ্যা ধাম মেমু ইন্টারসিটি স্পেশাল ট্রেনটি ৩১ জানয়ারী, ২০২৪-এ গোমতীনগর থেকে ০৫.১০ টায় ছাড়বে, বারাবাঙ্কি থেকে ০৫.৩৮ টায়, রুদৌলি ০৬.৩১ টায় এবং অযোধ্যা ক্যান্ট ০৭ থেকে ৭.০৪.২ টায় পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৪২৭৭ অযোধ্যা ধাম-গোমতীনগর মেমু ইন্টারসিটি স্পেশাল ট্রেনটি ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অযোধ্যা ধাম থেকে ১৭.৪০ টায় ছেড়ে যাবে, অযোধ্যা ক্যান্ট থেকে ১৮.০০ টায় ছাড়বে, ১৮.৩৪ টায় রুদৌলি এবং ৫ ঘন্টায় অযোধ্যা ধাম থেকে ছেড়ে যাবে। এই ট্রেনটি ১৬টি কোচের মেমু রেক দিয়ে চালানো হবে।

রহমানের এআই ম্যাজিকে সিনেমায় ফিরলেন মৃত গায়ক!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ 'কারার ঐ লৌহ কপাট'-র পর আরো এক বার শিরনামে রহমান। তবে এবার রহমান যা করলেন, তা দেখে অনুরাগীরা হতবাক! লোকে বলছে রীতিমতো অসাধ্য সাধন করেছেন অস্কারজয়ী এই সুরকার। ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলা যাক। সম্প্রতি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করে রহমান জানান, লাল সেলাম ছবিতে প্রয়াত বাম্বা বাকিয়া ও শাহুল হামিদের কণ্ঠ ব্যবহার করেছি তাঁদের পরিবারের থেকে অনুমতি নিয়েই। এবং উপযুক্ত সাম্মানিক অর্থও দেওয়া হয়েছে তাঁদের কণ্ঠকে ব্যবহার করা হয়েছে। রহমান আরও লেখেন, প্রযুক্তি কখনই বিপদ ডেকে আনে না। কীভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা জানা অত্যন্ত দরকার। প্রসঙ্গত, 'লাল সেলাম' সিনেমার হাত ধরেই ফের পরিচালকের আসনে ঐশ্বর্য রজনীকান্ত। এক ক্যামিও চরিত্রের জন্য বাবা রজনীকান্তকে কাস্ট করেছেন তিনি। সেই ছবির পোস্টার যদিও আগেই মুক্তি পেয়েছে। এই ছবিতে রজনীকান্তের চরিত্রের নাম মঈদীন ভাই।

মাস্টারদা সূর্য সেন স্টেশনে ফায়ার ট্রেনিং অনুশীলন

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ মেট্রো রেলওয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং যত্ন নেয়। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে নিয়মিতভাবে অগ্নিকাণ্ডের মতো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে 'শহরের লাইফলাইন'-এ গৃহীত নিরাপত্তা পরিমাপগুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে। মেট্রো চত্বরে যে কোনও অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে নিয়মিত অগ্নি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। আজ, ৩০.০১.২০২৪ তারিখে মাস্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশনে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে এরকম একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রোগ্রামে, আরপিএফ কর্মী এবং ট্রাফিক বিভাগের কর্মীদের বিভিন্ন অগ্নি ও ধোঁয়া অবস্থার অনুকরণের মাধ্যমে শিখা নিভানোর জন্য কীভাবে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রগুলি পরিচালনা করতে হয় সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এটা প্রত্যাশিত যে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী মেট্রোমেনের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে তীক্ষ্ণ করবে যে কোন জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে এবং তাড়াতাড়ি স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে।

রাজনীতিতে নামছেন 'থলপতি বিজয়!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ শীঘ্রই নিজের রাজনৈতিক দল গড়তে চলেছেন দক্ষিনী সুপারস্টার 'থলপতি' বিজয়। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যেই দলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়। শীঘ্রই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে দলের নাম নথিভুক্ত করাবেন বলে খবর। সেই মতো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। চেন্নাইতে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে বলে দাবি বিজয়ের ঘনিষ্ঠবৃত্তের মানুষজনের।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এনআইটি/০২/২৪/৬, তারিখ ২৯.০১.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন:- ক্র.নং., টেন্ডার নং., স্টোর্সের বিবরণ, ইএমডি নিম্নরূপ :- **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৫.০২.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১)** ০৫২৩১০২০, পেট্রোলিয়াম হাইড্রোকার্বন সলভেন্ট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,১৬,৫১০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৬.০২.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট: (২)** ০৮২৩১৬১৫, ৬ভি, ১২০ এএইচ ক্ষমতার ভিআরএলএ ব্যাটারি ইত্যাদি, ₹ ২০,০০,০০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৯.০২.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩)** ১০২৩২৪৬৬, ড্রাইভার সিট ও পেডিস্টাল অ্যাসেম্বলি, ₹ ১,৯৪,৫৪০/-. **(৪)** ১৫২৩৫১৮৬, কোচিংয়ের জন্য টার্নকী ভিত্তিতে সিএনসি ট্যান্ডেম আন্ডার ফ্লোর হুইল সরবরাহ, ইরেকশন, স্থাপন ও চালুকরণ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ২০,০০,০০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২০.০২.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৫)** ১০২৪১০৪৯, কী বক্স সহ আর্দিং স্যুইচ (এইচওএম) ইত্যাদি, ₹ ৭৫,৫২০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২১.০২.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৬)** ০৫২৩১০৪২, এয়ার কম্প্রেসরের তেল ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৫৬,৫৩০/-. **(৭)** ১০২২১৮০৫বি, সাসপেনশন টিউব ইত্যাদি, ₹ ২,২৩,৯৬০/-. **(৮)** ১০২৩১১১৪, ডব্লুএজি হিতাচি ক্লাসের জন্য পিনিয়ন ১৬ টিথ ইত্যাদি, ₹ ৯৬,৭৪০/-. **(৯)** ১০২৩১৫৫০, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রেক ভালভ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৩৬,৫৯০/-. **(১০)** ১১২৩১০৩০এ, অ্যাক্সল বক্সের জন্য রিয়ার কভার ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২২.০২.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১১)** ১৪২৩১১০৫এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, আর্মর্ড, আনস্ক্রিন্ড, রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (হেভি ডিউটি) সহ হাই কন্ডাক্টিভিটি কপার কন্ডাক্টর, মাপ : ৩০ কোর x ১.৫ বর্গ মিমি স্পেসিফিকেশন নং আইআরএস:এস-৬৩/২০১৪ (রিভ.৪.০) (সংশোধনী যদি থাকে সহ) খোলার তারিখ পর্যন্ত, ₹ ০/-. **(১২)** ১৬২২১১৬৮সি, ফিডার প্রোটেকশন মডিউলের প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. **(১৩)** ২১২৩১৪৬৬এ, স্যুইং ডোর (এলএইচ অ্যান্ড আরএইচ) ইত্যাদি, ₹ ১,৮০,৭৭০/-. **(১৪)** ২১২৪৫০০৩, আপগ্রেডেড হাই টেনসাইল সেন্টার বাফার কাপলার ইত্যাদি, ₹ ১৪,৩৪,৮৮০/-. **(১৫)** ১০২৩১০১০, ড্রাইভারস অটো ব্রেক ভালভ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৭৬,৮৪০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৩.০২.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৬)** ০৫২৩১২৭৬, সাধারণ কাজের জন্য পেন্ট রেডি মিক্সড অ্যালুমিনিয়ামের প্রাপ্যতা, ₹ ৭৪,২৭০/-. **(১৭)** ১১২৩১৬৬৩, অ্যাঙ্কর লিঙ্কের জন্য ব্র্যাকেট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. **(১৮)** ১৪২৩৫১১৩, স্পেসি নং আরডিএসও/এসপিএন/১৭৭/২০১২ ভার্সন ৩ অথবা সাম্প্রতিকতম অনুযায়ী ডুয়াল সেন্সর প্রণালী সহ হাই অ্যাভেইলেবিলিটি সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল অ্যাক্সল কাউন্টার (এইচএএসএসডিএসি) সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৪,৫১,৬১০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৪.০২.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৯)** ১২২৩৫৪৮৬, আরডিএসও টি-৫৯১৬ অনুযায়ী ১ মি লম্বা ফিশ প্লেটের প্রাপ্যতা, ₹ ১৪,৬৬,৭৭০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৬.০২.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২০)** ১১২৩১৪৩১, ল্যাভেটরি প্যান ও কোমোডের সেট ইত্যাদি, ₹ ৫৪,৫০০/-. **(২১)** ১১২৩১৮১৪এ, ফুট স্টেপ অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৮৫,৬৯০/-. **(২২)** ১৪২৩১১০০এ, গ্রিন অ্যাসপেক্ট মেন লেড সিগন্যাল, ১১০ ভোল্ট এসি, বর্তমান সিএলএস হাউজিংয়ে রেট্রোফিটেবল এবং এসি লেড ইসিআর-এর উপযুক্ত, আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/১৯৯/২০১০ (রিভ.১.১) সহ সংশোধনী, যদি থাকে, সহ টেন্ডার বন্ধের তারিখ পর্যন্ত, ₹ ২,৩৫,৬৫০/-. **(২৩)** ২১২৪১৪২০, ক্যাসনাব ধরনের বোগিতে সিটিআরবি ক্লাস 'ই' ৬"x১১"-এর জন্য ন্যারো জ' অ্যাডাপ্টর ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১০,৫২,০৫০/-. **(২৪)** ২১২৪৫০০৫, 'বিভিসিএম' ওয়াগনের জন্য সেন্টার সিল (সিআরএফ সেকশন) ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১০,২৮,৯৬০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৭.০২.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৫)** ১১২৩১৬৪৬, এমার্জেন্সি লাইট ইউনিট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ২,৩৩,০৬০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৮.০২.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৬)** ০৫২৩১২৯৭, পেন্ট আর/এম রেড অক্সাইড (আইএসসি-৪৪৬) ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. **(২৭)** ১২২৩৫২৪০, ফিশ বোল্ট ও নাট উৎপাদন ও সরবরাহ, ₹ ১,৬৫,১৫০/-. **(২৮)** ১৫২২৫১০৫ডি, অ্যানেক্সার অনুযায়ী হাই প্রেশার ঠান্ডা ও গরম জল/বাষ্প ক্লিনারের প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৯.০২.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৯)** ১১২৩১০৪৫, সাইলেন্ট ব্লক দ্বারা সম্পূর্ণ করা স্প্রিভের প্রাপ্যতা, ₹ ৮১,০৩০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০১.০৩.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩০)** ২১২৩১০৪২এ, হ্যান্ড ব্রেক কেবল অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি, ₹ ২,০৭,৮৯০/-. **(৩১)** ২১২৩১৪৬৮এ, বিএমবিএস বোগির জন্য ব্রেক হেড ইত্যাদি, ₹ ৪,৬৯,৬০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৪.০৩.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩২)** ০৮২৩১৪৯৬, শুষ্ক ধরনের রিটার্ন এয়ার ফিল্টার ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. **(৩৩)** ১১২৩১৩০৬, অকজিলিয়ারি রিজার্ভার ইত্যাদি, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ: ০৫.০৩.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩৪)** ১১২৩১৬৪৫এ, লাইট ফিটিং ডিফিউজার কমপ্লিট ইত্যাদি, ₹ ০/-. **(৩৫)** ১৫২৩৫১২৯এ, সংলগ্ন অ্যানেক্সার অনুযায়ী ইওটি ক্রেন ক্ষমতা ১৫টী (টার্নকি ভিত্তিতে) প্রাপ্যতা, ₹ ৯৬,০০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৬.০৩.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩৬)** ১১২৩১৬৪৪, এমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার ইত্যাদি, ₹ ৮৮,৭১০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৭.০৩.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩৭)** ১১২৩১০৯৩, শিট লোয়ার সাইড ওয়াল, ₹ ৯৯,০৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১১.০৩.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩৮)** ১৫২৩৫১৪৯এ, সিওএফএমওডব্লু স্পেসি নং সিওএফএমওডব্লু/আইআর/ইওটিসি/২০২০, রিভ-০ অনুযায়ী ইওটি ক্রেন, ক্ষমতা ১০টী সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ, ₹ ৯০,৪১০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৮.০৩.২০২৪, সময়: দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩৯)** ১৫২৪৫০০৭, রোটারি, স্ক্রু ইলেক্ট্রিক্যাল ড্রিভেন ইত্যাদির স্থাপন, সরবরাহ ও চালুকরণ, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২১.০৩.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৪০)** ১৫২৪৫০০৩, অ্যাঙ্কর লিঙ্কের জন্য ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্র্যাক ডিটেক্টর ইত্যাদি স্থাপন, সরবরাহ ও চালুকরণ, ₹ ৭৬,৮৬০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৫.০৩.২০২৪, সময়: দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৪১)** ১৫২৪৫০০৮, ডিজেল ড্রিভেন এয়ার কম্প্রেসর, ৪৫০ সিএফএম, ১০ কেজি বর্গ সেমি স্থাপন, সরবরাহ ও চালুকরণ, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০১.০৪.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৪২)** ১১২৩১৮২৬, বোল্ট ও স্ক্রু-এর সেট, ₹ ১,৪৮,৯৬০/-. **সংশোধনী :** টেন্ডার ২০২৩১৫৫৪, খোলার তারিখ ১৫.০২.২০২৪-এর ইস্যুকৃত সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন। **টেন্ডার মূল্য :** প্রতিটির জন্য ₹ ০/-। **দ্রষ্টব্য :** উপরিলিখিত সকল টেন্ডার হল ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডার সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (Stores-67/2023-24)

Tender Notices are also available at Website www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

Follow us at : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড

CIN - L74140WB1990PLC049032

রেজি. অফিস ১৭০২-০৩, বায়োওয়ান্ডার, ৭৮৯ আনন্দপুর, ই এম বাইপাস, কলকাতা: - ৭০০১০৭

ফোন : ৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০ ইমেইল : csskpsecurities.com ওয়েবসাইট : www.skpsecurities.com

৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(লক্ষ টাকায়)

এস আই নং	বিশেষ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষ ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১।	অপারেশন থেকে মোট আয়	৮৯৮.২৬	৫৭৮.১১	২,২৬০.৮২
২।	সময়ের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে)	৩৯৮.৬০	১৫৯.১১	৪৯২.০৭
৩।	করের পরে সময়ের জন্য নিট মুনাফা (অসাধারণ আইটেমের পরে)	২৯৯.৭৪	১২১.৯১	৩১০.২৩
৪।	অন্যান্য ব্যাপক আয়	(১.২৪)	০.৬৮	(১.৩০)
৫।	মেয়াদের জন্য মোট ব্যাপক আয় (মুনাফা এবং সময়ের জন্য অন্যান্য ব্যাপক আয় সমন্বিত)	২৯৮.৫০	১২২.৫৯	৩০৮.৯৩
৬।	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০- টাকা অভিহিত মূল্য)	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮
৭।	রিজার্ভ (আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	২,৬৯২.৬৮
৮।	শেয়ার প্রতি ৮ আয় (প্রতিটি ১০-টাকা)			
	১. বেসিক (টাকা)	৪.৪০	১.৭৯	৪.৫৬
	২. পাতলা (টাকা)	৪.৪০	১.৭৯	৪.৫৬

বিঃদ্র ঃ

উপরে সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.skpsecurities.com)।

বোর্ডের পক্ষে
এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
এসডি-
নরেশ পচিসিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 00233768

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯শে জানুয়ারী, ২০২৪

প্রাইভেট ওয়েলথ / ব্রোকিং / ডিস্ট্রিবিউশন / ইনস্টিটিউশনাল ইকুইটিস / ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং

NSE এবং BSE: INZ000199335 I NSDL এবং CDSL: IN-DP-155-2015 I RA: INH300002902 I PMS: INP000006509 I MB: INM000012670 I AMFI: ARN

 KOL RMS/422/2023-2025 Dl. No.: 42/2023 Dated 13.12.23 RNI No. 64730/1995

ভারতীয় টিমের জন্য খারাপ খবর, পুরো সিরিজেই নেই জাডেজা?

মুম্বই, ৩০ জানুয়ারিঃ বিশাখাপত্তনম টেস্টে কি সমতা ফিরবে? এই প্রশ্নের থেকেও বেশি গুরুতর হয়ে দেখা দিয়েছে চোট নিয়ে আশঙ্কা। হায়দরাবাদ টেস্টের পর টিম থেকে ছিটকে গিয়েছেন দুই তারকা ক্রিকেটার। রবীন্দ্র জাডেজা এবং লোকেশ রাহুল খেলতে পারবেন না দ্বিতীয় টেস্টে। সব সিরিজ বা সফরেই একই ছবি বারবার ফুটে উঠছে। চোটের তালিকায় কেউ কেউ না নাম লেখান। যা চাপে ফেলে দেয় টিমকে। এত চোট কেন, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন অনেকেই। টানা ক্রিকেট খেলার ধকল? নাকি চোট লুকিয়ে দ্রুত মাঠে ফেরার কারণেই আবার চোট ফিরে আসছে? ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে যখন প্রবল চাপে ভারত, তখন বয়ে আনছে খারাপ খবরও। রাহুল হয়তো তৃতীয় টেস্টে ফিরবেন। কিন্তু জাডেজা? পুরো

সিরিজেই নাকি অনিশ্চিত বাঁ হাতি অলরাউন্ডার। বোর্ডের একটি সূত্র জানাচ্ছেন, ‘‘লোকেশ রাহুল হয়তো সিরিজের বাকি টেস্ট খেলার জন্য ফিরবে। কিন্তু জাডেজার কী পরিস্থিতি, তা বলা মুশকিল। ওর অবস্থা অনেক বেশি সিরিয়াস। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির চিকিৎসকরা কী বলছেন বোর্ডকে, সে দিকে তাকিয়ে আছি আমরা।’’ প্রথম টেস্টের চতুর্থদিন রান আউট হয়েছেন জাডেজা। বেন স্টোকসের থ্রোতে ক্রিজে ফেরার চেষ্টা করতে গিয়েই হ্যামস্ট্রিংয়ে টান ধরে যায় তাঁর। জাডেজা যদি বাকি সিরিজে খেলতে না পারেন, ভারতীয় টিমের কাছে বড় ধাক্কা হবে। তিন স্পিনারের কথা ভেবেই বিশাখাপত্তনমেও টার্নিং ট্র্যাক বানানো হচ্ছে। বাকি তিন টেস্টের পিচও সে ভাবেই তৈরি হবে, বলাই যায়। জাডেজার মতো অভিজ্ঞ বোলার যদি খেলতে না পারেন, ভারতীয় বোলিংয়ের ধার অনেক কমবে। যা বেশ চাপে ফেলে দিচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। জাডেজার বদলে কুলদীপ যাদব খেলবেন হয়তো দ্বিতীয় টেস্টে। কিন্তু দীর্ঘদিন টেস্টে খেলেননি কুলদীপ। তিনি টিমের প্রয়োজনে নিজেকে মেলে ধরতে পারবেন তো?

বিমানে অসুস্থ হয়ে পড়েন, আইসিইউ-তে ভর্তি মায়াঙ্ক আগরওয়াল

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারিঃ ভারতীয় দলের ক্রিকেটার তথা কর্ণাটক অধিনায়ক মায়াঙ্ক আগরওয়াল আইসিইউ-তে ভর্তি। রঞ্জি ট্রফিতে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন এই ব্যাটার। ইতিমধ্যেই চার ম্যাচে দুটি সেঞ্চুরি। মায়াঙ্ককে ঘিরে হঠাৎই দুশ্চিন্তা। সর্বভারতীয় সংমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে সুরাটের বিমানে উঠেছিলেন মায়াঙ্ক। এরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত তাঁকে আগরতলার একটি চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে আইসিইউতে রাখতে হয়েছে। চলছে প্রথম শ্রেনির টুর্নামেন্ট রঞ্জি ট্রফি। তারই ম্যাচ খেলতে ত্রিপুরায় গিয়েছিল কর্ণাটক দল। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে জয় তুলে নিয়েছে কর্ণাটক। সেখান থেকেই টিম যাচ্ছিল সুরাটে। সূত্রের খবর, একটি বোতল থেকে জল খেয়েছিলেন মায়াঙ্ক। তারপরই তাঁর বুক জ্বালা করতে থাকে। বিমানের জরুরি অবতরণ করানো হয়। কর্ণাটক অধিনায়ক মায়াঙ্কের পাশাপাশি টিম ম্যানেজার রমেশকেও ভর্তি করাতে হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মায়াঙ্ক এখন বিপদ মুক্ত। কর্ণাটকের পরবর্তী ম্যাচ রেলওয়েজের বিরুদ্ধে। সুরাটের লালভাই কন্ট্রাক্টর স্টেডিয়ামে ২ তারিখ শুরু হবে রঞ্জি ট্রফির এই ম্যাচটি। গত ২৬-২৯ জানুয়ারি ত্রিপুরার সঙ্গে ম্যাচ ছিল কর্ণাটকের। দীর্ঘদিন টেস্ট দলের বাইরে মায়াঙ্ক।

একধাপ এগিয়ে দুই নম্বরে দীপ্তি, ১০-এ রেণুকা!

দুবাই, ৩০ জানুয়ারিঃ মঙ্গলবার মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বোলিং র‌্যাঙ্কিং প্রকাশিত করেছে আইসিসি। এই তালিকায় ভারতের দীপ্তি শর্মা এক স্থান এগিয়েছেন। এবং তার স্বদেশী রেণুকা সিংও দশম স্থানে উঠে এসেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার ননকুলুলেকো ম্লাবা তিন ধাপ পিছলে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থানে নেমে গিয়েছেন। দীপ্তির পাশাপাশি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন পাকিস্তানের সাদিয়া ইকবাল এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছেন ইংল্যান্ডের সারা গ্লেন। শীর্ষস্থানে রয়েছেন ইংল্যান্ডের স্পিনার সোফি একলেস্টোন। অলরাউন্ডারদের তালিকায় সেরা দশে কোনও পরিবর্তন হয়নি। এতে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন দীপ্তি শর্মা। ব্যাটসম্যানদের স্থানে চলে গিয়েছেন। রেণুকা সিং র‌্যাঙ্কিংয়ে এক স্থান লাভ করেছেন। এর পরে, স্নেহ রানাও টি-টোয়েন্টি বোলিং র‌্যাঙ্কিংয়ে দুই স্থান লাভ করেছেন এবং ২৫তম থেকে ২৩তম স্থানে চলে এসেছেন তিনি। রাজেশ্বরী গায়কোয়াড় ৩২তম অবস্থানে রয়েছেন। অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষ দশে কোনও পরিবর্তন হয়নি। এই তালিকার চতুর্থ স্থানে রয়েছেন দীপ্তি শর্মা। আইসিসি মহিলা টি-টোয়েন্টি ব্যাটারস র‌্যাঙ্কিংয়ে, ভারতীয় সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। জেমিমা ১৩তম, শেফালি বর্মা ১৬তম এবং হরমনপ্রীত কৌর ১৭তম স্থানে রয়েছেন। এই তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার বেথ মুনি শীর্ষে এবং

মধ্যে ভারতীয় সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। জেমিমা ১৩তম, শেফালি বর্মা ১৬তম এবং হরমনপ্রীত কৌর ১৭ নম্বরে রয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বেথ মুনি শীর্ষে রয়েছেন এবং তার স্বদেশী তাহলিয়া ম্যাকগ্রা দ্বিতীয় স্থান দখল করেছেন। ভারতের অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মা আইসিসি মহিলাদের টি-টোয়েন্টি র‌্যাঙ্কিংয়ে একধাপ উঠে এসেছেন। আইসিসি মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বোলিং র‌্যাঙ্কিংয়ে যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছেন দীপ্তি। পাকিস্তানের সাদিয়া ইকবাল এবং দীপ্তি শর্মা টি-টোয়েন্টি বোলিং র‌্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। আর ইংল্যান্ডের সোফি একলেস্টোন প্রথম স্থানে রয়েছেন। দীপ্তির পাশাপাশি রেণুকা সিংও শীর্ষ দশে রয়েছেন। রেণুকা দশম স্থানে রয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার ননকুলুলেকো ম্লাবা তিন ধাপ পিছলে গিয়েছেন এবং তিনি দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম তার স্বদেশী তাহলিয়া ম্যাকগ্রা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। রিচা ঘোষ এক স্থান হারিয়ে ২৯তম স্থানে নেমে গিয়েছেন। ব্যাটসম্যানদের র‌্যাঙ্কিংয়ে দীপ্তি শর্মা রয়েছেন ৩৩তম স্থানে। আইসিসি মহিলাদের টি-টোয়েন্টি দলের র‌্যাঙ্কিং নিয়ে কথা বললে, অস্ট্রেলিয়া শীর্ষে রয়েছে। যেখানে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারতীয় মহিলা দল। চার নম্বরে নিউজিল্যান্ড এবং পাঁচ নম্বরে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ছয় নম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর সাত নম্বরে শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তানের মহিলা ক্রিকেট দল আট নম্বরে, বাংলাদেশ নয় নম্বরে এবং আয়ারল্যান্ড দশ নম্বরে রয়েছে। এই বছরের শুরুতে, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক সিরিজ খেলা হয়েছিল, যা অস্ট্রেলিয়া ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল।

তৃতীয় টেস্টেও কী খেলবেন না বিরাট?

মুম্বই, ৩০ জানুয়ারিঃ ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ চলছে। ব্যক্তিগত কারণে প্রথম দুই টেস্ট থেকে ছুটি নিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। বুধেই হয়তো তৃতীয় টেস্টের দল ঘোষণা হতে পারে। তার আগে ‘বিরাট’ মাথাব্যথা কমছে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। তৃতীয় টেস্টে বিরাট কোহলিকে পাওয়া যাবেই এমন নিশ্চয়তা এখনও অবধি নেই। স্কোয়াড ঘোষণার পর চিত্রটা পরিষ্কার হতে পারে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ৫-০ প্রত্যাশা করছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা। শুরুতেই ধাক্কা খেতে হয়েছে। হায়দরাবাদে স্পিনসহায়ক পিচ বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম দিন থেকেই বল বড়রকমের টার্ন হচ্ছিল। ম্যাচে গড় টার্ন ৪.২ ডিগ্রি। যাতে সমস্যায় পড়েছেন ভারতীয় ব্যাটাররাও। এখানেই যেন পার্থক্য গড়ে দিয়েছিলেন ইংল্যান্ড ব্যাটার ওলি পোপ। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ১৯৬ রান। এটাই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। আজই হয়তো বাকি তিন টেস্টের জন্য স্কোয়াড বেছে নিতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক দল। তাতে বিরাট কোহলির নাম থাকতেই পারে। তিন ম্যাচের দলে তাঁকে রাখা হলেও তৃতীয় টেস্টে বিরাট কোহলিকে পাওয়া যাবেই এর কোনও নিশ্চয়তা নেই। শুরুতে ভারতীয় বোর্ডের তরফে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল, তাতে জানানো হয় প্রথম দু-ম্যাচে বিরাট কোহলিকে পাওয়া যাবে না। ব্যক্তিগত কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিরাট। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বোর্ডও তাঁকে অনুমতি দিয়েছে। তবে বিরাট কবে ফিরছেন, এ বিষয়ে বোর্ড কোনও তথ্য দেয়নি। বরং বোর্ডের বিবৃতিতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল, এ সময় বিরাটের ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে। এদিকে দুরন্ত ফর্মে থাকা ইংল্যান্ড এবং বাজবল স্ট্র্যাটেজি দুইয়ে মিলে সিরিজ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন বেন স্টোকস। ১২ বছর আগে ভারতের মাটি থেকে টেস্ট জিতে ফিরেছিল ইংল্যান্ড। এ বারের টিম নাকি তাই করে দেখাতে পারে। এতেই শেষ নয়, বিলেতে এখন পাত্তাই পাচ্ছেন না রোহিত শর্মারা। এক প্রাক্তন স্পিনার তো বলেই দিয়েছেন, ঘরের মাঠে ভারতকে ০-৫ হারাবে ইংল্যান্ড! অলি পোপ দারুণ ছন্দে রয়েছেন। ভারতের মাটিতে সাফল্যের রয়াসন খুঁজে নিয়েছেন সুইপ, রিভার্স সুইপের মধ্যে দিয়ে। তেমনই চমৎকার পারফর্ম করছেন ইংলিশ স্পিনাররা। বিশেষ করে হায়দরাবাদে অভিষেক হওয়া টম হার্টলি। এই দুইয়ে মিলে অসাধারণ পারফর্ম করেছে ইংল্যান্ড। সিরিজে ১-০ এগিয়ে যাওয়া স্টোকসের এই টিমকে নিয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন মন্টি পানেসর। তিনিও এক বাঁ হাতি স্পিনার ছিলেন। ১২ বছর আগে ভারতের মাটিতে ইংল্যান্ডের টেস্ট জেতার পিছনে নিয়েছিলেন মুখ্য ভূমিকা। সেই তিনিই বলে দিচ্ছেন, ‘‘এ বার রোহিত শর্মা বলতেই পারে, ভয়ডরহীন খেলতে হবে। ওকে কিন্তু এ বার ওর আসল নেতৃত্ব তুলে ধরতে হবে। প্রথম টেস্ট হারের পর ভারত যে পিছিয়ে পড়েনি, সেটাও দেখাতে হবে রোহিতকে। কামঅন রোহিত শর্মা, কিছু লড়াই দেখাও। অলি পোপ আর টম হার্টলি যদি এ ভাবেই খেলতে পারে, ভারতকে ধুয়ে-মুছে দেওয়া যাবে। ইংল্যান্ড ৫-০ জিতবে।’’ পানেসর অবশ্য ভারতের দুর্বলতা খুঁজে বের করে ফেলেছেন। বিরাট কোহলি না থাকার জন্যই মানসিক ভাবে চাঙ্গা নেই ভারতীয় টিম। ব্যাট হাতে টিমকে টানার পাশাপাশি ফিল্ডিংয়ের সময়ও টিমকে তাতিয়ে রাখেন। বিরাটের মতো লিডার না থাকায় ভারতকে পাল্টা লড়াই করতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে চোট-আঘাত আরও চাপে ফেলে দিয়েছে। এখান থেকে রোহিত শর্মার ভারতীয় টিম ঘুরে দাঁড়াতে পারবে?

রাহুর দশা চলছে, জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া উচিত রাহুলের? বলছেন আকাশ চোপড়া

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারিঃ টাইমলাইন বলছে, ২০২১ সালে পাঁচবার চোট পেয়েছেন। ২০২২ সালে একবার। ২০২৩ সালে চারবার। আর ২০২৪ সালে? সবে শুরু হয়েছে বছর। এরই মধ্যে একবার ভারতীয় টিম থেকে ছিটকে দিয়েছে চোট। বলা যেতেই পারে, ব্যাট হাতে লোকেশ রাহুল যত না ধারাবাহিক, তাঁর থেকে ধারাবাহিক তাঁর চোট! এত চোট পান কেন? তদন্ত হওয়া উচিত? মেডিক্যাল বোর্ড বসানো উচিত? নাকি জ্যোতিষী দেখানো উচিত? প্রাক্তন এক ক্রিকেটার যা ইঙ্গিত দিচ্ছেন, তাতে জ্যোতিষীর কাছেই যাওয়া উচিত রাহুলের। কপাল খারাপ না হলে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কেন টিম থেকে ছিটকে যাবেন চোটের কবলে পড়ে? ওই প্রাক্তন কী বলছেন? আকাশ চোপড়া কমেন্ট্রি বক্সে যেমন চাঁচাছোলা কথা বলেন। নিজের ইউটিউবেও তেমন। সোমবারই চোট পেয়ে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন রাহুল। তাঁকে নিয়ে পরে আকাশ বলেছেন, ‘‘আমার তো মনে হচ্ছে, ওর এখন রাহুল দশা চলছে। কিছু তো একটা আছে। যখনই ভালো চলে সব কিছু, তখনই কিছু না কিছু হয়ে যায় ভাইয়ের।’’ ভুল বলেননি আকাশ। রাহুল যখনই ফর্মে, তখনই চোট পেয়ে ছিটকে যান মাঠ থেকে। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ভোগেল বেশি। থাই মাসলে চোট

থেকে কবজির চোট, কিছুই বাদ নেই। গত বছর ওয়ান ডে বিশ্বকাপের আগেও তাঁকে নিয়ে চিন্তা ছিল। চোট সারিয়ে ফিরে টিমকে টেনেছিলেন। আবার চোট পেলেন ইংল্যান্ড সিরিজে। আকাশ বলে দিচ্ছেন, ‘‘লোকেশ রাহুলের ক্রিকেট কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ওর চোট আঘাত। গুরুত্বপূর্ণ সময়েও চোট পেয়ে বসে। সব যখন ঠিক চলে, তখনই চোট পায়।’’ ভারতীয় টিমের কাছে বেশ চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছেন রাহুল। কেউ কেউ তাঁকে ভবিষ্যতের ক্যাপ্টেন ভাবতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু চোট-আঘাতে জর্জরিত কোনও ক্রিকেটারই যতই প্রতিভাবান হোন না কেন, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা থাকুক না কেন, তাঁকে নেতা হিসেবে দেখার সম্ভাবনা কমে যায়। রাহুলের ক্ষেত্রেও তাই হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

‘সেরা সময় পেরিয়ে এসেছে’

রোহিতকে নিয়ে এমন মন্তব্য বয়কটের

লন্ডন, ৩০ জানুয়ারিঃ টেস্ট কেরিয়ার কখনওই তেমন ঝলমলে নয়। বরং বলা যেতে পারে, লাল বলের ক্রিকেটে নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। ৫৫টা টেস্টে মাত্র ১০টা সেঞ্চুরি করেছেন। যার আটটা এসেছে ঘরের মাঠে। বিদেশের মাঠে মাত্র দুটো। রোহিত শর্মা কেরিয়ারের সেরা সময় পেরিয়ে এসেছেন, এমনই মনে করছেন ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ক্রিকেটার। বেন স্টোকসের টিমের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসে ২৪ ও ৩৯ করেছেন রোহিত। হায়দরাবাদ টেস্টে ২৮ রানে হেরেছে টিম। দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে ব্যাটার রোহিতের মতো ক্যাপ্টেন রোহিতও ব্যাপক চাপে। জিওফ্রে বয়কটের মতো বিশেষজ্ঞ কিন্তু বলে দিচ্ছেন, রোহিতকে আর ভারতের সেরা বাজি হিসেবে ধরা যাবে না। কেন বলছেন এমন কথা? বয়কটের কথায়, ‘‘রোহিতে ৩৭ বছর বয়স হবে খুব শিগগিরই। ও সেরা সময় পেরিয়ে এসেছে। ক্রিকেট মাঠে ছাপ রেখেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু গত চার বছরে ঘরের মাঠে মাত্র দুটো সেঞ্চুরি করেছে। সেই সেঞ্চুরি দুটোও কিন্তু খুব একটা শক্তিশালী ছিল না। এই ভারতীয় টিমের বিরুদ্ধে কিন্তু ইংল্যান্ড সিরিজ জেতার স্বপ্ন দেখতেই পারে। আর তা হলে ১২ বছর পর আবার ভারতের মাটিতে সিরিজ জিতবে ইংল্যান্ড। ভারতীয় টিম নিশ্চিত ভাবেই বিরাট কোহলিকে মিস করছে। দ্বিতীয় টেস্টে রবীন্দ্র জাডেজাকে মিস করবে। বিরাটের মতো জাডেজার না থাকা বড়সড় ধাক্কা। জাডেজা খুব ভালো মানের অলরাউন্ডার। দারুণ বোলার, দুরন্ত ফিল্ডার আর প্রথম টেস্টে ভারতের সেরা ব্যাটারও ছিল।’’ বিরাট হয়তো তৃতীয় টেস্টে ফিরবেন টিমে। তার আগে ব্যবধান বাড়াক ইংল্যান্ড, পরামর্শ বয়কটের। তাঁর কথায়, ‘‘বিরাট অসাধারণ ব্যাটসম্যান, সন্দেহ নেই। ভারতের মাটিতে ৬০ ব্যাটিং গড় ওর। শুধু তাই নয়, বিরাট কিন্তু টিমকে বাড়তি এনার্জিও দেয়। বিরাটের অভাব মেটানো সম্ভব নয়। বিরাট টিমে ফেরার আগেই ব্যবধান বাড়িয়ে নিক ইংল্যান্ড।’’

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য এলগারের!

কেপটাউন, ৩০ জানুয়ারিঃ ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেই শেষবার মাঠে নেমেছিলেন প্রাক্তন প্রোটিয়া বাঁহাতি ওপেনার ডিন এলগার। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে নিয়ে এমন এক বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন যা সত্যিই আশ্চর্য্য। ‘ব্যান্টার উইথ দ্য বয়েজ’ পডকাস্টে তিনি জানালেন যে প্রথমবার যখন তিনি কিং কোহলির মুখোমুখি হয়েছিলেন, বিরাট রীতিমতো তাঁর দিকে থুতু ছিটিয়েছিলেন। প্রাক্তন প্রোটিয়া অধিনায়ক বলেন, ‘‘ভারতের পিচগুলো সত্যি খুব হাস্যকর। ওখানকার পরিস্থিতিতে খেলা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে ঘটনাটা ঘটেছে যখন আমি ব্যাটিং করতে আসি। টিম ইন্ডিয়ার দুই স্পিনার রবীন্দ্র জাডেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছিল। বিরাট কোহলিও আমাকে দেখছিল। তবে কোহলি যেন আমার দিকে থুথু ফেলল। এটা দেখে আমি রীতিমতো রেগে যাই এবং ওকে দুটো কথাও শুনিয়ে দিই।’’ উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা যখন ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ খেলতে আসে, সেই সময়ের ঘটনা এটি। মোহালির আইএস বিন্দ্রা স্টেডিয়ামে ঘটনাটি ঘটেছিল। টেস্টে ১৩ শতরানের মালিক আরও বলেন, ‘‘সেই সময় এবি ডিভিলিয়ার্স বিরাটের আইপিএল দল আরসিবির সদস্য ছিল। আমি বিরাটকে স্পষ্ট জানাই যে ও যদি কাজটা ফের করে, তবে আমার চেয়ে খারাপ কেউ হবে না। সেই সময় কিছু বাক্য বিনিময় হয়, তবে আমি ধীরে ধীরে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছিলাম। কারণ আমরা ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ খেলছিলাম তখন।’’ উল্লেখ্য, ভারতের বিরুদ্ধে কেপ টাউন টেস্টই দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ক্রিকেটার ডিন এলগারের শেষ ম্যাচ ছিল। এই ম্যাচ শেষে ভারতীয় দলের তরফে এলগারকে এক জার্সি উপহার দেওয়া হয়। সকল ভারতীয় ক্রিকেটারদের সই করা সেই জার্সি দলের তরফে দুই সবথেকে সিনিয়র ক্রিকেটার বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা ডিন এলগারের হাতে তুলে দেন। উপহার পেয়ে স্বভাবতই খুশি প্রোটিয়া তারকা ব্যাটার। তাঁকে বিরাট কোহলিকে আলিঙ্গন করতেও দেখা যায়। ম্যাচ শেষে রোহিত শর্মা কিন্তু এলগারের প্রশংসা করতে ভোলেননি। তিনি বলেন, ‘‘ও দক্ষিণ আফ্রিকান দলের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একজন ক্রিকেটার। একবার ক্রিজে টিকে গেলে ওকে আউট করাটা খুবই কঠিন। আমদের মধ্যে ম্যাচের আগে এই নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। যত দ্রুত সম্ভব ওকে সাজঘরে ফেরাতে আমরা বদ্ধপরিকর ছিলাম। ও দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটের জন্য যা করছে সেই বিষয়ে আমরা সকলেই অবগত। তাই দারুণ এক কেরিয়ারের জন্য ওকে শুভেচ্ছা এবং আগামীদিনের জন্য অনেক শুভতকামনা।’’

আর্জেন্টিনার পরের দুই ম্যাচের প্রতিপক্ষ চূড়ান্ত

বুয়েনস আইরেস, ৩০ জানুয়ারিঃ আর্জেন্টিনা সর্বশেষ মাঠে নেমেছিল গত বছরের নভেম্বরে। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে উরুগুয়ে ও ব্রাজিলের বিপক্ষে খেলেছিল লিওনেল মেসির দল। নাইজেরিয়া ও আইভরিকোস্টের বিপক্ষে, নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আর্জেন্টিনার পরবর্তী দুটি ম্যাচের

উরুগুয়ের কাছে ২-০ গোলে হারার পর ব্রাজিলের বিপক্ষে ১-০ গোলে জয় পেয়েছিল তারা। আর্জেন্টিনা আবার মাঠে নামবে আগামী মার্চে। এশিয়া সফরে চিনে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে তারা খেলবে প্রতিপক্ষ নিশ্চিত করেছে। আর্জেন্টিনা নাইজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি খেলবে হাংজুতে অলিম্পিকস স্পোর্টস সেন্টার স্টেডিয়ামে। আর আইভরিকোস্টের বিপক্ষে তারা খেলবে বেইজিংয়ের ওয়ার্কার্স স্টেডিয়ামে। ম্যাচ দুটি হবে ১৮ থেকে ২৬ মার্চের মধ্যে। টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, চিন সফরে চিনের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার খেলার বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়েছিল। তবে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে চিনের ম্যাচ থাকায় সেটি সম্ভব হচ্ছে না। জুনে কোপা আমেরিকায় মাঠে নামার আগে এ দুটিই হতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনার সর্বশেষ ম্যাচ। সেই হিসেবে পুরো দলকে এক সুতোয় গাঁথার জন্য সফরটি আর্জেন্টিনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গত নভেম্বরে লিওনেল স্কালোনির সম্ভাব্য বিদায়ের গুঞ্জনে আর্জেন্টিনা দলে কিছুটা অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল। তবে জানা গেছে, আপাতত স্কালোনি দল ছাড়ছেন না। কাতার বিশ্বকাপের পর থেকেই আর্জেন্টিনা দুর্দান্ত খেলছে। এরপর ১০ ম্যাচ খেলে আর্জেন্টিনা শুধু হেরেছে উরুগুয়ের বিপক্ষে। মেসিও চোটের অস্বস্তি কাটিয়ে ইন্টার মায়ামির হয়ে মাঠে নেমেছেন।

অলিম্পিক বাছাইয়ের চূড়ান্ত পর্বে ব্রাজিল, অপেক্ষায় আর্জেন্টিনা

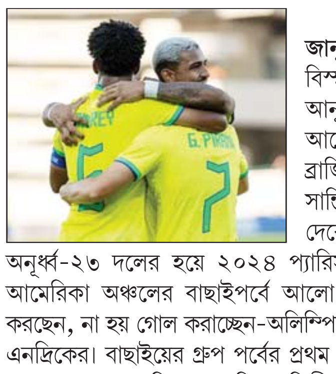

কারাকাস (ভেনেজুয়েলা), ৩০ জানুয়ারিঃ এনদ্রিক, ব্রাজিলের এ বিস্ময়বালক রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি সেরে ফেলেছেন আগেই। ১৮ বছর পূর্ণ হলেই ব্রাজিলের ক্লাব পালমেইরাস ছেড়ে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর দলটিতে যোগ দেবেন তিনি। এর আগে ব্রাজিলের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের হয়ে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক ফুটবলের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে আলো ছড়াচ্ছেন এনদ্রিক। হয় গোল করছেন, না হয় গোল করাচ্ছেন-অলিম্পিকের বাছাইপর্বটা এভাবেই কাটছে এনদ্রিকের। বাছাইয়ের গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে তাঁর গোলেই বলিভিয়াকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ব্রাজিল। দ্বিতীয় ম্যাচে কলম্বিয়ার বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানের জয়ে একটি গোল করেছেন তিনি। ইকুয়েডরের বিপক্ষে গতকাল রাতে ব্রাজিলের ২-১ ব্যবধানের আরেকটি জয়ে গোল না পেলেও দুর্দান্ত একটি অ্যাসিস্ট করছেন এনদ্রিক। এই জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই গ্রুপের শীর্ষস্থান নিশ্চিত করে ফেলেছে ব্রাজিল। ফলে বাছাইপর্বের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে তারা। তবে আর্জেন্টিনা এখনো বাছাইপর্বের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নেওয়ার অপেক্ষায় আছে। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে আছে আর্জেন্টিনা। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে প্যারাগুয়ে। তৃতীয় স্থানে থাকা পেরুর পয়েন্ট ৩ ম্যাচে ৩। এক ম্যাচ কম খেলে সমান পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে চিলি। ২ ম্যাচ থেকে এখন পর্যন্ত কোনও পয়েন্ট পায়নি সবার নিচে থাকা উরুগুয়ে। ‘এ’ ও ‘বি’ দুই গ্রুপ থেকে দুটি করে দল উঠবে বাছাইপর্বের চূড়ান্ত পর্বে। সেখান থেকে শীর্ষ দুটি দল সুযোগ পাবে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে।

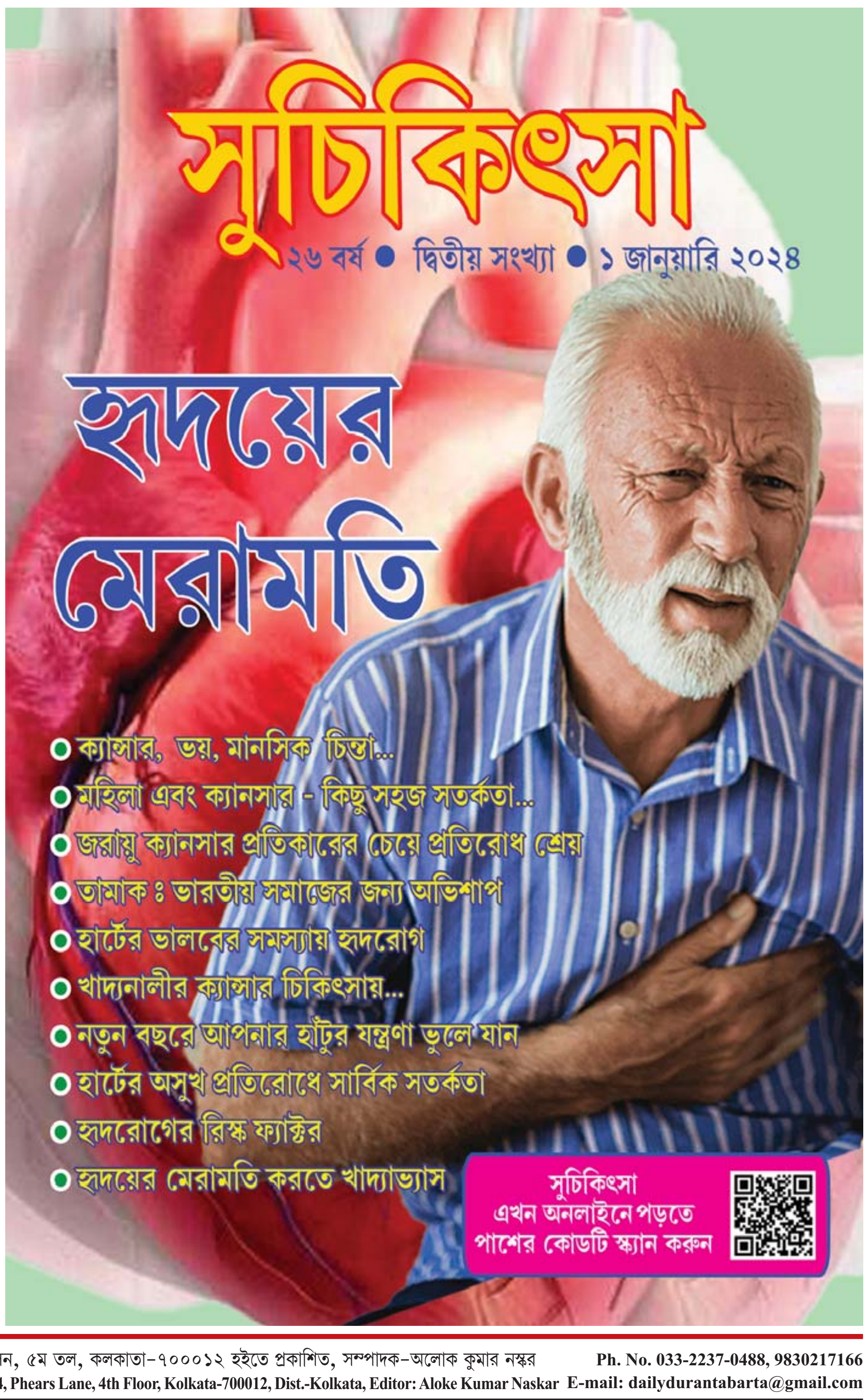

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com